بسم الله الرحمن الرحيم

অধ্যায়-২

আল-হাদিস

১. কিতাবুল ঈমান

২. কিতাবুস সালাত

ও

৩. কিতাবুল আদব

সহকারি মৌলভি নিবন্ধন গাইড

অধ্যায়-২ : আল-হাদিস

১. কিতাবুল ঈমান
২. কিতাবুস সালাত
৩. কিতাবুল আদব

১. আল-হাদিস : ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে–

ক. অনুবাদ : হাদিসের বাংলায় অনুবাদ করতে হবে– ৫ × ১ = ৫

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : উদ্ধৃত হাদিস থেকে ৩টি প্রশ্ন থাকবে; ২টির উত্তর দিতে হবে– ৩ × ২ = ৬

গ. তাহকিক : উদ্ধৃত হাদিস হতে ৪টি শব্দ থাকবে; ২টির তাহককি করতে হবে– ২ × ২ = ৪

১. কিতাবুল ঈমান

প্রশ্ন-১ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوٰى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) [শি. নি. প. ২০০৯]

উত্তর : উৎস : মানবতার মুক্তিদূত মহানবী (স)-এর প্রশ্নোল্লিখিত অমীয় বাণীটুকু সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ 'মিশকাতুল মাসাবিহ'-এর خُطْبَةُ الْكِتَابِ থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : মহানবী (স) মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আগমনের পর সমবেত মুসলিম জনতাকে দুনিয়ার মোহ বর্জন ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করে প্রতিটি কাজে اِخْلَاصُ النِّيَّةِ তথা নিয়তের বিশুদ্ধতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুবাদ : আমিরুল মু'মিনিন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রতিটি কাজ-কর্মের প্রতিফল তথা পরিণাম নিয়তের ওপরই নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তা-ই সে পাবে। যদি নিয়ত ভালো হয়, তা'হলে ভালো প্রতিদান পাবে। আর যদি নিয়ত মন্দ হয়, তাহলে মন্দ পরিণামকে বরণ করে নিতে হবে।

সুতরাং, তোমাদের মধ্যে যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে হবে, তাঁর হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশেই হচ্ছে বলে পরিগণিত হবে। পক্ষান্তরে, যার হিজরত দুনিয়া লাভের উদ্দেশে কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার জন্যে হবে, তবে তার হিজরত সে উদ্দেশে হচ্ছে বলে পরিগণিত হবে। -বুখারি ও মুসলিম

সমাপনী : সমস্ত ইবাদতে লৌকিকতা পরিহার করা আবশ্যক। মানবতার মহান শিক্ষক বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স) উল্লিখিত হাদিসে নিয়তের বিশুদ্ধতার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١): مَا هُوَ شَانُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ.

প্রশ্ন-১ : হাদিসটি বর্ণনার প্রেক্ষাপট কী? [শি. নি. প. ২০০৯]

উত্তর : হাদিস বর্ণনার প্রেক্ষাপট : আলোচ্য হাদিসে বিশ্বনবী (স) মুসলিম মিল্লাতকে নিয়ত বিশুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে দুটি অভিমত পাওয়া যায়।

১. আল্লামা তাবারানি اَلْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবিদেরকে মক্কা থেকে মদিনার দিকে হিজরত করার জন্যে আদেশ দিলে সাহাবিগণ হিজরত করতে থাকেন। এ সময়ে কতিপয় লোক হিজরত করেন, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি اُمُّ قَيْسٍ অথবা উম্মে কায়লা নামীয়

এক রমণীকে বিবাহ করার প্রত্যাশায় হিজরত করেছিল। তখন নবী কারিম (স) ঘটনাচক্রে ঐ লোকটির হিজরতের আসল উদ্দেশ্য জানতে পেরে মুহাজিরদেরকে ডেকে বললেন–

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَاِنَّمَا......اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ.

২. কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন, যেহেতু ইসলামি জীবন ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে– নিয়ত। সেহেতু নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া অপরিহার্য। বিশেষ করে ইসলামি জীবন যাপনের অনুকূল পরিবেশে আসা মুহাজির এবং সর্বোপরি প্রতিটি মুসলিমের 'আমলে সালেহ'-এর ক্ষেত্রে দুনিয়ার কোনো মোহ যেন তাদের আসল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত না করে সেজন্যে মানবতার মহান শিক্ষক মুহাম্মদ (স) নিয়তের বিশুদ্ধতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে আলোচ্য হাদিসখানা পেশ করেছেন।

اَلسُّؤَالُ(٢): مَا مَعْنَى النِّيَّةِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟

প্রশ্ন-২ : নিয়তের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? [শি. ন. প. ২০০৯]

উত্তর : اَلنِّيَّةُ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : نِيَّةٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ يَضْرِبُ-এর মাসদার। এটা আবার اِسْمِ جَامِدْ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। বহুবচনে نِيَّاتٌ;এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلْقَصْدُ তথা সংকল্প করা, ইচ্ছা করা (Intention)।

২. اَلتَّحَوُّلُ مِنْ مَكَانٍ اِلٰى مَكَانٍ اٰخَرَ তথা একস্থান হতে অন্যস্থানে গমন করা।

৩. اَلْبُعْدُ তথা দূরত্ব। ৪. اَلْحَاجَةُ তথা প্রয়োজন (ঘববফ)।

৫. تَوَجُّهُ النَّفْسِ نَحْوَ الْعَمَلِ তথা কাজের প্রতি মনের ঝোঁক।

৬. اَلْعَزْمُ তথা দৃঢ়তা ব্যক্ত করা। ৭. اَلْاِرَادَةُ তথা অভিপ্রায় প্রকাশ করা।

ক. পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় نِيَّةٌ-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

১. 'নুরুল ইযাহ' গ্রন্থকার বলেন, اَلنِّيَّةُ هُوَ قَصْدُ الْقَلْبِ عَلَى الْفِعْلِ
অর্থাৎ, কাজের ওপর মনের ইচ্ছা পোষণকে নিয়ত বলে।

২. আল্লামা বায়যাভি (র) বলেন–
اَلنِّيَّةُ عِبَارَةٌ عَنِ انْبِعَاثِ الْقَلْبِ نَحْوَ مَا يَرَاهُ مُوَافِقًا لِغَرْضٍ مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ اَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ حَالًا اَوْ مَالًا.

৩. ইমাম খাত্তাবি (র)-এর ভাষায়, هُوَ قَصْدُكَ لِشَيْءٍ بِقَلْبِكَ وَتَحَرِّى الطَّلَبِ مِنْكَ لَهٗ অর্থাৎ, তোমার অন্তর দ্বারা কোনো কাজ করার সংকল্প করা এবং সে জন্যে কাজ করাকে নিয়ত বলে।

৪. 'ফাত্হুর রব্বানি'-এর ভাষায়, اَلنِّيَّةُ هُوَ تَوَجُّهُ الْقَلْبِ جِهَةَ الْفِعْلِ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَامْتِثَالًا لِأَمْرِهٖ
অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর আদেশ পালনার্থে কোনো কাজের প্রতি মনের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অভিপ্রায় প্রয়োগকে নিয়ত বলে।

৫. আল-মু'জামুল ওয়াসিত গ্রন্থকারের ভাষায়, اَلنِّيَّةُ هُوَ تَوَجُّهُ النَّفْسِ نَحْوَ الْعَمَلِ
অর্থাৎ, কোনো কাজের প্রতি মনের আকর্ষণকে নিয়ত বলে।

৬. আল্লামা আইনি (র) বলেন, اَلنِّيَّةُ هُوَ الْقَصْدُ اِلَى الْفِعْلِ
অর্থাৎ, কাজের জন্যে ইচ্ছা পোষণ করাকেই نِيَّةٌ বলে।

মোটকথা, কাজের ওপরে মনের ইচ্ছা পোষণ করাকেই نِيَّةٌ বলে।

اَلسُّؤَالُ (٣) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : اَلْاَعْمَالُ، اَلنِّيَاتُ، نَوٰى، دُنْيَا، يَصِيْبُ، يَتَزَوَّجُ، اِمْرَءٌ ، هَاجِرٌ.

প্রশ্ন-৩ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

اَلْاَعْمَالُ : শব্দটি শব্দগতভাবে جمع تكسير অর্থগতভাবে جمع كثرت; একবচন হলো عمل উল্লেখ্য, عمل শব্দটি اسم مصدر ও اسم جامد উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়। অর্থ, কৃতকর্মসমূহ।

اَلنِّيَاتُ : এটি শব্দগতভাবে جمع تكسير আর অর্থগতভাবে جمع كثرت-এর একবচন النية মাদ্দাহ ن و ى জিনসে لفيف مقرون অর্থ, সংকল্পসমূহ।

نَوٰى : শব্দটি غَائِبٌ مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাবে ضرب মাসদার النية মাদ্দাহ ن و ى জিনসে لفيف مقرون অর্থ, সংকল্প করলো।

دُنْيَا : এ শব্দটি فُعْلٰى-এর ওজনে اسم جنس এর উৎসমূল দুটি ১. دنو অর্থ নিকটবর্তী ২. دنى অর্থ নিকৃষ্ট, মন্দ, খারাপ। দুনিয়া যেহেতু পরকালের তুলনায় খুবই নগণ্য তাই একে দুনিয়া বলে। আবার দুনিয়া যেহেতু পরকালের তুলনায় আমাদের নিকটবর্তী তাই একে দুনিয়া বলে।

يُصِيْبُ : সিগাহ غَائِبٌ مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস اِثْبَاتُ فِعْلِ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে افعال মাসদার اَلْاِصَابَةُ (মূলত اِصْوَابٌ ছিলো। বাবে افعال-এর عين কালিমাতে واو হওয়ায় واو-কে উহ্য করে শেষে "ة" বাড়ানো হয়েছে) মাদ্দাহ ص و ب জিনসে اجوف واوى অর্থ, সে পাবে, অর্জন করবে।

يَتَزَوَّجُ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস اِثْبَاتُ فِعْلِ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে تفعل মাসদার اَلتَّزَوُّجُ মাদ্দাহ ز و ج জিনসে اجوف واوى অর্থ, সে বিবাহ করছে বা করবে।

اِمْرَأً : এর প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়, رَجُلٌ বহুবচনে رِجَالٌ এটা جمع بغير لفظ হয়েছে, অর্থ, ব্যক্তি (পুরুষ)।

هَاجَرَ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস اثبات فعل ماضى معروف বাবে مفاعلة মাসদার مُهَاجَرَةٌ মাদ্দাহ ه ج ر জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সে পরিত্যাগ করলো, বর্জন করলো। যথা–

اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ.

প্রশ্ন-২ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

উত্তর : উৎস : আলোচ্য হাদিসখানা 'মিশকাতুল মাসাবিহ' নামক সংকলন গ্রন্থের "কিতাবুল ঈমান" থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে ঈমানের পাঁচটি রুকন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অনুবাদ : জালিলুল কদর সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, ইসলাম ৫টি স্তম্ভের ওপর স্থাপিত। এ পাঁচটি স্তম্ভের ওপর আমল করেই প্রতিটি ব্যক্তি মু'মিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

ভিত্তিগুলো নিম্নরূপ–

১. এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল। অর্থাৎ, তাওহিদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি দেয়া।

২. সালাত প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ, নিজে আদায় করা ও অন্যকে আদায় করতে বলা, তথা সমাজে সালাতের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৩. বছরান্তে সম্পদের যাকাত আদায় করা।

৪. রমযান মাসে রোযা পালন করা।

৫. সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের হজ কার্য সম্পাদন করা।

সমাপনী : শুধু কালিমায়ে শাহাদতের মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম ইসলাম নয়; বরং প্রত্যেককে এর রুকনগুলোসহ সমস্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তদনুযায়ী জীবন পরিচালিত করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١) : اُكْتُبْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

প্রশ্ন-১ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করুন।

উত্তর : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) পরিচিতি :

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য নিম্নরূপ–

নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম– আবদুল্লাহ। **উপনাম**– আবু আবদুর রহমান। **উপাধি**– রয়িসুল মুহাদ্দিসিন। **পিতার নাম**– ওমর ইবনুল খাত্তাব। **মাতার নাম**– যয়নব বিনতে মাযউন।

জন্ম : তিনি রাসূল (স)-এর নবুওয়াত লাভের এক বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি রাসূল (স)-এর নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে তদীয় পিতা ওমর (রা)-এর সাথে ৬ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা গ্রহণ : ইসলাম গ্রহণের মুহূর্ত থেকেই তিনি রাসূল (স)-এর দরবারে যাতায়াত করতে থাকেন এবং নবুওয়াতের দীপিকা থেকে জ্ঞানালোক গ্রহণ করতে থাকেন। এ জন্যেই তিনি তাফসির ও ফিকহশাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং হাদিস বর্ণনায় مُكْثِرِيْنَ সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা : তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা ১৬৩০। ইমাম বুখারি (র) ও ইমাম মুসলিম (র) যৌথভাবে ১৭০টি হাদিস, এককভাবে ইমাম বুখারি (র) ৮১টি হাদিস এবং ইমাম মুসলিম (র) ৩০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

যাঁরা তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন : অনেক সাহাবি ও তাবেয়ি তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। সাহাবিদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন– ইবনে আব্বাস, জাবের (রা) প্রমুখ। তাবেয়িদের মধ্যে সর্বাধিক বর্ণনা করেছেন তাঁর চার ছেলে বিলাল, হামযা, সালেম ও আবদুল্লাহ এবং তাঁর মুক্তদাস নাফে, আসলাম প্রমুখ।

ইন্তেকাল : তিনি হিজরি ৭৩ সালে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের হত্যার তিন মাস পরে, মতান্তরে ৬ মাস পরে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বা ৮৬ বছর। তাঁকে 'যী-তুয়া' নামক স্থানে মুহাজিরদের কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

اَلسُّؤَالُ(٢) : مَا مَعْنَى الْإِسْلَامُ لُغَةً وَ اِصْطِلَاحًا؟

প্রশ্ন-২ : اِسْلَامُ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? লিখুন।

উত্তর : اَلْإِسْلَامُ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : اِسْلَامٌ শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার। سِلْمٌ মূলধাতু থেকে গঠিত হয়েছে। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلْاِنْقِيَادُ الظَّاهِرِيُّ – বাহ্যিক আনুগত্য। ২. اَلْإِطَاعَةُ – মেনে চলা।

৩. اَلدُّخُوْلُ فِي السِّلْمِ – সন্ধিতে উপনীত হওয়া। ৪. اَلْإِخْلَاصُ – নিষ্ঠার সাথে কাজ করা।

৫. تَفْوِيْضُ الْاَمْرِ – কোনো কাজ ন্যস্ত করা। ৬. اَلتَّدَفُّعَ – ঠেলে দেয়া।

৭. اَلْخُضُوْعُ – বশ্যতা স্বীকার করা, অবনত হওয়া।

৮. اَلدُّخُوْلُ فِي دِيْنِ الْإِسْلَامِ – ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করা।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. হাদিসে জিবরাইলে রাসূল (স) বলেছেন–

اَلْإِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةِ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا.

অর্থাৎ, ইসলাম হলো– আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনোই মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া, রোযা পালন করা এবং সামর্থ্যবানদের হজ করা।

২. ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, هُوَ التَّسْلِيْمُ وَالْاِنْقِيَادُ لِأَوَامِرِ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ ﷺ وَالْاِجْتِنَابُ عَنْ نَوَاهِيْهِمَا

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া ও সেগুলোর অনুকরণ করা এবং তাঁদের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিহার করার নামই ইসলাম।

৩. কারো কারো ভাষায়, هُوَ اِظْهَارُ الْخُضُوْعِ لِمَا اَتٰى بِهٖ مُحَمَّدٌ

অর্থাৎ, মুহাম্মদ (স) যে জীবন বিধান নিয়ে এলেন তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করাই ইসলাম।

৪, আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি (র) বলেন–

هُوَ الْاِنْقِيَادُ لِلّٰهِ تَعَالٰى مَعَ قَبُوْلِ مَا جَاءَ بِهٖ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالتَّلَفُّظُ بِكَلِمَتَيِ الشَّهَادَةِ وَالْاِتْيَانُ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْاِمْتِنَاعُ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ.

৫. আল-মু'জামুল ওয়াসিত প্রণেতার ভাষায়, هُوَ اِظْهَارُ الْخُضُوْعِ وَالْقُبُوْلِ لِمَا اَتٰى بِهٖ مُحَمَّدٌ ﷺ

৬. আল-কামূসুল ফিকহি নামক অভিধানে বলা হয়েছে, هُوَ الْاِنْقِيَادُ لِمَا اَخْبَرَ بِهٖ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

اَلسُّؤَالُ(٣) : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيْمَانِ؟ اُكْتُبْ.

প্রশ্ন-৩ : اِيْمَانٌ ও اِسْلَامٌ-এর মধ্যে পার্থক্য কী? লিপিবদ্ধ করুন।

উত্তর : اِيْمَانٌ ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য :

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ঈমান এবং ইসলামের মধ্যে আভিধানিক পার্থক্য নিম্নরূপ–

১. اِيْمَانٌ শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার। মাদ্দাহ ا-م-ن আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অন্তরে বিশ্বাস রাখা, আস্থা স্থাপন করা, আর اِسْلَامٌ শব্দটিও বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার। মাদ্দাহ س-ل-م এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, বাহ্যত বিনয়াবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি।

২. اِيْمَانٌ হচ্ছে اِنْقِيَادِ بَاطِنِىْ তথা আন্তরিক বশ্যতা স্বীকার করা, আর ইসলাম হচ্ছে- اِنْقِيَادِ ظَاهِرِىْ তথা বাহ্যিক আনুগত্য।

৩. ঈমানের সম্পর্ক হচ্ছে নিরেট قَلْبٌ-এর সাথে, আর اِسْلَامٌ-এর সম্পর্ক হচ্ছে قَلْبٌ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে।

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : শরয়ী ও পরিভাষাগত পার্থক্য প্রসঙ্গে বক্তব্য নিম্নরূপ–

১. ইমাম বুখারি (র) বলেন যে, اِسْلَامٌ ও اِيْمَانٌ এক ও অভিন্ন। প্রত্যেক মু'মিন মুসলিম, আবার প্রত্যেক মুসলিম মু'মিন। তাঁর দলিল হচ্ছে–

١. فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

٢. يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ.

২. আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (র) ও আল্লামা কাস্তাল্লানির মতে, ঈমান হচ্ছে عَامٌ আর اِسْلَامٌ হচ্ছে خَاصٌ

অতএব, فَكُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ كُلُّ مُسْلِمٍ بِمُؤْمِنٍ

প্রশ্ন-৪ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

اَلسُّؤَالُ(٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : قَالَ، سلم، بنى، محمد، الاسلام، شهادة، عبده، رسوله، ايتاء، مُتَّفَقٌ.

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

قَالَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস ماضى مطلق معروف বাবে نصر ينصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق و ل জিনসে اجوف واوى অর্থ, সে বললো।

سَلَّمَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب, বহস ماضى مطلق معروف বাবে تفعيل মাসদার تسليم মাদ্দাহ س ل م জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, শান্তি বর্ষণ করলো।

بُنِيَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب, বহস ماضى مطلق مجهول اثبات فعل বাবে ضَرَبَ يَضْرِبُ মাসদার بناء মাদ্দাহ ب ن ى জিনসে نَاقِصٌ يَائِيٌّ অর্থ, স্থাপিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

مُحَمَّدٌ : সিগাহ واحد مذكر, বহস إِسْمُ مَفْعُوْلٍ বাবে تفعيل মাসদার التحميد মাদ্দাহ ح م د জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, প্রশংসিত।

اَلْإِسْلَامُ: এটি বাবে افعال-এর মাসদার। অর্থ, আনুগত্য করা ও আত্মসমর্পণ করা। আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে اسلام বলা হয়। যথা– اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ.

شَهَادَةٌ : এ শব্দটি বাবে سمع يسمع-এর মাসদার। মূলবর্ণ ش ہ د জিনসে সহিহ। অর্থ, সাক্ষ্য দেয়া। যেমন কুরআনের বাণী, شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه আধুনিক বাংলায় شهادة-এর অর্থ, প্রত্যয়ন।

عَبْدِهٖ : 'ه' সর্বনামটি ضَمِيْرٌ مَجْرُوْرٌ مُتَّصِلٌ আর عبد শব্দটি اسم جامد ও একবচন। বহুবচনে عِبَادٌ অর্থ, বান্দা, দাস। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا

رَسُوْلُهٗ : 'ه' সর্বনামটি ضَمِيْرٌ مَجْرُوْرٌ مُتَّصِلٌ আর رسول শব্দটি সিফাতের পদ ও একবচন। বহুবচনে رُسُلٌ এটি رِسَالَةٌ থেকে নির্গত হয়েছে। অর্থ, তার প্রেরিত দূত।

اِيْتَاءٌ : এটি বাবে افعال-এর মাসদার। মাদ্দাহ ا ت ى। জিনসে نَاقِصْ يَائِيٌّ ও مهموزفا অর্থ, প্রদান করা, আদায় করা ও দেয়া। কুরআনে বলা হয়েছে, اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوْا الزَّكٰوةَ

مُتَّفَقٌ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহস اِسْمُ مَفْعُوْلٍ বাবে افتعال মাসদার اتفاق মাদ্দাহ و ف ق জিনসে مِثَالْ وَاوِىٌّ অর্থ, ঐকমত্য পূর্ণ, প্রতিষ্ঠিত।

اِقَامٌ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب, বহস ماضى مطلق معروف, বাবে اِفعال; মাসদার الإقامة মাদ্দাহ, ق و م জিনসে أجوف واوى; অর্থ– প্রতিষ্ঠা করা।

প্রশ্ন-৩ : **নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।**

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً، فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ–وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) [শি. নি. প. ২০০৫,'১৩,'১৫,'১৬, '১৯, '২৩]

উত্তর : ভূমিকা : ঈমান এমন এক বৈপ্লবিক ও শাশ্বত (Immortal) ঘোষণার নাম, যাতে সত্তরটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এ শাখাগুলোর মাঝে একটি অন্যতম শাখা হলো, মানুষের সহজাতবৃত্তি লজ্জাশীলতা। যা না থাকলে একজন ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে না। এ হাদিসে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সূত্র : প্রশ্নোল্লিখিত তাৎপর্যবহ পবিত্র হাদিসখানা 'মিশকাতুল মাসাবিহ' নামক সংকলিত হাদিস গ্রন্থের كِتَابُ الْاِيْمَانِ থেকে উদ্ধৃত।

প্রসঙ্গ : মৌলিকভাবে ঈমানের অন্যতম নিদর্শন, মানবীয় সহজাত বৃত্তি লজ্জাবোধ সম্পর্কে উল্লিখিত হাদিসে আলোকপাত করা হয়েছে।

অনুবাদ : সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, ঈমানের ৭০টিরও বেশি শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখাটি হচ্ছে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ তথা আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এ কথার সাক্ষ্য দেয়া, আর সর্বনিম্ন শাখাটি হলো– পথ তথা যাতায়াতের রাস্তা থেকে কোনো কষ্টদায়ক বস্তু অপসারিত করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা। (কেননা, লজ্জা থাকলে মানুষ অন্যায়মূলক কাজে লিপ্ত হতে পারে না। যার লজ্জা নেই, সে যে কোনো অন্যায় কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না। তাইতো মহানবী (স) বলেছেন, اِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَاشِئْتَ –বুখারি ও মুসলিম

সমাপনী : অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সড়ক ও জনপদের নিরাপত্তা বিধান এবং অসামাজিক কার্যকলাপ, নগ্নতা এবং নারী ধর্ষণ ইত্যাদি রোধে উক্ত হাদিসটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١) : مَا مَعْنَى الْاِيْمَانِ لُغَةً وَشَرْعًا؟

প্রশ্ন-১ : اِيْمَانٌ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? লিখুন।

উত্তর : **اَلْاِيْمَانُ পরিচিতি :**

ক. **আভিধানিক অর্থ : اِيْمَانٌ** শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلتَّصْدِيْقُ তথা বিশ্বাস করা। যেমন– وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا

২. اَلْوُثُوْقُ তথা নির্ভর করা। ৩. اَلْاِنْقِيَادُ তথা আনুগত্য করা।

৪. اَلْإِذْعَانُ তথা স্বীকৃতি দেয়া। ৫. اَلْإِطْمِيْنَانُ তথা প্রশান্তি।

৬. اَلْخُضُوْعُ তথা অবনত হওয়া। ৭. اَلْخُشُوْعُ তথা একাগ্রতা প্রদর্শন করা।

৮. اَلْإِعْتِقَادُ তথা দৃঢ় বিশ্বাস করা।

মোটকথা, اَلْإِيْمَانُ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো- সত্যায়ন করা, নির্ভর করা, আনুগত্য প্রকাশ করা ও বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

ক. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. ইমাম গায্‌যালি (র) বলেছেন, اَلْإِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ ﷺ بِجَمِيْعِ مَاجَاءَ بِهِ

অর্থাৎ, নবী কারিম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার সব কিছুর সত্যতা জ্ঞাপন করতঃ তাকে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়।

২. ইমাম রাযি (র) বলেন–

اَلْإِيْمَانُ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا جَاءَ بِهِ وَالْكُفْرُ عَدَمُ تَصْدِيْقِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ.

অর্থাৎ, মহানবী মুহাম্মদ (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন সেগুলোর প্রতি সত্যতা জ্ঞাপনকরণ এবং তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার মধ্য থেকে যেসব কিছুর প্রতি তাঁর সত্যতা জ্ঞাপন নেই; সে গুলোকে অস্বীকারকরণই হলো, ঈমান।

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান শা'রানি (র) বলেন–

اَلْإِيْمَانُ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ بِمَا جَاءَ بِهِ مَعَ التَّبَرِّيْ عَنْ جَمِيْعِ مَا سِوَى اللهِ.

অর্থাৎ, মহানবী মুহাম্মদ (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি সত্যতা জ্ঞাপন করতঃ মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্যের (অস্তিত্বের) বিশ্বাস থেকে মুক্ত থাকাই হলো اَلْإِيْمَانُ

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, اَلْإِيْمَانُ هُوَ الْعَمَلُ بِالْمَأْمُوْرَاتِ وَالْإِجْتِنَابُ عَنْ جَمِيْعِ الْمَنْهِيَّاتِ

অর্থাৎ, আদেশকৃত বিষয়াবলির আমলকরণ এবং সব নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকাই হলো اِيْمَانُ।

৫. عَقَائِدُ النَّسَفِيْ-এর গ্রন্থকার (র) বলেন, اَلْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى وَالْإِقْرَارُ بِه.

অর্থাৎ, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে, তাতে আন্তরিক বিশ্বাস এবং মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদান করাই اِيْمَانُ।

৬. ইমাম আজম আবু হানিফা (র)-এর মতে, اَلْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْقَلْبِ وَحْدَهٗ

অর্থাৎ, শুধু আন্তরিক বিশ্বাসকে اِيْمَانُ বলে।

اَلسُّؤَالُ(٢) مَا هُوَ أَعْلَى شُعَبِ الْإِيْمَانِ فِي الْحَدِيْثِ وَلِمَاذَا؟

প্রশ্ন-২ : হাদিসে ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা কোনটিকে বুঝানো হয়েছে এবং কেন? [শি. নি. প. ২০১৬]

উত্তর : আলোচ্য হাদিসে রাসূল (স) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুকে ঈমানের সর্বোত্তম শাখা বলেছেন। অর্থাৎ, এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই, এটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা। এখানে ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখার কথা বলা হয়েছে। এ দুশাখার মধ্যবর্তী যত ভালো কাজ রয়েছে তাও ঈমানের শাখা-প্রশাখা। আর লজ্জাও ঈমানের অন্যতম একটি শাখা। এর মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত বান্দা ও মানুষ হিসেবে গণ্য হয়। কেননা, লজ্জা না থাকলে মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।

اَلسُّؤَالُ(٣) هَلِ الْاِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ؟ اُكْتُبْ. [শি. নি. প. ২০১৩, '১৫, '২০]

প্রশ্ন-৩ : اِيْمَانْ-এ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে কি-না? লিখুন।

উত্তর : اِيْمَانْ-এ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে কি-না :

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে কি-না, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে। যথা–

১. অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ইমাম বুখারি, শাফেয়ি ও আহমদের মতে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। তাঁদের দলিল : যেমন–

١. قَوْلُهٗ تَعَالٰى : «لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا مَعَ اِيْمَانِهِمْ».

٢. اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖ اِيْمَانًا- فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا.

٣. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا.

٤. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ ﷺ : اَلْاِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ.

২. ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ঈমানের বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু হ্রাস হয় না। কেননা, আল-কুরআনে বৃদ্ধির কথা আছে, হ্রাসের কথা নেই। যেমন আল্লাহর বাণী, وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا

৩. ইমাম আবু হানিফা (র) ও ইমামুল হারামাইনের মতে, اِيْمَانْ অপরিবর্তনীয় বিষয়, এটা হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না; বরং সব সময় একই রূপ থাকে।

দলিল : তাঁদের দলিল হলো–

ক. عَمَلْ ও اِقْرَارْ-এর নাম। এটা অবিভাজ্য ও নিরংকুশ বিষয়। সুতরাং এটার হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

খ. عَمَلْ ও اِقْرَارْ ঈমানের শাখা নয়। এটা ঈমানের পরিপূরক বিষয়। যেমন আল্লাহর বাণী–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ الخ.

এখানে اِيْمَانْ ও عَمَلْ-কে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ. ঈমান মানুষের মনের বিষয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী, اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ الخ সুতরাং অন্তরের বিষয় বাস্তবে বৃদ্ধি পায় না।

৪. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (র) বলেন, اِيْمَانْ-এর দুটি স্তর। একটি হলো, اَلدَّرَجَةُ الْاِجْمَالِيَّةُ আর অপরটি হলো– اَلدَّرَجَةُ التَّفْصِيْلِيَّةُ ; সুতরাং এ ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে–

اَلدَّرَجَةُ الْاِجْمَالِيَّةُ لَاتَزِيْدُ وَلَا تَنْقُصُ، وَالدَّرَجَةُ التَّفْصِيْلِيَّةُ تَزِيْدُ وَتَنْقُصُ.

اَلسُّؤَالُ(٤) : مَا مَعْنَى الْحَيَاءُ لُغَةً وَشَرْعًا؟

প্রশ্ন-৪ : حَيَاءٌ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? লিখুন।

উত্তর : حَيَاءٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : حَيَاءٌ শব্দটি اِسْمِ جَامِدْ এটা حَيَاةٌ থেকে নির্গত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلْاِسْتِحْيَاءُ তথা লজ্জাশীলতা (Shame)। ২. اَلتَّغَيُّرُ তথা পরিবর্তন হওয়া (To be changed)।

৩. اَلْاِنْقِبَاضُ তথা সংকোচ করা (Politeness)। ৪. اَلْاِنْقِيَادُ তথা নম্রতা।

৫. পরোয়া করা। ৬. ভীরুতা। যেমন– اِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِيْ

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি (র)-এর মতে–

تَغَيُّرٌ وَانْكِسَارٌ يَعْتَرِى الْمَرْءَ مِنْ خَوْفِ مَا يُلَامُ وَيُعَابُ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ, লজ্জা অন্তরের এমন একটি পরিবর্তন ও সংকোচনকে বলা হয়, যাতে মানুষের তিরস্কার ও দুর্নামের ভয় হয়ে থাকে।

২. আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি (র)-এর মতে, اَلْحَيَاءُ هُوَ انْحِصَارُ النَّفْسِ خَوْفَ اِرْتِكَابِ الْقَبَائِحِ

অর্থাৎ, মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকায় আত্মদমনকে حَيَاءٌ বলে।

৩. আল্লামা বায়যাভির মতে, هُوَ اِنْقِبَاضُ النَّفْسِ عَنِ الْقَبِيْحِ مَخَافَةَ الذَّمِّ

৪. মিরকাত প্রণেতা বলেন, هُوَ خُلُقٌ يَمْنَعُ الشَّخْصَ عَنِ الْفِعْلِ الْقَبِيْحِ بِسَبَبِ الْاِيْمَانِ

অর্থাৎ, এমন স্বভাবজাত গুণ, যা মানুষকে ঈমানের কারণে খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে।

اَلسُّؤَالُ(٥) لِمَ خُصَّ الْحَيَاءُ مِنْ سَائِرِ شُعْبَةٍ؟ بَيِّنْ.

প্রশ্ন-৫ : ঈমানের শাখাসমূহ থেকে حَيَاءٌ-কে خَاصْ করার কারণ কী? আলোচনা করুন।

অথবা, «اَلْحَيَاءُ»-কে নির্দিষ্টকরণের কারণ বর্ণনা করুন। [শি. নি. প. ,'২০১৩,'১৫

উত্তর : حَيَاءٌ-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : আলোচ্য হাদিসে ঈমানের সমস্ত শাখা-প্রশাখা হতে حَيَاءٌ-কে খাস করা হয়েছে। এর কারণ হলো–

১. আল্লামা তীবী (র) বলেছেন, أُفْرِدَ الْحَيَاءُ بِالذِّكْرِ لِاَنَّ بَيْنَ الْحَيَاءِ وَالْاِيْمَانِ تَعَلُّقٌ عَمِيْقٌ

অর্থাৎ, হায়ার সাথে ঈমানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে বিধায় হায়াকে খাস করা হয়েছে।

২. রাসূল (স) ছিলেন বাতেনী রোগের চিকিৎসক। যে সময়ে তিনি اُمُوْرِ اِيْمَانٌ-এর বর্ণনা দিয়েছিলেন, সে সময়ে উপস্থিত কারো মাঝে হায়ার অভাব ছিল। তাই তিনি বললেন, اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ

৩. কেউ কেউ বলেন, اَلْحَيَاءِ ضَرُوْرَةٌ لِاِكْمَالِ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ, ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্যে হায়া অতীব প্রয়োজন। এজন্যে حَيَاءٌ-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. 'লজ্জা' হচ্ছে ঈমানের অভিব্যক্তি ও প্রতিনিধি। তাই লজ্জাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. কেউ কেউ বলেন, যেহেতু حَيَاءٌ সৃষ্টিগত বা অভ্যাসগত ব্যাপার। সুতরাং, এটাও যে ঈমানের একটা বিশেষ শাখা, তা হয়তো মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবে নাও আসতে পারে। এজন্যে حَيَاءٌ-কে বিশেষভাবে ঈমানের অঙ্গ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ সমস্ত পাপের মূলই হচ্ছে লজ্জাহীনতা। তাই রাসূল (স) হায়া-এর দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রশ্ন-৬ : حَيَاءٌ কত প্রকার ও কী কী? লিখুন। **اَلسُّؤَالُ(٧) : كَمْ قِسْمًا لِلْحَيَاءِ وَمَا هُوَ؟ اُكْتُبْ.**

উত্তর : حَيَاءٌ-এর প্রকারভেদ :

ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থকারের মতে, حَيَاءٌ তথা লজ্জাশীলতা প্রথমত: তিন প্রকার। যথা–

১. **حَيَاءٌ شَرْعِىٌّ** : যার অভাবে মানুষ পাপাচারী হয়।

২. **حَيَاءٌ عَقْلِىٌّ** : যার অভাবে মানুষ বিবেকহীন বা নির্বোধ হয়ে পড়ে।

৩. **حَيَاءٌ عُرْفِىٌّ** : যার অভাবে মানুষ সমাজে তিরস্কারের পাত্র হয়।

প্রথমোক্ত حَيَاءٌ তথা حَيَاءِ شَرْعِيْ আবার তিন প্রকার। যথা–

১. حَيَاءٌ وَاجِبٌ : এটা হারামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২. حَيَاءٌ مَنْدُوْبٌ : এটা মাকরূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩. حَيَاءٌ عُرْفِيٌّ : এটা মুবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। –ফাতহুল মুলহিম

এ ছাড়াও حَيَاءٌ কে আরো দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. اَلْحَيَاءُ لِلّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহর জন্যে حَيَاءٌ ; যেমন মহান আল্লাহর নিয়ামত দেখে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো এবং তার নাফরমানী না করা।

খ. اَلْحَيَاءُ لِلْاِنْسَانِ অর্থাৎ, মানুষের জন্যে حَيَاءٌ; যেমন– দুর্নাম, তিরস্কার ইত্যাদির ভয়ে বিভিন্ন প্রকার অযাচিত কাজ থেকে মুক্ত থাকা।

اَلسُّؤَالُ(٧) مَا مَعْنٰى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؟ [শি. নি. প. ২০১৬]

প্রশ্ন-৭ : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-এর অর্থ : «مُتَّفَقٌ» শব্দটি اِتِّفَاقٌ মাসদার হতে مَفْعُوْلٌ-এর পদ। আভিধানিক অর্থ– ঐকমত্যপূর্ণ, আর عَلَيْهِ-এর অর্থ যার ওপর। অতএব, উভয়ের সমন্বিত অর্থ হচ্ছে, যার ওপর ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে।

«مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» শব্দটি মুহাদ্দিসগণের বিশেষ এক পরিভাষা। এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা–

১. জুমহুরে মুহাদ্দিসিনের মতে, هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِى رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ তথা যে হাদিস ইমাম বুখারি (র) ও ইমাম মুসলিম (র) স্ব-স্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তা-ই مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ হাদিস।

২. ইমাম হাজার আসকালানি (র) বলেন, যে হাদিসটি ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম একই সাহাবি থেকে একই সনদে বর্ণনা করেছেন, তাকেই مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ বলা হয়।

اَلسُّؤَالُ(٨) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : اَلْاِيْمَانُ، أَفْضَلُ، اَدْنٰى، إِمَاطَةٌ، بِضْعٌ، سَبْعُوْنَ، شُعْبَةٌ، اَلْحَيَاءُ، اَلطَّرِيْقُ.

প্রশ্ন-৮ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন–

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

اَلْاِيْمَانُ : শব্দটি বাবে افعال-এর মাসদার; যা امن মূলধাতু থেকে নির্গত। জিনসে مَهْمُوْزُ فَاءٌ শাব্দিক অর্থ, বিশ্বাস স্থাপন করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, নিরাপদ হওয়া বা নিরাপত্তা দেয়া। যথা– وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اَىْ بِمُصَدِّقٍ لَنَا

أَفْضَلُ : শব্দটি اسم تفضيل থেকে واحد مذكر-এর সিগাহ। বাবে كرم يكرم মাসদার- الفضل মাদ্দাহ ف ض ل জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সর্বোত্তম।

اَدْنٰى : শব্দটি اسم تفضيل থেকে واحد مذكر-এর সিগাহ (Superlative degree)। বাবে ضَرَبَ يَضْرِبُ মাসদার اَلدَّنِيْئَةُ মাদ্দাহ د ن و জিনসে نَاقِصْ وَاوِيٌّ অর্থ, সর্বনিম্ন।

إِمَاطَةٌ : শব্দটি বাবে افعال-এর মাসদার। মূলত ছিল امياط মাঝখান থেকে ى-কে বিলুপ্ত করে শেষে "ة" বাড়ানো হয়েছে। মাদ্দাহ م ى ط জিনসে اجوف يائى অর্থ, বিদূরিত হওয়া।

بِضْعٌ : তিন হতে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে بِضْعٌ বলা হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

فَلَبِثَتَ فِي السَّجْدَةِ بِضْعَ سِنِيْنَ.

سَبْعُوْنَ : শব্দটি اسم عدد তথা সংখ্যাবাচক বিশেষ্য। অর্থ, সত্তর।

شُعْبَةٌ : শব্দটি اسم جامد একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে شعب অর্থ, শাখা প্রশাখা।

اَلْحَيَاءُ : শব্দটি اسم جنس আভিধানিক অর্থ, লজ্জাশীলতা, সংকোচ। আর ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়– حياء هو خلق يمنع الشخص عن الفعل القبيح بسبب الايمان অর্থাৎ, হচ্ছে এমন একটি চরিত্র, যা ঈমানের কারণে ব্যক্তিকে খারাপ কাজ হতে বাধা প্রদান করে।

اَلطَّرِيْقُ : শব্দটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে طُرُقٌ অর্থ, রাস্তা, পথ। খট-খটানো, পথে ঘাটে যেহেতু সব সময় হেঁটে হেঁটে খট খটায় তাই তাকে طَرِيْقٌ বলা হয়।

প্রশ্ন-৪ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ، هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ، وَالْمُسْلِمِ، قَالَ اِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ اَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ؟ قَالَ : «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ». [শি. নি. প. ২০১১]

উত্তর : ভূমিকা : ইসলাম শান্তির ধর্ম, সম্প্রীতি-ভালবাসার ধর্ম ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি। সমাজ থেকে যাবতীয় অত্যাচার, পাপাচার, হানাহানি, রাহাজানি বিদূরিত করে একমাত্র ইসলামি অনুশাসন-ই উপহার দিতে পারে জাতিকে এক অনাবিল ও কাঙ্ক্ষিত সমাজব্যবস্থা।

উৎস : উল্লিখিত পবিত্র হাদিসখানা সুপ্রসিদ্ধ হাদিস সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবিহ' গ্রন্থের «كِتَابُ الْاِيْمَانِ» থেকে উদ্ধৃত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে মু'মিনদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা, অন্যের শান্তি ব্যাহত না করার পাশাপাশি 'আল্লাহর জারিকৃত নিষেধাবলি থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

অনুবাদ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সেই ব্যক্তি (খাঁটি) মুসলিম, যার হাত ও ভাষা হতে অপর মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। এমনিভাবে (প্রকৃত) মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'য়ালা যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করে। এটা ইমাম বুখারি (র)-এর বর্ণনা।

মুসলিম শরিফের বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলো, মুসলমানদের মাঝে উত্তম ব্যক্তি কে? রাসূল (স) বললেন, যার হাত ও অশ্রাব্য ভাষা হতে অপর মুসলমান নিরাপত্তা লাভ করে।

সমাপনী : সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে, সন্ত্রাস, ছিনতাই, খুন-রাহাজানি প্রতিরোধে উক্ত হাদিসের অনুশীলন সময়ের অনিবার্য দাবি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١) : بَيِّنْ مَعْنَى الْهِجْرَةِ؟ ثُمَّ اذْكُرْ مَرَاتِبَهَا.

প্রশ্ন-১ : هِجْرَةٌ-এর অর্থ বর্ণনা করুন। অতঃপর এর স্তরসমূহ আলোচনা করুন।

অথবা, هِجْرَةٌ-এর বিভিন্ন অর্থ তুলে ধরুন। [শি. নি. প. ২০১১]

উত্তর : اَلْهِجْرَةُ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : هِجْرَةٌ শব্দটি صِلَةٌ ওযনে বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلتَّرْكُ -ত্যাগ করা (To give up)। যেমন কুরআনের বাণী, (وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. (النِّسَاءُ

২. قَطْعُ الصِّلَةِ তথা সম্পর্কচ্ছেদ করা (To cut up)। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী–

لَا يَنْبَغِيْ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. (بُخَارِيْ)

৩. اَلْخُرُوْجُ مِنْ اَرْضٍ اِلٰى اُخْرٰى তথা এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাওয়া।

৪. আর শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ থেকে এলে এর অর্থ হবে تَرْكُ الْوَطَنِ তথা দেশত্যাগ করা।

৫. اَلنِّهَايَةُ প্রণেতার মতে, تَرْكُ الْاُوْلٰى لِلثَّانِيَةِ অর্থাৎ, দ্বিতীয়টির জন্যে প্রথমটিকে বর্জন করা।

৬. আল্লামা আইনি (র) বলেন, هِيَ ضِدُّ الْوَصْلِ অর্থাৎ, শব্দটি وَصْلٌ-এর বিপরীত হওয়া।

মোটকথা, هِجْرَةٌ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো, ত্যাগ করা, পরিবর্তন করা এবং বর্জন করা ইত্যাদি।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় هِجْرَةٌ-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

১. ইবনে হাজার আস্কালানি (র)-এর মতে, اَلْهِجْرَةُ تَرْكُ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ

অর্থাৎ, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন, তা পরিত্যাগ করাকে হিজরত বলে।

২. আল্লামা খাত্তাবি (র)-এর মতে–

هِيَ الْخُرُوْجُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِلْقِتَالِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مُخْلِصِيْنَ صَابِرِيْنَ مُحْتَسِبِيْنَ.

অর্থাৎ, নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং একাগ্রচিত্তে বিশ্বনবী (স)-এর সাথে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামের উদ্দেশে বের হওয়াকে হিজরত বলে।

৩. আল্ কামূসুল ফিকহিতে রয়েছে–

اَلْهِجْرَةُ تَرْكُ الْوَطَنِ الَّذِيْ بَيْنَ الْكُفَّارِ اِلٰى دَارِ الْإِسْلَامِ خَوْفَ الْفِتْنَةِ وَطَلَبَ اِقَامَةِ الدِّيْنِ.

৪. আল্লামা আইনি (র)-এর অভিমত হচ্ছে–

اَلْهِجْرَةُ هِيَ مُفَارَقَةُ دَارِ الْكُفْرِ اِلٰى دَارِ الْاِسْلَامِ خَوْفَ الْفِتْنَةِ وَطَلَبَ اِقَامَةِ الدِّيْنِ.

অর্থাৎ, ফিতনার আশংকায় এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার বাসনায় دَارُ الْكُفْرِ হতে دَارُ الْاِسْلَامِ-এ গমন করাকে হিজরত বলে।

৫. আল-মু'জামুল ওয়াসিত প্রণেতার মতে, هِيَ الْخُرُوْجُ مِنْ اَرْضٍ اِلٰى اُخْرٰى

অর্থাৎ, এক ভূমি ত্যাগ করে অন্য ভূমির উদ্দেশ্যে বের হওয়াকে هِجْرَةٌ বলে।

৬. আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (র) বলেন, هِيَ الْاِنْتِقَالُ مِنْ دَارٍ اِلٰى دَارٍ لِوَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে এক ভূমি থেকে অন্য ভূমির প্রতি স্থানান্তরিত হওয়াকে هِجْرَةٌ বলে।

হিজরতের স্তরসমূহ : হিজরতের স্তর প্রধানত দু'টি। যথা–

ক. প্রবৃত্তির চাহিদা পরিত্যাগ করে পাপকার্য হতে দূরে থাকা। যেমন নবী করিম (স)-এর বাণী–

اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ.

খ. দারুল কুফর ত্যাগ করে দারুল ইসলাম- এ নিরাপত্তার জন্যে বা দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে স্থানান্তরিত হওয়া।

আল্লামা আইনি (র) বলেন, কতিপয় আলেম হিজরতের স্তরসমূহকে ৭ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

১. মক্কা থেকে হাবশায় হিজরত।

২. মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত।

৩. মহানবী (স)-এর কাছে বিভিন্ন গোত্রের হিজরত।

৪. ইসলাম গ্রহণকারী নির্যাতিত মক্কাবাসীদের নিরাপদ স্থানে হিজরত।

৫. মক্কা থেকে দ্বিতীয়বার হাবশায় হিজরত। ৬. নিষিদ্ধ বস্তু থেকে হিজরত।

৭. মক্কা থেকে সিরিয়ায় হিজরত।

এ ছাড়াও হিজরতের আরো কয়েকটি স্তর রয়েছে। যেমন–

ক. دَارُ الْكُفْرِ থেকে دَارُ الْإِسْلَامِ-এর দিকে হিজরত।

খ. دَارُ الْخَوْفِ থেকে دَارِ الْأَمَانِ-এর দিকে হিজরত।

গ. ফেতনার মুহূর্তে এক দেশ থেকে অন্য দেশে হিজরত।

আল্লামা রাগিব ইস্পাহানি (র) বলেন, হিজরতের স্তর তিনটি। যেমন–

১. اَلْهِجْرَةُ بِالْبَدَنِ, ٢. اَلْهِجْرَةُ بِاللِّسَانِ, ٣. اَلْهِجْرَةُ بِالْقَلْبِ

اَلسُّؤَالُ(٢) : مَا هُوَ سَبَبُ تَخْصِيْصِ اللِّسَانِ وَالْيَدِ؟

প্রশ্ন-২ : হাত ও মুখকে নির্দিষ্ট করার কারণ কী? [শি. নি. প. ২০১১]

উত্তর : হাত এবং জিহ্বাকে বিশেষায়িত করার কারণ :

প্রশ্নোদ্ধৃত হাদিসে প্রকৃত মুসলিমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে বিশেষভাবে মুখের অশালীন ভাষা ও হাত সংবরণ করার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হলো–

১. ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ বেশির ভাগ কাজই এ দুটি অংগ দ্বারা সমাধান করে থাকে। তাই এ দুটি অঙ্গ সংযত রাখার ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

২. **অথবা,** অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরের কল্যাণ ও অকল্যাণ করার ক্ষেত্রে এ দুটি অঙ্গই ব্যবহৃত হয়। আর এ দুটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. **অথবা,** মানুষের সার্বিক আচরণ এতদুভয় অঙ্গ দ্বারাই প্রকাশিত হয়, তাই এ দুটো অংগকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৪. **অথবা,** যেহেতু মানুষ হাত ও মুখ দ্বারাই অপরকে কষ্ট দিয়ে থাকে। তাই এ দুটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৫. **অথবা,** মানুষ সাধারণত অধিকাংশ পাপ কাজ এ দুটি অঙ্গ দ্বারাই করে থাকে, তাই এ দুটি অঙ্গকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. **অথবা,** মুখ ও হাতের উল্লেখ দ্বারা মানুষের পার্থিব কর্তৃত্বকে বুঝানো হয়েছে।

৭. **অথবা,** মুখ এবং হাতের উল্লেখ দ্বারা মানুষের সব অঙ্গকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, এ দুটি অঙ্গ মানুষের শরীরের অঙ্গসমূহের মধ্যে অন্যতম। তাই এ দুটি অঙ্গকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৮. অথবা, মুখ দ্বারা ভাষার মাধ্যমে এবং হাত দ্বারা কর্মের মাধ্যমে মুসলমানদের চরিত্র ফুটে ওঠে। তাই এ দুটো অঙ্গকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

اَلسُّؤَالُ(٣) : وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرٰى : «سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ» فَمَا التَّوْفِيْقُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ.

প্রশ্ন-৩ : অপর এক বর্ণনায় রাসূল (স) জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, কোন কাজ উত্তম? তিনি বলেছেন- 'অপরকে খাওয়ানো এবং সালামের প্রচলন করা'। অথচ এ হাদিস তার বিপরীত; এর সমাধান কী

উত্তর : হাদিসদ্বয়ের মধ্যকার বৈপরীত্যের সমাধান : প্রশ্নে বর্ণিত হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, যার মুখের কথা ও হাত থেকে অপরাপর মুসলমান নিরাপদ রয়েছে, তিনিই উত্তম মুসলমান। তথা তার ইসলামই প্রকৃত ইসলাম। অথচ অপর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়– ইসলামের উত্তম বিষয় হচ্ছে,

মানুষকে খাদ্য খাওয়ানো ও বেশি বেশি সালাম দেয়া। বাহ্যতঃ উভয় হাদিসে মতবিরোধ রয়েছে। এ দ্বন্দ্বের সমাধান এই যে–

১. ইসলামে বহুবিধ উত্তম কার্যাবলি রয়েছে। মুনাসিব অনুযায়ী সময়ের দাবিতে রাসূল (স) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উত্তম আমলের কথা বর্ণনা করতেন। সুতরাং ভিন্ন ভিন্নভাবেই দুহাদিসে দুটি আমলকে উত্তম বলা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এতে কোনো বৈপরীত্য নেই।

২. অথবা, রাসূল (স) ছিলেন উম্মতের আধ্যাত্মিক চিকিৎসক। প্রশ্নকারীর মাঝে শরিয়তের যে বিষয়ের অভাব পরিলক্ষিত হতো, রাসূল (স) সে প্রশ্নকারীকে উক্ত বিষয়ের তাকীদ দিতেন। যেমন– যার মধ্যে কটু কথা বলার অভ্যাস ছিল, রাসূল (স) তাকে রসনা সংযত করার তাকীদ দিয়েছেন। এমনিভাবে সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও যে গরিবদের খাওয়ায় না, তাকে খাদ্য খাওয়ানোর তাকীদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং, উভয় হাদিসে কোনো বৈপরীত্য নেই।

৩. অথবা, রাসূল (স) প্রাপ্ত ওহির আলোকে একেক সময় একেক বিষয়কে উত্তম বলেছেন।

৪. অবস্থাভেদে মহানবী (স) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আমলকে সর্বোত্তম আমল বলতেন। সে হিসেবে আলোচ্য ক্ষেত্রেও তদ্রূপ হয়েছে। সুতরাং, এতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

৫. পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে গুরুত্বারোপ করার জন্যে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়কে সর্বোত্তম বলেছেন।

৬. আমল করার সুবিধার্থে ও সহজকরণের জন্যে এক সাথে সকল বিষয়কে না বলে; বরং বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমে উত্তম বিষয়গুলোকে বলেছেন। আর আলোচ্য ক্ষেত্রেও তদ্রূপ হয়েছে ।

৭. ইসলামে উত্তম কার্যাবলি একাধিক ও বহুবিধ। তাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তা মহানবী (স) উল্লেখ করেছেন।

اَلسُّؤَالُ(٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : سَلِمَ، اَلْمُسْلِمُوْنَ، اَلْمُهَاجِرُ، سَأَلَ، لِسَانٌ، نَهٰى، اَلْمُسْلِمُ، خَيْرٌ يَدُهٗ، هَجَرَ.

প্রশ্ন-৪ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

سَلِمَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাবে سمع মাসদার السلامة মাদ্দাহ س ل م জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সে শান্তিতে থাকলো, নিরাপদ হলো। যেমন–اَلْمُسْلِمُ مِنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

اَلْمُسْلِمُوْنَ : সিগাহ جمع مذكر বহস اسم فاعل বাবে سمع মাসদার السلامة মাদ্দাহ س ل م জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, মুসলমানগণ।

اَلْمُهَاجِرُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহস اسم فاعل বাবে مفاعلة মাসদার المهاجرة মাদ্দাহ ه ج ر জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, হিজরতকারী। যেমন কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে, وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ

سَأَلَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাবে فتح মাসদার اَلسُّؤَالُ মাদ্দাহ س أ ل জিনসে مَهْمُوْزٌ عَيْنٌ অর্থ, সে জিজ্ঞেস করলো। যেমন কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে–سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٌ.

لِسَانٌ : শব্দটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে أَلْسِنَةٌ অর্থ হচ্ছে– জিহ্বা, ভাষা ইত্যাদি।

نَهٰى : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাবে سمع মাসদার نهى মাদ্দাহ ن ه ى জিনসে نَاقِصٌ يَائِيٌّ অর্থ, সে নিষেধ করলো।

اَلْمُسْلِمُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহস اسم فاعل বাবে افعل মাসদার الاسلام মাদ্দাহ س ل م জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, মুসলমান।

خَيْرٌ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহস اسم تفضيل বাবে ضرب মাসদার الخير মাদ্দাহ خ ى ر জিনসে اجوف يائى অর্থ, সর্বোত্তম।

يَدَهُ : এখানে ه টি ضمير বা সর্বনাম। আর يد শব্দটি اسم; একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে ايدى অর্থ, হাত।

هَجَرَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার اَلْهِجْرَةُ মাদ্দাহ ه ج ر জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, ছেড়ে দিলো।

প্রশ্ন-৫ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسِ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ، فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، اِلَّا اَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرُ اِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. [দি. নি. প. ২০১৭]

উত্তর : প্রারম্ভিকা : ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুশাসন মেনে চলাই ঈমানের দাবি। সুবিধামতো কোনো বিধান মেনে নেয়া ও কোনো বিধান অস্বীকার করা নিফাকী মাত্র। বিশ্বাসের সাথে তার বাস্তব প্রতিফলন প্রকৃত ঈমানের পরিচায়ক।

উৎস : উদ্ধৃত শাশ্বত হাদিসখানা 'মিশকাতুল মাসাবিহ' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের كِتَابُ الْاِيْمَانِ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : উল্লিখিত হাদিসে মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মদ (স) দীপ্তকণ্ঠে ইসলামের তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। যথা–

১. তাওহিদ ও রিসালাতের ঘোষণা, ২. সালাত প্রতিষ্ঠা করা এবং ৩. যাকাত আদায় করা।

অনুবাদ : বিশিষ্ট সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (স) ইরশাদ করেছেন, মানুষের সাথে লড়াই করার জন্যে আমি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্দেশিত, যে পর্যন্ত না তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল। আর যতক্ষণ না তারা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে।

যখন তারা এরূপ করবে, তখন আমার হামলা হতে তারা তাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করে নিল। তবে ইসলামের কোনো হক নষ্ট করলে রেহাই পাবে না। অর্থাৎ, ইসলামি শরিয়তে শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ করলে, তার শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আর বাহ্যিকভাবে অন্তরে কুফরী গোপন করে রাখলে, তার হিসাব-নিকাশ গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর সোপর্দ। কিন্তু ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় কিতাবে اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ কথাটি উল্লেখ করেন নি।

সমাপনী : বর্তমান প্রেক্ষাপটে যারা তাওহিদ ও রিসালাতের অস্বীকার করবে এবং ইসলামের মৌলিক বিধান সালাত ও যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জানাবে, তাদের সাথে মু'মিনদের কোনো প্রকৃত সম্পর্ক থাকবে না এবং তাদের সাথে কোনো আপোষও থাকবে না।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١) : مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : «اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»؟

প্রশ্ন-১ : নবী (স)-এর বাণী, اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ-এর মর্মার্থ কী? আলোচনা করুন।

অথবা, اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? [শি. নি. প. ২০১৭]

উত্তর : اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ দ্বারা উদ্দেশ্য/মর্মার্থ : রাসূল (স)-এর বাণী اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ-এর মর্মার্থ হচ্ছে, যে ঈমান আনবে, সে তার জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করলো বটে, কিন্তু ইসলামের কোনো হক নষ্ট করলে সে দণ্ড থেকে রেহাই পাবে না। যেমন, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, ব্যভিচার করা, চুরি করা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তে শাস্তিযোগ্য যে কোনো অপরাধ করলে, তার শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। তার ওপর قِصَاص ও حَدّ জারি হবে। এটা হচ্ছে ইসলামের হক। এক্ষেত্রে মানুষের কোনো ইখতিয়ার নেই।

وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ-এর মর্মার্থ : রাসূল (স)-এর বাণী, وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ-এর মর্মার্থ হচ্ছে–

১. জুমহুর ওলামার মতে, যে সকল লোক ঈমান এনে বাহ্যিকভাবে ইসলামের আহকাম মেনে চলে; কিন্তু মনের মাঝে নিফাকি ও কুফরি লালন করে, তার দায়-দায়িত্ব রাসূলের নয়, এহেন কুচক্রীর অপরাধের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর। কেননা, اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ অর্থাৎ, আল্লাহই একমাত্র অন্তর্যামী।

২. আল্লামা আহমদ আলি সাহারানপুরি (র) বলেছেন, এর মর্মার্থ হচ্ছে–

وَحِسَابُهُمْ بَعْدَ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ عَلَى اللهِ فِيْ اَمْرِ سَرَائِرِهِمْ.

অর্থাৎ, এ সব বিষয়ের পর তাদের কু-কর্মের হিসাব নিকাশের দায়িত্ব মহান আল্লাহর ওপরে।

৩. কোনো কোনো ইমামের মতে, কেউ যদি মুখে ঈমান গ্রহণের পর অন্তরে কুফরি লুকিয়ে রাখে, তবে তার শাস্তির দায়িত্ব মহান আল্লাহর ওপরে। কিন্তু বাহ্যিক বিচারে তার জানমাল নিরাপদ থাকবে।

৪. অথবা, ইসলামি শরিয়তে মানুষের বাহ্যিক অবস্থার ওপরে ভিত্তি করে বিচার করা হবে। তার মনের খবর নির্ধারণের ভার আল্লাহর ওপরে ন্যস্ত ।

৫. অথবা, কেউ প্রকাশ্যে ঈমানের ঘোষণা দিলে তাকে হত্যা করা যাবে না। যেমন কুরআনের ভাষ্য–

لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. (اَلْاٰيَةُ)

اَلسُّؤَالُ(٢) : مَاذَا اَرَادَ بِقَوْلِهِ «اَلنَّاسَ» فِيْ قَوْلِهِ «اُقَاتِلَ النَّاسَ»؟

প্রশ্ন-২ : রাসূল (স)-এর বাণী, اُقَاتِلَ النَّاسَ-এর اَلنَّاسَ দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে?

উত্তর : اُقَاتِلَ النَّاسَ-এর اَلنَّاسَ দ্বারা উদ্দেশ্য : نَاسٌ শব্দটি আরবি। এর অর্থ– মানুষ। উপরিউক্ত হাদিসে اَلنَّاسَ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান। মতভেদের কারণ হলো اَلنَّاسَ শব্দটির মধ্যস্থিত اَلِف لَامْ টি। যেমন–

১. কারো কারো মতে, اَلنَّاسَ-এর اَلِف لَامْ টি হলো اِسْتِغْرَاقْ-এর জন্যে। তখন اَلنَّاسَ-এর অর্থ হবে– গোটা বিশ্বের মানুষ। এমতাবস্থায় হাদিসের অর্থ হবে– আরব-অনারব তথা গোটা বিশ্বের যে কোনো মানুষই শাহাদাত, সালাত এবং যাকাতের বিধানকে অস্বীকৃতি জানাবে, তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা বৈধ।

২. কারো কারো মতে, اَلنَّاسَ-এর اَلِفْ لَامْ টি عَهْدِىْ। এ হিসেবে অর্থ হবে– নির্ধারিত কিছু মানুষ, যেমন– আরবের মানুষ। এমতাবস্থায় হাদিসের অর্থ হবে– আরবের কোনো লোক যদি এ তিনটি কাজকে অস্বীকার করে, তবে তার সাথে জিহাদ করা বৈধ।

৩. কেউ কেউ বলেন, اَلنَّاسَ দ্বারা এখানে সকল অমুসলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে।

اَلسُّؤَالُ(٣) : مَا الْمُرَادُ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ؟

প্রশ্ন-৩ : إِقَامَةُ الصَّلَاةِ-এর মর্মার্থ কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর : إِقَامَةُ الصَّلَاةِ দ্বারা উদ্দেশ্য :

হাদিস বিশারদগণ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ-এর বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছেন। যেমন–

১. সালাতের রুকনগুলো ধীরস্থিরভাবে আদায় করার নাম إِقَامَةُ الصَّلَاةِ।

২. অথবা, সালাতের শর্তসমূহের সাথে সর্বদা সালাত আদায় করাই إِقَامَةُ الصَّلَاةِ

৩. তাফহিমুল কুরআন প্রণেতার মতে إِقَامَةُ الصَّلٰوةِ অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্রীয়ভাবে সালাতের পরিবেশ সৃষ্টি করা। যেমন কুরআনের বাণী إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوْا الصَّلٰوةِ
অর্থাৎ, যাদের ওপর দেশের ক্ষমতা থাকবে, তারাই ভূ-পৃষ্ঠে সালাতের বহুল প্রচলন করবে।

৪. অথবা, إِقَامَةُ الصَّلَاةِ হচ্ছে, ব্যক্তিগতভাবে সালাত আদায় করা। তবে ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে যথাযথভাবে সালাতের প্রচলনই إِقَامَةُ الصَّلَاةِ-এর বাস্তব নমুনা।

৫. আল্লামা বায়যাবি (র) বলেন, মহান আল্লাহর বাণী, يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সালাত تَعْدِيْلُ اَرْكَانِ-সহ আদায় করা এবং সালাতের দাবি সংরক্ষণ করা।

৬. কোনো কোনো ইমাম বলেন, জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করাকে إِقَامَةُ الصَّلَاةِ বলা হয়।

৭. অথবা, অলসতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে সালাত আদায় করাকেই إِقَامَةُ الصَّلَاةِ বলে।

৮. অথবা, নিজে সালাত আদায় করা এবং অন্যদেরকে সালাত আদায় করতে বলাই হলো إِقَامَةُ الصَّلَاةِ

৯. অথবা, পরিবার-পরিজনসহ সালাত আদায় করাই হলো إِقَامَةُ الصَّلَاةِ

اَلسُّؤَالُ(٨) : حَقِّقِ الْاَلْفَاظَ : أُمِرْتُ، اَنْ أُقَاتِلَ، يُقِيْمُوْا، يَشْهَدُوْا، يُؤْتُوْا، اَلزَّكَاةُ، عَصَمُوْا، دِمَاءُ.

প্রশ্ন-৮ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো–

أُمِرْتُ : সিগাহ واحد متكلم বহস اثبات فعل ماضى مجهول মাসদার الامر মাদ্দাহ أ م ر জিনসে مَهْمُوْزُ فَاءُ অর্থ, আমি নির্দেশিত হলাম।

اَنْ اُقَاتِلَ : এখানে ان শব্দটি حرف ناصب مضارع আর أُقَتِلُ : সিগাহ واحد متكلم বহস اِثْبَاتُ فِعْلِ مُضَارِعِ مَعْرُوْفِ বাবে مفاعلة মাসদার المقاتله মাদ্দাহ ق ت ل জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, যাতে আমি যুদ্ধ করে যাই।

يُقِيْمُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহস مضارع معروف বাবে افعال মাসদার الاقامة মাদ্দাহ ق و م জিনসে اجوف واوى অর্থ, তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে।

يَشْهَدُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহস اِثْبَاتٌ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَعْرُوْفٌ বাবে سمع মাসদার الشهادة মাদ্দাহ ش ه د জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তারা সাক্ষ্য দিবে। আর শব্দটি الشهود মাসদার থেকে নির্গত হলে অর্থ হবে, উপস্থিত হওয়া, দেখা। যেমন, কুরআনের বাণী لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ

يُؤْتُوا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহস مضارع معروف বাবে افعال মাসদার ايتاء মাদ্দাহ ا ت ى। জিনসে مركب (উল্লেখ্য, শব্দটি মূলত ছিলো يؤتون পূর্ববর্তীতে ان উহ্য থাকায় نون পড়ে গিয়েছে) অর্থ, তারা প্রদান করবে, আদায় করবে।

اَلزَّكَاةُ : শব্দটি বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ-এর মাসদার। এটা فعال ওজনে বাবে تفعيل থেকেও মাসদার হয়ে থাকে। মাদ্দাহ ز ك و জিনসে نَاقِصٌ وَاوِيٌّ অর্থ হচ্ছে– পবিত্রতা ও বৃদ্ধি।

عَصَمُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহস اثبات فعل ماضى معروف বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْعَصْمَةُ মাদ্দাহ ع ص م জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তারা রক্ষা করেছে।

دِمَاءٌ : শব্দটি اسم বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে دم অর্থ, রক্ত।

প্রশ্ন-৬ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ صَلّٰى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِيْ لَهٗ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ فَلَا تُخْفِرُوْا اللهَ فِيْ ذِمَّتِهٖ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) [শি. নি. প. ২০১৪,'১৫,'১৭]

উত্তর : সূচনা : সালাত হচ্ছে ঈমানের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। পবিত্র কা'বাগৃহ হচ্ছে বিশ্ব মুসলিমের কিবলা ও সম্মিলনস্থল। আর আল্লাহর নামে যবাইকৃত প্রাণী ভক্ষণ হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন। আলোচ্য হাদিসে সে কথারই ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

উৎস : প্রশ্নে বর্ণিত হাদিসটি সুবিখ্যাত হাদিসগ্রন্থ 'মিশকাতুল মাসাবিহ'-এর كِتَابُ الْاِيْمَانِ শিরোনামীয় অধ্যায় থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : যারা ইসলামের মৌলিক দিকগুলোর অনুসরণ করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।

অনুবাদ : মহানবী (স)-এর একান্ত ভক্ত ও সেবক আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের সালাতের মতই সালাত আদায় করে থাকে, আমাদের কেবলা (কা'বা)-কে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করে এবং আমাদের যবাইকৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করে (এতে দ্বিধাবোধ করে না) তবে সে নিশ্চয় মুসলমান। সে ব্যক্তির জান, মাল ইত্যাদি রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। সুতরাং, তার যিম্মার ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদাকে তোমরা হেয় করো না। –হাদিসটি ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন

উপসংহার : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স)-এর যিম্মায় তথা আশ্রয়ে আসতে হলে আনুগত্যের সাথে ইসলামের অনুসরণ করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : شَهَادَتَيْنِ-এর উল্লেখ না করার কারণ কী? বর্ণনা করুন। اَلسُّؤَالُ(١) : لِمَ تَرَكَ ذِكْرَ الشَّهَادَتَيْنِ؟ بَيِّنْ.

উত্তর : شَهَادَتَيْنِ উল্লেখ না করার কারণ : প্রশ্নে বর্ণিত হাদিসটিতে মুসলমান হবার জন্যে তিনটি মৌলিক শর্তের উল্লেখ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে– ১. সালাত আদায় করা।
২. কা'বাকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করা। ৩. মুসলমানদের যবাইকৃত প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া।
অথচ ইসলামের মূল রুকন شَهَادَتَيْنِ-এর উল্লেখ করা হয়নি। যা মুসলমান হবার জন্যে প্রধান শর্ত। এর কারণ হচ্ছে–

১. সালাত আদায় করতে হলে যেকোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই شَهَادَتَيْنِ-কে বরণ করে নিতে হবে। যেহেতু شَهَادَتَيْنِ ব্যতীত ঈমান-ই হবে না, সালাততো দূরের কথা, এ হিসেবে شَهَادَتَيْنِ-এর কথা আলোচনা করা হয়নি।
২. হাদিসটিতে ইহুদি-খ্রিস্টানদের একটি বিশেষ দলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, তারা شَهَادَتَيْنِ তথা আল্লাহ ও রাসূল (স) সত্য হওয়ার সাক্ষ্য দিত; কিন্তু সালাতসহ বাকি বিষয়গুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতো না। তাই এ হাদিসে তাদেরকে পূর্ণ মুসলমান হবার জন্যে অবশিষ্ট বিষয়গুলোকে শর্ত করা হয়েছে।
৩. কারো কারো মতে, شَهَادَتَيْنِ-এর ব্যাপারটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ থাকায় তা উল্লেখ করা হয়নি।
৪. মহানবি (স) مُخَاطِبْ-দের অবস্থার আলোকে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাই তাদের অপূর্ণাঙ্গ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে شَهَادَتَيْنِ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করেছেন।

اَلسُّؤَالُ(٢) : لِمَ وَرَدَ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ : مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا مَعَ كَوْنِهِ دَاخِلًا فِيْهَا، لِاَنَّهُ مِنْ شَرَائِطِهَا؟

প্রশ্ন-২ : اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ-কে বিশেষভাবে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা করুন।
অথবা, مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا বলার পর اِسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا বলার কারণ কী? [শি. নি. প. ২০১৪, '১৫, '১৭]

উত্তর : اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ :
আলোচ্য হাদিসে মুসলমান হওয়ার জন্যে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে কিবলামুখী হয়েই সালাত আদায় করতে হয়। তবুও এখানে اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো–

১. কিছু কিছু লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনলেও কা'বাকে কিবলা হিসেবে মেনে নিতে ইতস্ততঃ বোধ করতো। তাই রাসূল (স) সালাতের সাথে বিশেষভাবে اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ-এর কথা উল্লেখ করে এদিকে ইংগিত করেছেন যে, শুধুমাত্র সালাত আদায় করলেই হবে না, মুসলমান হতে হলে পূর্ববর্তী কিবলাকে বর্জন করে কা'বাকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।
২. হিজরতের পর মহানবী (স) ১৬/১৭ মাস بَيْتُ الْمُقَدَّسِ-কে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করেন; কিন্তু কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এলে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা তা পালনে অনীহা প্রকাশ করে। তাই اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
৩. এর দ্বারা নও মুসলিমদেরকে পূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।
৪. ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের নামাযে কোনো রুকু সেজদা নেই। আর রুকু ও সেজদার জন্যই মূলত কিবলার দরকার। রাসূল (স) রুকু সেজদা বিশিষ্ট সালাতের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার জন্য কেবলাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

اَلسُّؤَالُ(٣) : اِلَامَ يَرْجِعُ الضَّمِيْرُ فِىْ قَوْلِهٖ ﷺ : «ذِمَّتَهٗ وَمَا مَعْنٰى ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ»؟

প্রশ্ন-৩ : রাসূলের বাণী, ذِمَّتَهٗ-এর মধ্যকার «ه» যমিরের প্রত্যাবর্তন কোন দিকে? আর ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ-এর মর্মার্থ কী? বর্ণনা করুন।

অথবা, ذِمَّةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? [শি. নি. প. ২০১৪,'১৫,'১৭]

উত্তর : ذِمَّتَهٗ-এর যমিরের প্রত্যাবর্তনস্থল : আলোচ্য হাদিসে ذِمَّتَهٗ শব্দটির "ه" যমিরের প্রত্যাবর্তনস্থল হলো, পূর্ববর্তী اَلْمُسْلِمُ; এ হিসেবে অর্থ হলো– আল্লাহ কর্তৃক মুসলমানদের দেয়া নিরাপত্তার যিম্মাকে ভেঙ্গে দিয়ো না।

◻ ذِمَّةُ اللّٰهِ ও ذِمَّةُ الرَّسُوْلُ-এর মর্মার্থ :

এখানে মুসলমানের ওপর আল্লাহর যিম্মাদারী বলতে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে–

১. যখনই একজন ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থাকে মেনে নিবে, তখন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তাই ঈমানদারদের ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে ঘোষণা দেয়া হয়েছে–

١. اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا. ٢. ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا، كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

এমনিভাবে রাসূল (স)-এর পক্ষ থেকেও যিম্মাদারি রয়েছে। এ যিম্মাদারি ইহকাল ও পরকাল উভয়ক্ষেত্রে হতে পারে। যেমন রাসূল (স) অন্যত্র বলেছেন–

١. مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

٢. فَمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّيْ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ.

২. যে ব্যক্তি সালাত আদায় করবে, কা'বাকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করবে, তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপরে ন্যস্ত। যথা–
   ক. কোনো মুসলমানের পক্ষে তার রক্ত হালাল নয়।
   খ. বৈধ কারণ ব্যতীত কেউ তাকে হত্যা করতে পারবে না।
   গ. তার সম্পদ কারো জন্যে হালাল হবে না।

৩. কারো কারো মতে, এখানে ذِمَّةُ اللّٰهِ বলতে আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহের কথা বুঝানো হয়েছে।

اَلسُّؤَالُ(٤) : مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «اَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا»؟

প্রশ্ন-৪ : রাসূল (স)-এর বাণী, اَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا-এর মর্মার্থ কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর : রাসূল (স)-এর বাণী, اَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا-এর মর্মার্থ : ذَبِيْحَةٌ অর্থ مَذْبُوْحَةٌ তথা যবেহকৃত পশু। এর মর্মার্থ হলো–

১. মহান আল্লাহ তা'য়ালার নামেই মুসলমানরা পশু-পাখি ইত্যাদি যবাই করে থাকে। পক্ষান্তরে, বিধর্মীরা তাদের নিজস্ব নিয়মে প্রাণী যবাই করে থাকে। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যতার কারণে বিধর্মীরা মুসলমানদের যবাইকৃত প্রাণীর গোশত খায় না।

২. এছাড়া অভিশপ্ত ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের ওপর হিংসাবশত: তাদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করতো না। অথচ তাদের মাঝে অনেকেই ইসলামের দাবি করতো।

তাই নবী কারিম (স) তাদের এ আচরণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বলেছিলেন–

مَنْ صَلّٰى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا .... الخ.

অর্থাৎ, শুধুমাত্র মৌখিক দাবি করলেই হবে না; বরং আমাদের কা'বামুখী হয়ে সালাত আদায়ের পাশাপাশি, আমাদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশতকেও ভক্ষণ করতে হবে। তাহলেই মুসলিম দাবি স্বার্থক হবে; অন্যথায় নয়। এ কারণেই মহানবী (স) উপরিউক্ত বাণী পেশ করেছেন।

প্রশ্ন-৫ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন। اَلسُّؤَالُ(٥) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : صَلّٰى اِسْتَقْبَلَ، ذَبِيْحَةٌ، لَاتَخْفِرُوْا، اَكَلَ

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

صَلّٰى : সিগাহ واحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাবে تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّصْلِيَةُ মাদ্দাহ ص ل ى জিনসে نَاقِصٌ يَائِيٌّ অর্থ, সে সালাত আদায় করলো।

اِسْتَقْبَلَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাবে اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقْبَالُ মাদ্দাহ ق ب ل জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ,সে কেবলামুখী হলো।

ذَبِيْحَةٌ : اسم فاعل واحد مؤنث সিগাহ তবে অর্থগতভাবে এটা إِسْمُ مَفْعُوْلٍ সুতরাং ذَبِيْحَةٌ-এর অর্থ হবে مَذْبُوْحَةٌ যেমনিভাবে جَرِيْحٌ-এর অর্থ, مَجْرُوْحٌ হয়ে থাকে। বাবে فَتَحَ মাসদার اَلذِّبْحُ মাদ্দাহ ذ ب ح জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, যবেহকৃত প্রাণী। ذَبِيْحَةٌ-এর বহুবচন হলো ذَبَائِحُ ।

لَاتَخْفِرُوْا : সিগাহ حَاضِرٌ مُذَكَّرٌ جَمْعٌ বহস مَعْرُوْفٌ حَاضِرٌ نَهْيٌ বাবে افعال মাসদার الاخفار মাদ্দাহ خ ف ر জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তোমরা ভঙ্গ করো না, হেয় প্রতিপন্ন করো না।

اَكَلَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মাদ্দাহ أ ك ل জিনসে مَهْمُوْزٌ فَاءٌ অর্থ, সে ভক্ষণ করলো।

প্রশ্ন-৭ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَتَى اَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهٗ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّىْ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ، قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا شَيْئًا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ، فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَنْظُرُ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) [শি. নি. প. ২০০৬]

উত্তর : ভূমিকা : জান্নাত একজন মু'মিনের চূড়ান্ত ঠিকানা। সে ঠিকানার সন্ধানে একজন মু'মিনকে আনুগত্য করতে হবে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের। সাথে সাথে আল্লাহর নির্ধারিত ইবাদতসমূহ অনুশীলন করতে হবে।

উৎস : প্রশ্নে বর্ণিত হাদিসটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর كِتَابُ الْاِيْمَانِ শিরোনামীয় অধ্যায় থেকে সংকলন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বর্ণিত হাদিসে ইসলামের মৌলিক ইবাদত পালনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করার শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে।

অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবি আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী কারিম (স)-এর নিকট জনৈক বেদুইন আগমন করলেন। তিনি রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে বললেন, আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন, যে আমল করলে আমি বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারব। তখন নবী কারিম (স) বললেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। ফরয সালাত কায়েম করবে, নির্ধারিত যাকাত প্রদান করবে এবং মাহে রমযানের রোযা পালন করবে। লোকটি এতদ্শ্রবণে বললেন, ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, এগুলো থেকে আমি বিন্দুমাত্র বেশি করবো না এবং এর চেয়ে কমও করবো না। অতঃপর লোকটি যখন প্রস্থান করলেন, নবী কারিম (স) বললেন, যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতী লোক দেখে খুশি হতে আগ্রহী, সে যেন এ ব্যক্তির দিকে তাকায়। –বুখারি ও মুসলিম

সমাপনী : ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকেরই থাকতে হবে দৃঢ় প্রত্যয়, আর জান্নাত লাভে থাকতে হবে উদগ্রীব বাসনা।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١) : مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْاَعْرَابِيِّ «لَا اُزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا»؟

প্রশ্ন-১ : বেদুইনের উক্তি لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ-এর মর্মার্থ কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর : لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ-এর মর্মার্থ :

বেদুইনের উক্তি 'যা শুনেছি আমি এর চেয়ে বেশি করবো না এবং কমও করবো না।' এর মর্মার্থ সম্পর্কে মুহাদ্দেসিনে কিরাম কয়েকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যথা–

১. فَيْضُ الْبَارِىْ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এর মূল বাক্য হচ্ছে–

لَا اَزِيْدُ عَلَى الْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِىْ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَلَا اَنْقُصُ مِنْهَا.

অর্থাৎ, আমি আমার নিজের মধ্যে শরিয়তের সে সকল নির্দেশ যা আপনি শিক্ষা দিয়েছেন। তার অতিরিক্ত করবো না এবং তার মধ্যে কমও করবো না।

২. فَتْحُ الْمُلْهِمْ গ্রন্থকার এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, **لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا بِالنَّوَافِلِ وَلَا اَنْقُصُ مِنَ الْفَرَائِضِ**
অর্থাৎ, নফল ইবাদত দ্বারা এর ওপর কিছু বৃদ্ধি করবো না, কমও করবো না।

৩. ইবনুল মুনাইয়্যির বলেন, যেহেতু লোকটি তাঁর গোত্রের প্রতিনিধি ছিল, সেহেতু এর অর্থ হবে–
لَا اَزِيْدُ عَلٰى مَا سَمِعْتُ وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ فِى التَّبْلِيْغِ.

৪. ইবনে হাজার আসকালানি (র) বলেছেন, বাক্যটির শাব্দিক অর্থ যা বুঝা যায়, তা ঠিক আছে। কারণ, অবস্থা ও ব্যক্তির পরিবর্তনে বিধানেরও পরিবর্তন ঘটে। এখানেও হয়তো তার জন্যে এ জাতীয় কথা ও কাজ বৈধ ছিল। যদিও তা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৫. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (র) বলেন, লোকটি রাসূলের নিকট শরিয়তের ব্যাপারে কিছুটা رُخْصَتْ চেয়েছিল। রাসূল (স) তাকে رُخْصَتْ দেয়ায় সে বললো, আমি رُخْصَتْ-এর ওপর কম-বেশি করবো না।

৬. অথবা, বলা যায়– তাঁর উক্তি هٰذَا দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে اَلسُّؤَالُ এবং مِنْهُ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে اَلْعَمَلْ সুতরাং বাক্যটির অর্থ হবে, **لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا السُّؤَالُ وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ فِىْ الْعَمَلِ**
অর্থাৎ, আমি এ প্রশ্নের ওপরে আর কিছু বাড়াবো না এবং আমলের ক্ষেত্রে এর চেয়ে কম করবো না।

৭. আল্লামা তীবি (র) বলেছেন, এ বাক্য দ্বারা প্রশ্নকারী দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

اَلسُّؤَالُ(٢) : مَنْ هُوَ الْاَعْرَابِىُّ، وَمَا كَانَ اِسْمُهُ؟ وَمَتٰى جَاءَ؟

প্রশ্ন-২ : বেদুইন ব্যক্তিটি কে? তার নাম কী ছিল? এবং লোকটি কখন আগমন করলো? বর্ণনা করুন।

উত্তর : বেদুইন ব্যক্তির পরিচয় :

১. হাদিসে উল্লিখিত اَعْرَابِىْ তথা বেদুইন হলেন, কায়েস গোত্রের লোক। তাকে ইবনুল মুনতাফিক বলা হতো।

২. আল্লামা ছাইরাফি (র) বলেন, উক্ত বেদুইনের নাম ছিল লাকিত ইবনে সাবুরা। তিনি বনী মুনতাফিক সম্প্রদায়ের একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন।

লোকটির আগমনকাল : লোকটি মহানবী মুহাম্মদ (স)-এর কাছে কখন এসেছেন, এ ব্যাপারে কয়েকটি মতামত আছে। যেমন–

১. জুমহুর ওলামার মতে, ৫ম হিজরিতে।
২. কেউ কেউ বলেন, ৬ষ্ঠ হিজরিতে।
৩. অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ৯ম হিজরিতে।
৪. কেউ কেউ বলেন, ৭ম হিজরিতে।
৫. কেউ কেউ বলেন, ৮ম হিজরিতে।

اَلسُّؤَالُ(٣) : اِلَامَ اُشِيْرُ فِىْ قَوْلِهٖ ﷺ «فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا»؟

প্রশ্ন-৩ : মহানবীর বাণী, فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا দ্বারা কার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? বর্ণনা করুন।

উত্তর : فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا দ্বারা যার প্রতি ইঙ্গিত : রাসূল (স)-এর বর্ণিত উক্ত হাদিসটির মধ্যে উল্লিখিত فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا দ্বারা যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার দুটি দিক হতে পারে–

১. উক্ত বক্তব্যে ঠিক ঐ ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যিনি এ হাদিসের আলোচ্য বিষয়ের প্রশ্নকর্তা ছিলেন।

২. অথবা, এ হাদিসে সেসব ব্যক্তিদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাঁরা আলোচ্য বিষয়ে আমল করার জন্যে সদা দৃঢ়- প্রতিজ্ঞ। কেননা, আলোচ্য বিষয়গুলো সার্বিক উম্মতের জন্যে প্রযোজ্য এবং ঐ গুলো দ্বীনের স্তম্ভ।

اَلسُّؤَالُ(٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : أَتٰى دُلَّنِىْ تَعْبُدُ، لَاتُشْرِكُ، تُقِيْمُ، لَا اَزِيْدُ، لَا اَنْقُصُ، تُؤَدِّىْ، لِيَنْظُرُ، اَلْمَكْتُوْبَةُ وَلّٰى.

প্রশ্ন-৪ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

أَتٰى : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস ماضى مطلق معروف বাবে ضرب মাসদার الاتيان মাদ্দাহ ت ى । জিনসে مركب অর্থ, সে এলো।

دُلَّنِىْ : সিগাহ حاضر مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস اَمْرٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাবে نصر মাসদার اَلدَّلَالَةُ মাদ্দাহ د ل ل জিনসে مُضَاعَفٌ ثُلَاثِىٌّ আর نى হলো, نون বেকায়া يائے متكلم مشابه مفعول به। অর্থ, আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিন, সন্ধান দিন, বাতলে দিন। যেমন, الدال على الخير كفاعله

تَعْبُدُ : সিগাহ حاضر مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস اِثْبَاتُ فِعْلِ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে نصر মাসদার العبادة মাদ্দাহ ع ب د জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তুমি ইবাদত করবে।

لَاتُشْرِكُ : সিগাহ حاضر مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস نَهْىٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাবে افعال মাসদার شراك মাদ্দাহ ش ر ك জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তুমি শির্ক করবে না, অংশীদার স্থাপন করবে না।

تُقِيْمُ : সিগাহ حاضر مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস اِثْبَاتُ فِعْلِ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে افعال মাসদার الاقامة মাদ্দাহ ق و م জিনসে اجوف واوى অর্থ, তুমি প্রতিষ্ঠা করবে।

لَا اَزِيْدُ : সিগাহ واحد متكلم বহস نفى فعل مضارع معروف বাবে ضرب মাসদার الزيادة মাদ্দাহ ز ى د জিনসে اجوف واوى অর্থ, আমি বৃদ্ধি করবো না।

لَا اَنْقُصُ : সিগাহ واحد متكلم বহস نفى فعل مضارع معروف বাবে نصر মাসদার النقص মাদ্দাহ ن ق ص জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, আমি কম করবো না।

تُؤَدِّىْ : সিগাহ حَاضِرٌ مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস اِثْبَاتُ فِعْلِ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে تَفْعِيْلٌ মাসদার فِعَالٌ ও تَفْعِلَةٌ ওজনে الاداء والتادية মাদ্দাহ د ى । জিনসে مُرَكَّبٌ অর্থ, তুমি প্রদান করবে, তুমি আদায় করবে।

لِيَنْظُرَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اَمْرٌ غَائِبٌ مَعْرُوْفٌ বাবে نَصَرَ মাসদার اَلنَّظْرُ মাদ্দাহ ن ظ ر জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সে যেন দেখে।

اَلْمَكْتُوْبَةُ : সিগাহ إِسْمُ مَفْعُوْلٍ বাবে نَصَرَ মাসদার الكتابة মাদ্দাহ ك ت ب জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, লিপিবদ্ধ, ফরযকৃত।

وَلَّى : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাবে تَفْعِيْلٌ মাসদার التولية মাদ্দাহ و ل ى জিনসে لفيف مفروق অর্থ, সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো, চলে গেল।

প্রশ্ন-৮ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرِ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهٖ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ، حَتّٰى دَنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ يَسْئَلُ عَنِ الْاِسْلَامِ، فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُ هُنَّ؟ فَقَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهٗ ؟ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ، قَالَ وَذَكَرَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ، قَالَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ : وَاللّٰهِ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَفْلَحَ الرَّجُلُ اِنْ صَدَقَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

উত্তর : ভূমিকা : নবী কারিম (স) বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও সফলতার একমাত্র দিশারী। সাহাবায়ে কিরাম স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নবীর দরবারে এসে সন্ধান জেনে নিতেন। উক্ত হাদিস সে আহ্বানই জানাচ্ছে।

উৎস : প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ অলীউদ্দিন তিব্‌রিযি কর্তৃক সংকলিত مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ নামক হাদিস গ্রন্থের كِتَابُ الْاِيْمَانِ শীর্ষক অধ্যায় থেকে আলোচ্য হাদিসটি উদ্ধৃত।

প্রসঙ্গ : উদ্ধৃত হাদিসে ইসলামের মৌলিক ইবাদত পালনের মাধ্যমে উভয় জাহানের কামিয়াবি লাভের কথা বলা হয়েছে।

অনুবাদ : তাল্‌হা ইবনে ওবায়দুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নজ্‌দ প্রদেশ থেকে এলোকেশ বিশিষ্ট একজন লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করল। আমরা তার ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে ছিলাম, কিন্তু সে যা বলতেছিল তা বুঝতে পারছিলাম না। অবশেষে লোকটি রাসূল (স)-এর নিকটবর্তী হলো। অতঃপর হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে, সে রাসূল (স)-কে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করল। রাসূল (স) উত্তরে বললেন, প্রতি রাত ও দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয। সে বললো, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ছাড়া আমার ওপর আর কোনো সালাত ফরয আছে কী? রাসূল (স) বললেন- না, তবে তুমি নফল হিসেবে আদায় করতে পার। রাসূল (স) বললেন, রমযান মাসে রোযা পালন তোমার ওপর ফরয। সে বললো, এটা ছাড়া আমার ওপর কোনো ফরয রোযা আছে কী? রাসূল (স) বললেন, না, তবে তুমি নফল হিসেবে রাখতে পারো।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূল (স) তাকে যাকাতের কথাও বললেন। সে পুনরায় বলল, যাকাত ছাড়া অন্য কোনো ব্যয় আমার ওপর ফরয আছে কী? রাসূল (স) বললেন, না। তবে তুমি নফল হিসেবে সদকা আদায় করতে পারো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি এ উক্তি করতে করতে প্রত্যাবর্তন করল-- "আল্লাহর শপথ, আমি এর চেয়ে অধিক কিছু করবো না এবং এর থেকে কমও করবো না।" তখন রাসূল (স) বললেন, লোকটি যদি তার কথায় সত্যবাদী হয়, তবে সে সফলকাম হবে। অর্থাৎ জান্নাতবাসী হবে।

–বুখারি ও মুসলিম

সমাপনী : তাকওয়ার মানদণ্ড হচ্ছে রাসূল (স)। সুতরাং, নিজের ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে শরিয়তের বিধানকে কঠিন করা উচিত নয়; বরং রাসূলের অনুসরণ করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١) : مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِ الرَّجُلِ : «لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ»؟

প্রশ্ন-১ : আগন্তুক ব্যক্তির উক্তি, لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ-এর মর্মার্থ কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর : لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ-এর মর্মার্থ :

মুহাদ্দিসিনে কিরাম আলোচ্য বাক্যটির কয়েকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যথা–

১. فَيْضُ الْبَارِىْ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এর মূল বাক্য হচ্ছে–

لَا اَزِيْدُ عَلَى الْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِىْ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَلَا اَنْقُصُ مِنْهَا.

অর্থাৎ, রাসূল (স) শরিয়তের যেসব বিষয় আমাকে এখন শিক্ষা দিলেন, আমি এর ওপর কিছু বৃদ্ধি করবো না, কমও করবো না।

২. ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থকার এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا بِالنَّوَافِلِ وَلَا اَنْقُصُ مِنَ الْفَرَائِضِ
অর্থাৎ, নফল ইবাদত দ্বারা এর ওপর কিছু বৃদ্ধি করবো না, কমও করবো না।

৩. ইবনুল মুনাইয়ির বলেন যে, যেহেতু লোকটি তাঁর গোত্রের প্রতিনিধি ছিল, সেহেতু এর অর্থ হবে–

لَا اَزِيْدُ عَلٰى مَا سَمِعْتُ وَلَا اَنْقَصَ مِنْهُ فِى التَّبْلِيْغِ.

অর্থাৎ, আমি যা শুনলাম এর ওপর কিছু বৃদ্ধি করবো না এবং প্রচার ক্ষেত্রে এর চেয়ে কমও করবো না।

৪. ইবনে হাজার আসকালানি (র) বলেছেন, বাক্যটির শাব্দিক অর্থ যা বুঝা যায়, তা ঠিক আছে। কারণ, অবস্থা ও ব্যক্তির পরিবর্তনে বিধানেরও পরিবর্তন ঘটে। এখানেও হয়তো তার জন্যে এ জাতীয় কথা ও কাজ বৈধ ছিল। যদিও তা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৫. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (র) বলেন, আগন্তুক লোকটি রাসূলের নিকট শরিয়তের ব্যাপারে কিছুটা رُخْصَتْ চেয়েছিল। রাসূল (স) তাকে رُخْصَتْ দেয়ায় সে বলল, আমি رُخْصَتْ-এর ওপর কম-বেশি করবো না।

৬. অথবা, বলা যায়– তাঁর উক্তি هٰذَا দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– اَلسُّؤَالُএবং مِنْهُ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– اَلْعَمَلُ সুতরাং, বাক্যটির অর্থ হবে, لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا السُّؤَالُ وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ فِى الْعَمَلِ
অর্থাৎ, আমি এ প্রশ্নের ওপরে আর কিছু বাড়াবো না এবং আমলের ক্ষেত্রে এর চেয়ে কম করবো না।

اَلسُّؤَالُ(٢) : مَنْ هُوَ الرَّجُلُ الْاٰتِىْ وَمَتٰى جَاءَ؟

প্রশ্ন-২ : আগন্তুক লোকটি কে ছিলেন? কখন তিনি এসেছিলেন? লিখুন।

উত্তর : আগন্তুক লোকটির পরিচয় : যে লোকটি রাসূল (স)-এর নিকটে এসেছিলেন, তাঁর নাম হচ্ছে ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ তিনি ছিলেন নজদ প্রদেশের بَنِىْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ গোত্রের প্রতিনিধি।

তিনি যখন এসেছিলেন : আগন্তুক ব্যক্তি কখন এসেছিলেন, এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। যথা–

১. জুমহুর ওলামার মতে, তিনি ৫ম হিজরিতে এসেছিলেন, اِنَّهٗ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فِى السَّنَةِ الْخَامِسَةِ لِلْهِجْرَةِ

২. কারো কারো মতে, তিনি ৭ম হিজরিতে এসেছিলেন।

৩. আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি ৯ম হিজরিতে হজ্জ ফরয হবার প্রাক্কালে এসেছিলেন।

اَلسُّؤَالُ(٣) : مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ : «اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ»؟

প্রশ্ন-৩ : মহানবীর বাণী, اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ-এর মর্মার্থ কী?

উত্তর : اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ-এর মর্মার্থ : নবী কারিম (স)-এর বাণী, اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ-এর মর্মার্থ নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান। মতভেদের কারণটি উল্লিখিত বাক্যের اِسْتِثْنَاءْ নিয়ে। যেমন–

ইমামত্রয়ের অভিমত :

ইমাম মালেক, আহমদ ও শাফেয়ি (র)-এর মতে, এখানে اِسْتِثْنَاءِ مُنْقَطِعْ হয়েছে। অতএব মূল ইবারত হবে, اِلَّا اِنْ اَرَدْتَ اَنْ تَطَوَّعَ فَذٰلِكَ لَكَ তাই অর্থ হবে– তোমার ওপর আর কোনো কিছু ফরয নেই। কিন্তু যদি নফল হিসেবে কোনো ইবাদত করতে চাও তা তোমার ইচ্ছা। فَلَا يَجِبُ النَّفْلُ بَعْدَ الشُّرُوْعِ

ইমাম আবু হানিফার অভিমত : ইমাম আবূ হানিফা (র) বলেন যে, এখানে اِسْتِثْنَاءْ مُتَّصِلْ হয়েছে তাই বাক্যটির অর্থ হবে, তোমার ওপর আর কোনো ফরয নেই। কিন্তু নফল হিসেবে কোনো কাজ শুরু করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে পড়বে। فَيَجِبُ النَّفْلُ بَعْدَ الشُّرُوْعِ;

اَلسُّؤَالُ(٩) : حَقِّقِ الْاَلْفَاظَ : نَسْمَعُ نَفْقَهُ، قَدْ اَفْلَحَ، ثَائِرٌ، دَنَا، لَا اَنْقُصُ، تَطَوَّعَ، لَا اَزِيْدُ، اَدْبَرَ.

প্রশ্ন-৯ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

نَسْمَعُ : সিগাহ جَمْعُ مُتَكَلِّمٌ বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে سمع মাসদার السمع মাদ্দাহ س م ع জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, আমরা শুনছি বা শুনবো। যেমন– وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَايَسْمَعُوْنَ بِهَا

نَفْقَهُ : সিগাহ جَمْعُ مُتَكَلِّمٌ বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে سمع ও كرم মাসদার الفقاهة মাদ্দাহ ف ق ه জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, আমরা উপলব্ধি করি। যথা, আল্লাহ বলেন, لَهُمْ قُلُوْبٌ لَايَفْقَهُوْنَ بِهَا

تَطَوَّعَ : শব্দটি মূলত ছিল تتطوع দু'টি تـا একত্রে আসায় একটি تـا উহ্য হয়ে গেছে। সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ حاضر বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে تفعل মাসদার التطوع মাদ্দাহ ط و ع জিনসে اجوف واوى অর্থ, তুমি স্বেচ্ছায় করতে পার। যেমন,আল্লাহ বলেন, فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ

قَدْ اَفْلَحَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস ماضى قريب معروف বাবে افعال মাসদার الافلاح মাদ্দাহ ف ل ح জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সে সফল হলো, কৃতকার্য হলো। যথা আল্লাহই বলেন, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ

ثَائِرٌ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহস اسم فاعل বাবে نصر মাসদার الثور মাদ্দাহ ث و ر জিনসে اجوف واوى অর্থ, এলোমেলো।

دَنَا : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাবে نصر মাসদার الدنو মাদ্দাহ د ن و জিনসে نَاقِصْ وَاوِىٌّ অর্থ, সে নিকটবর্তী হলো।

لَا اَزِيْدُ : সিগাহ واحد متكلم বহস نفى فعل مضارع معروف বাবে ضرب মাসদার الزيادة মাদ্দাহ ز ى د জিনসে اجوف يائى অর্থ, আমি অতিরিক্ত করবো না।

لَا اَنْقُصُ : সিগাহ واحد متكلم বহস نفى فعل مضارع معروف বাবে نصر মাসদার النقصان মাদ্দাহ ن ق ص জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, আমি কম করবো না।

اَدْبَرَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাবে افعال মাসদার الادبار মাদ্দাহ د ب ر জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সে পশ্চাতে ফিরে গেলো, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো, প্রত্যাবর্তন করলো।

প্রশ্ন-৯ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ : مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ يَكْرَهُ اَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُلْقٰى فِي النَّارِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) [শি. নি. প. ২০১১]

উত্তর : ভূমিকা : রাসূল (স) হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর বান্দার মাঝে সেতুবন্ধন। আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি পূর্ণ ঈমান আনয়ন করার পূর্বশর্তই হচ্ছে রাসূল (স)-এর প্রতি ভালবাসাকে দুনিয়ার যে কোনো প্রিয় বস্তুর ভালবাসার ওপর স্থান দেয়া। কুরআনুল কারিমের ভাষায়–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ.

উৎস : উপস্থাপিত মহিমান্বিত হাদিসদ্বয় সুপরিচিত হাদিসগ্রন্থ 'মিশকাতুল মাসাবিহ'-এর كِتَابُ الْاِيْمَانِ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : প্রশ্নোল্লিখিত প্রথম হাদিসটিতে আল্লাহর রাসূলের প্রতি ভালোবাসাকে দুনিয়ার যাবতীয় ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য দেয়ার জন্যে তাকিদ করা হয়েছে। দ্বিতীয় হাদিসটিতে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদনের উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে।

অনুবাদ : আল্লাহর রাসূল (স)-এর একান্ত ভক্ত সাধক সাহাবি (خَادِمُ الرَّسُوْلِ ﷺ عَشَرَ سِنِيْنَ) আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউই পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে, তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্য সকল মানুষের চেয়ে অধিক ভালোবাসার পাত্র না হই।

আনাস (রা) হতে আরও বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, তিনটি বিষয় তোমাদের যার মাঝে পাওয়া যাবে, সে ঈমানে মধুরতা উপভোগ করবে। সে তিনটি বিষয় হচ্ছে–

ক. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসাকে দুনিয়ার অন্য যে কোনো ভালোবাসার ওপর স্থান দেয়া।
খ. একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার উদ্দেশে কোনো বান্দাকে ভালোবাসা।
গ. কুফরি থেকে আল্লাহ তা'য়ালা কাউকে মুক্ত করার পর, ঐ কুফরিতে পুনরায় ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ মনে করা, যেমনিভাবে অগ্নিতে প্রবেশ করাকে সে অপছন্দ করে থাকে। –বুখারি ও মুসলিম

সমাপনী : সত্যিকারভাবে প্রিয় রাসূল (স)-এর প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসাই ঈমানের দাবি। আর এজন্যে হৃদয়ের মণিকোঠায় থাকা চাই তাঁর প্রতি উজাড় করা প্রেম, অকৃত্রিম ভালোবাসা।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١) : مَا مَعْنَى لِلْمُحَبَّةِ وَ كَمْ قِسْمًا لَهٗ؟ بَيِّنْ.

প্রশ্ন-১ : مَحَبَّةٌ-এর অর্থ কী? উহা কত প্রকার? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

উত্তর : مَحَبَّةٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : مَحَبَّةٌ শব্দটি حَبٌّ থেকে নির্গত বাবে اِفْعَالٌ হতে اِسْمُ مَفْعُوْلٍ-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ– ১. اَلشَّوْقُ তথা আগ্রহ। ২. اَلْمَيْلُ তথা ঝুঁকে পড়া। ৩. اَلْوُدُّ তথা প্রেম-প্রীতি। ৪. اَلْعَشْقُ তথা মনের টান ইত্যাদি।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় مَحَبَّةٌ হচ্ছে–

১. مَيَلَانُ الْقَلْبِ اِلٰى شَيْءٍ لِكَمَالٍ فِيْهِ কোনো বস্তুর মধ্যে পূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে তার প্রতি মনের আকর্ষণই مَحَبَّةٌ।

২. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থকারের ভাষায়, اَلْمَيْلُ اِلٰى شَيْءٍ سَارٍّ

৩. আল্লামা রাগিব ইস্পাহানি বলেন, اَلْمُحَبَّةُ مَيْلُ النَّفْسِ اِلَى الْمُوَافِقِ مَعَ الْعَقْلِ

■ مَحَبَّةٌ-এর শ্রেণিবিভাগ : مَحَبَّةٌ তিন প্রকার। যথা–

১. مَحَبَّةِ طَبْعِيْ (স্বভাবগত ভালোবাসা) : প্রবৃত্তির চাহিদা বা কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ ব্যতীত স্বভাবের কারণে যে ভালোবাসা হয়ে থাকে, তাকে مَحَبَّةِ طَبْعِيْ বলে। যেমন– মাতা-পিতা কর্তৃক সন্তানের প্রতি ভালোবাসা।

২. مَحَبَّةِ عَقْلِيْ (জ্ঞানগত ভালোবাসা) : প্রবৃত্তির চাহিদা বা স্বভাবের দাবিতে নয়; বরং জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার দিক দিয়ে যার প্রতি মানুষের ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তাকে مَحَبَّةِ عَقْلِيْ বলে। যেমন– জ্ঞানীকে ভালোবাসা, শারীরিক সুস্থতার জন্যে তিক্ত ওষুধকে সেবনের জন্যে ভালোবাসা।

৩. مَحَبَّةِ اِيْمَانِيْ (ঈমানভিত্তিক ভালোবাসা) : ঈমানের দাবিতে যে ভালোবাসার সৃষ্টি হয়, তাকে مَحَبَّةٌ اِيْمَانِيْ বলা হয়। যেমন– আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (স)-কে ভালোবাসা, এক মুসলমান অপর মুসলমানকে আল্লাহর জন্যে ভালোবাসা।

আল্লামা রাগিব অস্পাহানির মতে, مَحَبَّةٌ তিন প্রকার। যথা–

১. اَلْمَحَبَّةُ لِلَّذَّةِ যেমন– স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা।

২. اَلْمَحَبَّةُ لِلنَّفْعِ তথা উপকার করার কারণে ভালোবাসা।

৩. اَلْمَحَبَّةُ لِلْفَضْلِ তথা সম্মানের জন্যে ভালোবাসা। যেমন আলেমদেরকে ভালোবাসা।

اَلسُّؤَالُ(٢) : مَا مَعْنٰى حَلَاوَةِ الْاِيْمَانِ؟ بَيِّنْ. [শি. নি. প. ২০১১]

প্রশ্ন-২ : حَلَاوَةُ الْاِيْمَانِ-এর অর্থ কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর : حَلَاوَةُ الْاِيْمَانِ-এর আভিধানিক অর্থ : حَلَاوَةُ الْاِيْمَانِ শব্দটি একবচন। এর অর্থ হলো– সুস্বাদু, মিষ্টান্ন ইত্যাদি। আর اَلْاِيْمَانُ শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার। অর্থ– বিশ্বাস। সুতরাং حَلَاوَةُ الْاِيْمَانِ-এর অর্থ হলো– ঈমানের স্বাদ, ঈমানের মধুরতা।

حَلَاوَةُ الْاِيْمَانِ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. শরিয়তের পরিভাষায় حَلَاوَةُ الْاِيْمَانِ হলো, ইবাদতে আগ্রহ বোধ করা, তৃপ্তি অনুভূত হওয়া, দ্বীনের পথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া এবং পার্থিব বিষয়ের ওপর দ্বীনকে অগ্রাধিকার দেয়ার মন-মানসিকতা গড়ে উঠা।

২. কারো মতে, শরিয়তের বিধি-বিধান পালনে কষ্ট বোধ না হয়ে শান্তি ও তৃপ্তি অনুভূত হওয়াকে حَلَاوَةُ الْاِيْمَانِ তথা ঈমানের মধুরতা বলে।

৩. কেউ কেউ বলেন, দ্বীনের প্রয়োজনে যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত না হয়ে আনন্দ ও তৃপ্তি উপভোগ করার নামই حَلَاوَةُ الْاِيْمَانِ; সুতরাং যারা এ স্তরে উপনীত হয়েছেন, তারাই সফলকাম। চির সুখের আবাস জান্নাত তাদের জন্যেই অবধারিত।

প্রশ্ন-৩ : আনাস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখুন। اَلسُّؤَالُ(٣) : اُكْتُبْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ اَنَسٍ ﷺ بِالْاِخْتِصَارِ.

উত্তর : আনাস (রা)-এর জীবনী :

নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম– আনাস, **উপনাম**– আবু হামযা, আবূ উমামা, পিতার নাম– **মালেক** ইবনে নযর, মাতার নাম– উম্মে সোলাইম বিনতে মিলহান।

নবীর খেদমত : তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবি ও নবী কারিম (স)-এর খাদেম ছিলেন। তিনি একটানা দশ বছর নবী কারিম (স)-এর খেদমত করেন। রাসূলে করীম (স) তাঁর জন্যে আল্লাহর সমীপে দোয়া করেন– اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَه وَوَلَدَه وَبَارِكْ لَه فِيْمَا اَعْطَيْتَه; তাঁর সন্তানের সংখ্যা ছিল অধিক। কারো মতে, ১০০ জন। কারো মতে, ৮০ জন।

হাদিস বর্ণনা : আনাস (রা)-এর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২৮৬ খানা। তন্মধ্যে ইমাম বুখারি ও মুসলিম (র) সম্মিলিতভাবে ১৬৮ খানা, ইমাম বুখারি এককভাবে ৮৩ খানা এবং ইমাম মুসলিম এককভাবে ৯১ খানা হাদিস নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে তিনি বাহরাইনের গভর্নর ছিলেন। ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে তিনি বসরার মুফতি ছিলেন।

গুণাবলি : তিনি জ্ঞানী, গুণী ও একজন ফকিহ সাহাবি ছিলেন। তিনি ছিলেন বসরায় ইন্তিকালকারী সর্বশেষ সাহাবি।

ইন্তেকাল : তিনি ৯১ অথবা ৯৩ হিজরি সালে ৯৯ অথবা, ১০৩ বছর বয়সে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের শাসনামলে ইন্তেকাল করেন।

প্রশ্ন-৪ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন। اَلسُّؤَالُ(٤) : لَايُؤْمِنُ اَكُوْنُ، اَحَبَّ، الْاِيْمَانِ، لَايُحِبُّ، يَكْرَهُ، يَعُوْدُ، اَنْقَذَ.

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

لَايُؤْمِنُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস نفى فعل مضارع معروف বাবে افعال মাসদার الايمـان মাদ্দাহ ا م ن জিনসে مهموز فا অর্থ, সে ঈমানদার হতে পারে না, ঈমান আনে না।

اَكُوْنُ : সিগাহ واحد متكلم বহস اِثْبَاتُ فِعْلِ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে نصر ينص মাসদার الكـون মাদ্দাহ ك و ن জিনসে اجوف واوى অর্থ, আমি হই, আমি হবো।

اَحَبَّ : সিগাহ وَاحِدٌ مُـذَكَّرٌ বহস اسم تفضـيل বাবে ضرب মাসদার المحبـة মাদ্দাহ ح ب ب জিনসে مُضَاعَفُ ثُلَاثِيٌّ অর্থ, অধিকতর প্রিয়, প্রিয়তম।

اَلْاِيْمَانُ : এ শব্দটি বাবে افعال-এর মাসদার, মাদ্দাহ ا م ن জিনসে مَهْمُوْزُ فَاءٌ আভিধানিক অর্থ, التصديق، انقياد، اذعان তথা বিশ্বাস করা, নির্ভর করা, নিরাপদ হওয়া।

لَايُحِبُّ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস نفى فعل مضارع معروف বাবে افعال মাসদার الاحباب মাদ্দাহ ح ب ب জিনস مُضَاعَفُ ثُلَاثِيٌّ অর্থ, ভালোবাসে না, যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী– اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٌ।

يَكْرَهُ : সিগাহ وَاحِـدٌ مُـذَكَّرٌ غائـب বহস اِثْبَـاتُ فِعْـلِ مُضَـارِعٍ مَعْـرُوْفٍ বাবে سـمع; মাসদার الكراهـة মাদ্দাহ ك ر ه জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ সে অপছন্দ করে। যেমন কুরআনের বাণী, عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا

يَعُوْدُ : সিগাহ إِثْبَاتُ فِعْلِ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বহস وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বাবে نصر মাসদার العودة মাদ্দাহ ع و د জিনসে اجوف واوى অর্থ, সে প্রত্যাবর্তন করবে। যেমন والعود কুরআনে এসেছে, وَاَنْ يَعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ.

اِنْقَذَ : সিগাহ إثبات فعل ماضى مطلق معروف বহস وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বাবে افعال মাসদার انقاذ মাদ্দাহ ن ق ذ জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, রক্ষা করলেন, মুক্ত করলেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে– وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا।

প্রশ্ন-১০ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : وَحَوْلَهٗ عِصَابَةٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ، فَمَنْ وَفّٰى مِنْكُمْ فَأَجْرُهٗ عَلَى اللهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهٗ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَهُوَ اِلَى اللهِ اِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَاِنْ شَاءَ عَاقَبَهٗ فَبَايَعْنَاهُ عَلٰى ذٰلِكَ.

উত্তর : ভূমিকা : রাসূল (স) কখনো কখনো সাহাবায়ে কিরাম থেকে মন্দ কাজগুলোকে বর্জন ও সৎ কাজগুলোকে অর্জন করার বাইয়াত গ্রহণ করাতেন। আর সেজন্যে বাইয়াতের একটি শরয়ী ও ঐতিহাসিক মর্যাদা রয়েছে।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত তাৎপর্যবহ হাদিসটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ 'মিশকাতুল মাসাবীহ'-এর অন্তর্গত «كِتَابُ الْاِيْمَانِ» থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : ইসলাম পরিপন্থি কোনো কাজ না করার দীপ্ত শপথ গ্রহণই ছিল এ বাইয়াতের মূল উদ্দেশ্য। আলোচ্য হাদিসে এ সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে।

অনুবাদ : উবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল (স)-এর চারপাশে একদল সাহাবি সমবেত ছিলেন, এমন সময়ে তিনি বললেন, তোমরা আমার নিকট এ বিষয়ের ওপর বাইয়াত গ্রহণ কর যে, আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কাউকে শরিক করবে না। চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, খাদ্যাভাবে নিজেদের সন্তাদেরকে হত্যা করবে না। জেনেশুনে কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিবে না, কল্যাণমূলক কাজে আমার আদেশ অমান্য করবে না।

তোমাদের মধ্য হতে যে কেউ এ আদেশ পালন করবে, তার প্রতিদান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট রয়েছে। আর যে ব্যক্তি (শিরক ব্যতীত) এ সমস্ত অন্যায় কাজে লিপ্ত হবে, তাহলে দুনিয়াতেই তাকে অন্যায়ের শাস্তি দেয়া হবে, তবে এ শাস্তি তার অপরাধের কাফফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটি কাজ করে এবং আল্লাহ তা'য়ালা তা গোপন করে রাখেন, তবে সে ব্যাপারটি আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। আর ইচ্ছে করলে শাস্তও দিতে পারেন। বর্ণনাকারী ওবাদা ইবনে সামিত (রা) বলেন, আমরা এ কথাগুলোর ওপর তথা এ ধরনের হীন কাজগুলো বর্জন করার ওপর তাঁর (স) হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলাম।

সমাপনী : অসামাজিক কার্যকলাপ এবং অন্যায় ও অবিচার প্রতিরোধে প্রতিটি মুমিনকে দৃপ্ত শপথ নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করা ঈমানি দায়িত্ব। ইসলামি শরিয়তের তাৎপর্য এখানেই।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : بَيْعَةُ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? اَلسُّؤَالُ(١) : مَا مَعْنَى الْبَيْعَةَ لُغَةً وَشَرْعًا.

উত্তর : اَلْبَيْعَةُ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : بَيْعَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلْعَقْدُ-অঙ্গীকার। ২. اَلْعَهْدُ-প্রতিশ্রুতি। ৩. اَلْحَلْفُ-শপথ করা। ৪. বিক্রি করা। ৫. ক্রয়-বিক্রয়। এখান থেকে مُبَايَعَةٌ বলা হয়। যার অর্থ হলো, পরস্পর হাত ধরে শপথ করা।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. আল্লামা তীবি (র) বলেন, هِىَ الْوَعْدُ بِيَدِ الشَّيْخِ اَوِ الْقَائِدِ لِاَفْعَالٍ مَخْصُوْصَةٍ

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কাজের ওপর ওস্তাদ বা নেতার হাত ধরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে بَيْعَةٌ বলে।

২. কারো কারো মতে, اَلْبَيْعَةُ هِىَ وَضْعُ الْيَدِ عَلٰى يَدِ السَّيِّدِ اَوِ الْمُرْشِدِ عَلٰى اَفْعَالٍ مَخْصُوْصَةٍ

৩. কারো কারো মতে, اَلْبَيْعَةُ هِىَ الْحَلْفُ عَلٰى امْتِثَالِ الْمَعْرُوْفَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ

৪. কেউ কেউ বলেন, কারো আনুগত্যের অঙ্গীকার করে তার কথা পালনে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে بَيْعَةٌ বলা হয়।

প্রশ্ন-২ : ইহকালীন শাস্তি দ্বারা গুনাহ মাফ হয় কি-না? লিখুন। اَلسُّؤَالُ(٢) : هَلِ الْحُدُوْدُ مُكَفِّرَاتٌ لِلذُّنُوْبِ اَمْ لَا؟

উত্তর : ইহকালে শাস্তির দরুন গুনাহ মাফ হয় হওয়ার বিধান :

দুনিয়ার শাস্তি দ্বারা পরকালীন গুনাহ মাফ ও অপরাধের ক্ষতিপূরণ হয় কি না, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. ইমাম শাফেয়ি (র)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ি (র) বলেন, শরিয়তের দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হলে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। দণ্ডবিধিই তার অপরাধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ধর্তব্য হবে। তার দলিল হচ্ছে প্রশ্নে বর্ণিত হাদিস, وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهٗ

২. হানাফিদের অভিমত : আহনাফের মতে, দণ্ডবিধি হচ্ছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বহাল রাখার জন্যে একটি ব্যবস্থা মাত্র। সুতরাং দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের জন্যে كَفَّارَةٌ হবে না। অবশ্য পাপী যদি শাস্তির সাথে তাওবা করে, তবে ঐ তাওবা ক্ষতিপূরণ হতে পারে।

তাদের দলিল :

١. ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا.

٢. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ.

٣. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ.

৩. فَيْضُ الْبَارِىْ প্রণেতা আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (র) বলেন, দণ্ড প্রয়োগের ব্যাপারে তিনটি অবস্থা হতে পারে–

ক. যদি শাস্তির পর تَوْبَةً نَصُوْحًا করে তবে كَفَّارَةٌ হবে।

খ. যদি শাস্তির পর তাওবা না করে, কিন্তু অপরাধও না করে তাহলেও كَفَّارَةٌ হবে।

গ. যদি শাস্তির কোন পরোয়া না থাকে বরং সে কাজে পুনরায় লিপ্ত হয় তাহলে كَفَّارَةٌ হবে না।

اَلسُّؤَالُ(٣) : مَا مَعْنَى الْبُهْتَانُ؟ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْبُهْتَانِ وَالْغِيْبَةِ؟

প্রশ্ন-৩ : بُهْتَانٌ অর্থ কী? بُهْتَانٌ ও غِيْبَةٌ-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : اَلْبُهْتَانُ-এর অর্থ : প্রকাশ থাকে যে, بُهْتَانٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ– অমূলক অপবাদ দেয়া। পরিভাষায় بُهْتَانٌ অমূলক অপবাদকে বলা হয়, যা এমন বাস্তবতা বিরোধী যে, যে কোন শ্রোতাকে তা শুনে হতবাক হতে হয়। কুরআনে কারিমে ও হাদিসে এরূপ অপবাদের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির বিধান বিবৃত হয়েছে।

■ اَلْغِيْبَةُ-এর অর্থ : غِيْبَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ– অনুপস্থিত ব্যক্তির দোষচর্চা। পরিভাষায়, কোন ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার অনুপস্থিতিতে যে কোন দোষের আলোচনা করাকে غِيْبَةٌ বলে। এটাও শরিয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

اَلسُّؤَالُ(٤) : مَا مَعْنَى الْقَتْلِ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنْ بِالتَّمْثِيْلِ.

প্রশ্ন-৪ : قَتْلٌ-এর অর্থ কী? এবং তা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

উত্তর : قَتْلٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : قَتْلٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ হলো– হত্যা করা, যবেহ করা, প্রাণ বিনষ্ট করা।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরিয়তের পরিভাষায় قَتْلٌ হলো, কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রের মাধ্যমে অথবা প্রাণ বিনষ্টকারী যে কোন বস্তুর মাধ্যমে তার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেয়া।

■ **قَتْلٌ-এর প্রকারভেদ :** ইসলামি শরিয়তে قَتْلٌ তথা হত্যা পাঁচ প্রকার। যথা–

১. قَتْلِ عَمْدْ **(ইচ্ছাকৃত হত্যা) :** কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করা।

হুকুম : ক. এরূপ হত্যাকারী অপরাধী বলে বিবেচিত হবে।

খ. এরূপ হত্যার পরিবর্তে হত্যাই শাস্তি হবে, তবে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ ক্ষমা করলে করতে পারে।

গ. ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে কেবল قِصَاصْ ওয়াজিব হবে; كَفَّارَةٌ নয়।

ঘ. ইমাম শাফেয়ি (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে كَفَّارَةٌ ওয়াজিব হবে।

২. قَتْلِ شِبْهِ عَمْدْ **(ইচ্ছাকৃত হত্যার সাদৃশ্য হত্যা) :** কোনো ব্যক্তি কাউকে এমন জিনিস দ্বারা হত্যা করা যা অস্ত্র নয়, স্বভাবতঃ এর দ্বারা মানুষের মৃত্যু হয় না।

হুকুম : ক. এরূপ হত্যাকারী অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। খ. كَفَّارَةٌ দিতে হবে।

৩. قَتْلِ خَطَأٌ **(ভুলক্রমে হত্যা) :** এটা আবার দুভাবে হতে পারে–

ক. **خَطَأٌ فِى الْفِعْلِ :** যেমন দূর থেকে জন্তুকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো, কিন্তু তা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে কোন মানুষের গায়ে লেগে সে মারা গেলে।

খ. **خَطَأٌ فِى الْفِكْرِ :** যেমন দূর থেকে কোন মানুষকে প্রাণী মনে করে গুলি ছুঁড়লো এবং এতেই লোকটি প্রাণত্যাগ করলো।

হুকুম : ক. এরূপ হত্যাকারী অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। খ. হত্যাকারীকে كَفَّارَةٌ দিতে হবে।

৪. قَائِمْ مَقَامِ خَطَأْ (ভুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা) : যেমন, কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তি কোন ছোট শিশুর ওপর পতিত হওয়ায় সে মৃত্যুবরণ করলো।

হুকুম : ক. হত্যাকারী অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। খ. হত্যাকারীকে دِيَةْ দিতে হবে।

৫. قَتْلِ سَبَبْ (কারণিক হত্যা) : অপরের ভূমিতে বা পথের পার্শ্বে কূপ খনন করায় উহাতে পড়ে যদি কেউ মারা যায়, তবে এটাকে قَتْلِ سَبَبْ বলে।

হুকুম : ক. এরূপ ভূমির মালিক অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে না।

খ. কূপ খননকারীর ওপরে دِيَةْ ওয়াজিব হবে না।

اَلسُّؤَالُ (٥) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : عِصَابَةٌ، بَايَعُوْا، لَاتُشْرِكُوْا، لَاتَقْتُلُوْا، بُهْتَانٌ، عَاقِبُ، تَفْتَرُوْنَ، لَاتَسْرِقُوْا، لَاتَزْنُوْا، لَاتَعْصُوْا.

প্রশ্ন-৫ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

عِصَابَةٌ : শব্দটি اسم جامد একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে عُصَبَتٌ عِصَابٌ অর্থ, দল, পার্টি।

بَايَعُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস اَمَرٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাবে مفاعلة মাসদার المبايعة মাদ্দাহ ب ى ع জিনসে اجوف يائى অর্থ, তোমরা শপথ কর, অঙ্গীকারাবদ্ধ হও। যেমন, কুরআনের বাণী, اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ।

لَاتُشْرِكُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস نَهْيٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাবে افعال মাসদার الاشراك মাদ্দাহ ش ر ك জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তোমরা শিরক করো না। যেমন, لَاتُشْرِكْ بِاللهِ।

لَاتَقْتُلُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস نَهْيٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাবে نصر মাসদার القتل মাদ্দাহ ق ت ل জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তোমরা হত্যা করো না। যেমন, আল্লাহর বাণী, لَاتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ।

بُهْتَانٌ : শব্দটি اسم مصدر-এর অর্থ হচ্ছে, মিথ্যা অপবাদ। অর্থাৎ, ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন কথা রটানো, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাঝে আদৌ নেই।

عَاقِبُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস ماضى مطلق معروف বাবে مفاعلة মাসদার المعاقبة মাদ্দাহ ع ق ب জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তিনি শাস্তি দিলেন।

تَفْتَرُوْنَ : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস مضارع معروف বাবে افتعال মাসদার الافتراء মাদ্দাহ ف ر ى জিনসে نَاقِصْ يَائِيٌّ অর্থ, তোমরা অপবাদ রচনা করেছ।

لَاتَسْرِقُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস نَهْيٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাবে ضرب মাসদার السرقة মাদ্দাহ س ر ق জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তোমরা চুরি করো না।

لَا تَزْنُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস نَهْيٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাবে ضرب মাসদার الزناء মাদ্দাহ ز ن ى জিনসে نَاقِصْ يَائِيٌّ অর্থ, তোমরা ব্যভিচার করো না।

لَا تَعْصَوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস نَهْيٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাবে ضرب মাসদার العصيان মাদ্দাহ ع ص ى জিনসে نَاقِصْ يَائِيٌّ অর্থ, তোমরা নাফরমানি করো না।

প্রশ্ন-১১ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ اِلَّا مُؤَخَّرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِيْ مَاحَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

উত্তর : ভূমিকা : আল্লাহর ওপর বান্দার যে রকম কর্তব্য আছে, তেমনি বান্দাদের ওপরও আল্লাহর অধিকার রয়েছে, এ অধিকার সংরক্ষণে বান্দাকে শিরক মুক্ত ইবাদত করতে হবে।

উৎস : আলোচ্য অমীয় বাণীটুকু হাদিস শাস্ত্রের অনবদ্য গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর كِتَابُ الْاِيْمَانِ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে আল্লাহ ও বান্দার পারস্পরিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কর্তব্য ও অধিকারের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

অনুবাদ : বিশিষ্ট সাহাবি মু'য়ায় ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একদিন) রাসূল (স)-এর পেছনে একটি গাধার ওপর আরোহণ করেছিলাম। আমার ও তাঁর (মহানবীর) মাঝে হাওদার কাঠ ব্যতীত আর কোন ব্যবধান ছিল না। তিনি (মহানবী (স) আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে মু'য়ায! তুমি কী জান যে, আল্লাহর কী অধিকার রয়েছে তাঁর বান্দাদের ওপর এবং বান্দার কী কর্তব্য আছে আল্লাহর ওপর? আমি (মু'য়ায) বললাম, এ ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স)-ই অধিক অবগত আছেন। (তখন) মহানবী (স) ইরশাদ করলেন, বান্দার ওপর আল্লাহর এ কর্তব্য রয়েছে যে, তারা (বান্দারা) শুধু তাঁর (আল্লাহর) ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরিক করবে না এবং আল্লাহ তা'য়ালার ওপর বান্দার অধিকার হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরিক করবে না, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে শাস্তি দেবেন না। (মু'য়ায বললেন) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমি কী লোকদের এ সুসংবাদ জানিয়ে দেব না? তিনি (মহানবী (স)) বললেন, না, তুমি লোকদেরকে এ সুসংবাদ জানাবে না। কেননা এর ফলে তারা (লোকেরা) এর ওপর ভরসা করে বসে থাকবে। —বুখারি ও মুসলিম

সমাপনী : আল্লাহর কাছে খাঁটি মু'মিন হওয়ার জন্যে এবং ইহ ও পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্যে ইবাদতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যে কোন প্রকার শিরক পরিহার করে চলতে হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١) : مَا الْمُرَادُ بِالْحَقِّ فِيْ قَوْلِهٖ ﷺ : حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ؟

প্রশ্ন-১ : রাসূল (স)-এর বাণী, «حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ»-এর মধ্যে حَقٌّ বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : মহানবীর বাণী, «حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ» এর মধ্যস্থিত "حَقٌّ"-এর মর্মার্থ :

১. «حَقٌّ» শব্দের অর্থ اَلنَّصِيْبُ الْوَاجِبُ-নির্ধারিত অংশ, অধিকার, কর্তব্য ইত্যাদি। হাদিসে বর্ণিত «حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ» দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার ওপর নির্দেশিত অবশ্যকরণীয় দায়িত্ব-কর্তব্য বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, বান্দার ওপর ফরয হচ্ছে, সে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না।

অন্যদিকে «حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ» এ বাণীতে حَقٌّ সম্পর্কে আলেমদের বক্তব্য নিম্নরূপ—

২. ইমাম কুরতুবিসহ অধিকাংশ আলেমের মতে, এখানে حَقٌّ দ্বারা ওয়াজিব বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, যে বান্দাহ আল্লাহর সাথে শিরক করবে না, আল্লাহ তাঁকে অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন।

প্রশ্ন-১১ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ اِلَّا مُؤَخَّرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذَ هَلْ تَدْرِيْ مَاحَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلٰى اللّٰهِ قُلْتُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

উত্তর : ভূমিকা : আল্লাহর ওপর বান্দার যে রকম কর্তব্য আছে, তেমনি বান্দাদের ওপরও আল্লাহর অধিকার রয়েছে, এ অধিকার সংরক্ষণে বান্দাকে শিরক মুক্ত ইবাদত করতে হবে।

উৎস : আলোচ্য অমীয় বাণীটুকু হাদিস শাস্ত্রের অনবদ্য গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحُ-এর كِتَابُ الْاِيْمَانِ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে আল্লাহ ও বান্দার পারস্পরিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কর্তব্য ও অধিকারের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

অনুবাদ : বিশিষ্ট সাহাবি মু'য়ায় ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একদিন) রাসূল (স)-এর পেছনে একটি গাধার ওপর আরোহণ করেছিলাম। আমার ও তাঁর (মহানবীর) মাঝে হাওদার কাঠ ব্যতীত আর কোন ব্যবধান ছিল না। তিনি (মহানবী (স) আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে মু'য়ায! তুমি কী জান যে, আল্লাহর কী অধিকার রয়েছে তাঁর বান্দাদের ওপর এবং বান্দার কী কর্তব্য আছে আল্লাহর ওপর? আমি (মু'য়ায) বললাম, এ ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স)-ই অধিক অবগত আছেন। (তখন) মহানবী (স) ইরশাদ করলেন, বান্দার ওপর আল্লাহর এ কর্তব্য রয়েছে যে, তারা (বান্দারা) শুধু তাঁর (আল্লাহর) ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরিক করবে না এবং আল্লাহ তা'য়ালার ওপর বান্দার অধিকার হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরিক করবে না, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে শাস্তি দেবেন না। (মু'য়ায বললেন) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমি কী লোকদের এ সুসংবাদ জানিয়ে দেব না? তিনি (মহানবী (স)) বললেন, না, তুমি লোকদেরকে এ সুসংবাদ জানাবে না। কেননা এর ফলে তারা (লোকেরা) এর ওপর ভরসা করে বসে থাকবে। —বুখারি ও মুসলিম

সমাপনী : আল্লাহর কাছে খাঁটি মু'মিন হওয়ার জন্যে এবং ইহ ও পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্যে ইবাদতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যে কোন প্রকার শিরক পরিহার করে চলতে হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١) : مَا الْمُرَادُ بِالْحَقِّ فِيْ قَوْلِهٖ ﷺ : حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ؟

প্রশ্ন-১ : রাসূল (স)-এর বাণী, «حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ»-এর মধ্যে حَقٌّ বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : মহানবীর বাণী, «حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ» এর মধ্যস্থিত "حَقٌّ"-এর মর্মার্থ :

১. «حَقٌّ» শব্দের অর্থ اَلنَّصِيْبُ الْوَاجِبُ-নির্ধারিত অংশ, অধিকার, কর্তব্য ইত্যাদি। হাদিসে বর্ণিত «حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ» দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার ওপর নির্দেশিত অবশ্যকরণীয় দায়িত্ব-কর্তব্য বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, বান্দার ওপর ফরয হচ্ছে, সে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না।

অন্যদিকে «حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ» এ বাণীতে حَقٌّ সম্পর্কে আলেমদের বক্তব্য নিম্নরূপ—

২. ইমাম কুরতুবিসহ অধিকাংশ আলেমের মতে, এখানে حَقٌّ দ্বারা ওয়াজিব বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, যে বান্দাহ আল্লাহর সাথে শিরক করবে না, আল্লাহ তাঁকে অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন।

৩. আবার কোনো কোনো হাদিসবেত্তার মতে, حَقٌ দ্বারা مُتَحَقَّقٌ বা নিশ্চিত প্রাপ্যবস্তু বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, বান্দা যদি ভালো কাজ করেন, তবে এর বিনিময়ে সে নিশ্চিত উত্তম বস্তু প্রাপ্ত হবে। কেননা, আল্লাহর অঙ্গীকার হচ্ছে, اِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর অত্যাচারী নন। তিনি পাপীদের যেমন শাস্তি দেবেন, তেমনি পুণ্যবানদের অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন।

প্রশ্ন-২ : মু'য়ায (রা)-এর জীবনী বর্ণনা করুন। اَلسُّؤَالُ(٢) : بَيِّنْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ مُعَاذٍ ﷺ.

উত্তর : মু'য়ায (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত :

নাম : মু'য়ায, **উপনাম :** আবু আবদুল্লাহ বা আবু আবদুর রহমান। **পিতার নাম :** জাবাল ইবনে আমর। **বংশ :** মু'য়ায খাযরাজ গোত্রীয় একজন আনসার সাহাবি।

ইসলাম গ্রহণ : নবুওয়াতের দ্বাদশ সালে ১৮ বছর বয়সে মদিনায় ইসলাম প্রচারের সূচনাকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। আকাবায়ে ছানিয়াতে মহানবী (স) তাঁকে দেখে বলেছিলেন, نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنِ جَبَلٍ (মু'য়ায কত না উত্তম পুরুষ)।

জিহাদে যোগদান : তিনি বদর ছাড়া অন্য সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, যেহেতু তিনি দ্বিতীয় আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন, সেহেতু বদরেও অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (স) তাঁকে ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ওমর (রা) তাকে শাম দেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন।

তাঁর বর্ণিত হাদিস : হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি তৃতীয় স্তরের সাহাবি ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১৭৫। ইমাম বুখারি ও মুসলিম যৌথভাবে দুখানা, এককভাবে ইমাম বুখারি তিনখানা এবং ইমাম মুসলিম একখানা হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসসহ অনেক সাহাবি তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল : এ প্রখ্যাত সাহাবি ১৮ হিজরিতে ওমরের খিলাফতকালে ৩৮ বছর বয়সে طَاعُوْنَ، عَمْوَاسٌ নামক মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

সমাধিস্থল : বায়তুল মুকাদ্দাস এবং দামিশকের মধ্যবর্তী 'বাইসান' নগরীর পূর্বদিকে ঐ পবিত্র স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে, যেখান থেকে ঈসা (আ) কে আল্লাহ তা'য়ালা আসমানে উঠিয়ে নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-৩ : পাপী মু'মিনদের হুকুম বর্ণনা করুন। اَلسُّؤَالُ(٢) : اُذْكُرْ حُكْمَ مُؤْمِنِ الْعَاصِيْ.

উত্তর : পাপী মুমিনদের বিধান : একজন মু'মিন আল্লাহর সাথে কখনো শিরক করতে পারে না। শিরক ছাড়া অন্যান্য পাপ মু'মিন কর্তৃক সংঘটিত হতে পারে এবং এজন্যে তারা শাস্তিও পাবে। অথচ হাদিসের ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায়, যারা আল্লাহ তা'য়ালার সাথে শরিক করে না আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না। সুতরাং হাদিসের ভাষ্য اَنْ لَا يُعَذِّبُ অর্থ হবে لَا يُعَذِّبُ دَائِمًا اَبَدًا অর্থাৎ, তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবেন না। যারা কাফির তারা অবশ্যই চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। পাপী ঈমানদারগণ তাদের পাপের পরিমাণমত শাস্তি ভোগ করার পর বেহেশত পাবে।

অধিক সংখ্যক আলেমের অভিমত হচ্ছে, আল্লাহ ক্ষমাশীল اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ মু'মিনরা শিরক ছাড়া অন্য কোনো পাপ অনিচ্ছায় করলে আল্লাহ নিজ দয়ায় তাদের মাফ করে দেবেন। যেমন আল্লাহর বাণী–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرِكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ الْاٰيَةِ.

মু'মিন স্বেচ্ছায় পাপ করলে ফাসেক হিসেবে ভূষিত হবে। ফাসেকের জন্যে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। এক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই খাঁটি তওবা করতে হবে।

মোদ্দাকথা, মু'মিন যদি স্বেচ্ছায় পাপ করে, তবে শাস্তি প্রাপ্য হবে। অনিচ্ছায় পাপ করলে আল্লাহ স্বীয় দয়ায় সে পাপ মাফ করে দিতে পারেন।

اَلسُّؤَالُ(٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : رَدِف مُؤَخَّرَةٌ، تَدْرِىْ، اَعْلَمُ، يَعْبُدُوْهَ لَايُشْرِكُوْا اُبَشِّرُ يَتَّكِلُوْا.

প্রশ্ন-৪ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ বিশ্লেষণ করা হলো।

رِدف : এটা মাসদার ও একবচন, বহুবচন ارادف। অর্থ, যুগ্ম আরোহী, পশ্চাতে আরোহণকারী।

مُؤَخَّرَةٌ : সিগাহ واحد مؤنث বহস إِسْمُ مَفْعُوْلٍ বাবে تفعيل মাসদার التأخير মাদ্দাহ ا خ ر জিনসে مَهْمُوْزُ فَاءٌ অর্থ, হাওদার পেছনের অংশ।

تَدْرِىْ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে ضرب মাসদার الدراية মাদ্দাহ د ر ى জিনসে نَاقِصٌ يَائِيٌّ অর্থ, তুমি জান।

اَعْلَمُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহস اسم تفضيل বাবে سمع يسمع মাসদার العلم মাদ্দাহ ع ل م জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, অধিক জ্ঞানী।

يَعْبُدُوْهَ : এখানে ہ বর্ণটি ضمير منصوب متصل আর يعبدوا সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে نصر মাসদার العبادة মাদ্দাহ ع ب د জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তারা তার ইবাদত করবে।

لَايُشْرِكُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহস نفى فعل مضارع معروف বাবে افعال মাসদার الاشراك মাদ্দাহ ش ر ك জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তারা অংশীদার সাব্যস্ত করে না।

اُبَشِّرُ : সিগাহ واحد متكلم বহস مضارع معروف বাবে تفعيل মাসদার التبشير মাদ্দাহ ب ش ر জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, আমি শুভ সংবাদ দান করবো।

يَتَّكِلُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে افتعال মাসদার اَلْاِتِّكَالُ মাদ্দাহ و ك ل জিনসে مِثَالٌ وَاوِىٌّ অর্থ, তারা নির্ভর করবে, ভরসা করবে।

প্রশ্ন-১২ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنِ الْمِقْدَادَ ﷺ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَا يَبْقٰى عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ كَلِمَةَ الْاِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ وَذُلِّ ذَلِيْلٍ اِمَّا يُعِزُّهُمُ اللّٰهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ اَهْلِهَا اَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا قُلْتُ فَيَكُوْنَ الدِّيْنِ كُلُّهٗ لِلّٰهِ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

উত্তর : ভূমিকা : এ হাদিসটি রাসূলের ভবিষ্যৎবাণীসমূহের একটি। তিনি সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন যে, এমন একদিন আসবে, যখন সমগ্র পৃথিবীতে كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا-এর পতাকা পতপত করে উড়বে। ইসলামি হুকুমত কায়েম হবে। ইসলামি শরিয়াহ অনুপাতে দেশ পরিচালিত হবে। মানুষ দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হবে। আর যারা ইসলাম কবুল করবে না, তারা ইসলামি সরকারকে কর প্রদানপূর্বক বশ্যতা স্বীকার করে বসবাস করবে।

উৎস : আলোচ্য হাদিসখানা مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর অন্তর্গত «كِتَابُ الْاِيْمَانُ» থেকে চয়নকৃত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে রাসূল (স) কতিপয় ভবিষ্যতবাণী প্রদান করেছেন।

অনুবাদ : মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন, জমিনের ওপর কোনো মাটির ঘর কিংবা পশমের ঘর অবশিষ্ট থাকবে না, যেখানে আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামের বাণী পৌঁছে দেবেন না। সম্মানিত লোকের ঘরে সম্মানের সাথে এবং অপমানিত লোকের ঘরে অপমানের সাথে (পৌঁছে দেবেন)। আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন, তাদেরকে ইসলামের ধারক ও বাহক করে দেবেন। কিংবা যাদেরকে অপমানিত করবেন, তারা ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করবে। (মিকদাদ (রা) বলেন) আমি বললাম, তখন গোটা দ্বীন আল্লাহ তা'য়ালার জন্য হয়ে যাবে। (এ হাদিসটি ইমাম আহমদ (র) স্বীয় হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন)।

সমাপনী : মান সম্মান সবই মহান আল্লাহর হস্তগত। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন আবার যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١) : مَا الْمُرَادُ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ؟

প্রশ্ন-১ : عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? লিখুন।

উত্তর : عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ দ্বারা উদ্দেশ্য : عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ-এর অর্থ– ভূ-পৃষ্ঠ। এখানে এর উদ্দেশ্য দুটি হতে পারে। যথা–

১. عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ দ্বারা جَزِيْرَةُ الْعَرَبِ তথা আরব উপদ্বীপ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ উদ্দেশ্য। এ অর্থে এ হাদিসের ঘোষণা নবীর যুগেই বাস্তবায়িত হয়েছে। কেননা, মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২. অথবা, ظَهْرُ الْاَرْضِ দ্বারা গোটা বিশ্ব উদ্দেশ্য। এ অর্থে হাদিসটি আজও বাস্তবায়িত হয় নি। তবে উহা ইমাম মাহদী (আ)-এর যুগে বাস্তবায়ন হবে। অর্থাৎ, ইমাম মাহদী (আ)-এর নেতৃত্বে গোটা বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে।

اَلسُّؤَالُ(٢) : اِشْرَحْ قَوْلَهٗ : لَايَبْقٰى عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ بَيْتَ مَدَرٍ وَّلَا وَبَرٍ.

প্রশ্ন-২ : মহানবীর উক্তি لَا يَبْقٰى عَلٰى ظَهْرِ -এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : لَا يَبْقٰى عَلٰى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَّلَا وَبَرٍ-এর ব্যাখ্যা : مَدَرٌ শব্দের অর্থ– ইট ও মাটি। অতএব, بَيْتُ مَدَرٍ-এর অর্থ ইটের ঘর। এখানে بَيْتُ مَدَرٍ দ্বারা শহর বুঝানো হয়েছে। কেননা, শহরবাসী সাধারণতঃ ইটের ঘরে বাস করে থাকে। আর وَبَرٌ শব্দের অর্থ– উট, দুম্বা ও মেষ ইত্যাদির পশম। অতএব, بَيْتُ وَبَرٍ-এর অর্থ– পশমের ঘর। এখানে بَيْتُ وَبَرٍ দ্বারা গ্রাম বুঝানো হয়েছে। কেননা, আরবের গ্রামীণ লোকজন প্রাণীর চামড়া ও পশম দিয়ে তাঁবু তৈরি করে তাতে বাস করতো। মোটকথা, بَيْتُ مَدَرٍ وَّلَا وَبَرٍ দ্বারা শহর ও গ্রাম উভয়কে বুঝানো হয়েছে।

اَلسُّؤَالُ(٤) : مَا الْمُرَادُ بِعِزِّ عَزِيْزٍ اَوْ ذُلَّ ذَلِيْلٍ.

প্রশ্ন-৩ : بِعِزِّ عَزِيْزٍ اَوْ بِذُلِّ ذَلِيْلٍ-এর উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য কী?

উত্তর : بِعِزِّ عَزِيْزٍ اَوْ بِذُلِّ ذَلِيْلٍ-এর তাৎপর্য : بِعِزِّ عَزِيْزٍ -এর অর্থ হচ্ছে– সম্মানিত লোকের ঘরে সম্মানের সাথে ইসলাম প্রবেশ করিয়ে দেবেন। অর্থাৎ, একদল লোক কোনো প্রকার বল প্রয়োগ ছাড়া স্বেচ্ছায় সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করে সম্মানিত হবে। তাদের ওপর কোনো প্রকার বল প্রয়োগ করতে হবে না। আর ذُلُّ ذَلِيْلٍ-এর অর্থ হচ্ছে– অপমানিত ব্যক্তি, অপমানকর পরিস্থিতির সম্মুখীন

হয়ে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হবে। তারা নিহত ও বন্দী হয়ে অপমানিত হবে। অতঃপর তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে, না হয় জিযিয়া প্রদানপূর্বক ইসলামি রাষ্ট্রে বাস করবে। যেমন আল্লাহর বাণী, حَتّٰى يَعْطُوْا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ

اَلسُّؤَالُ(٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : سَمِعَ، لَايَبْقٰى، بَيْتٌ، اَدْخَلَهٗ، عَزِيْزٌ، ذَلِيْلٌ، يَعِزُّهُمْ، يَذُلُّهُمْ، يُدِيْنُوْنَ.

প্রশ্ন-৪ : **শব্দ বিশ্লেষণ করুন।**

উত্তর : শব্দ বিশ্লেষণ করা হলো।

سَمِعَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহস اِثْبَاتٌ فِعْلٌ مَاضِيٌّ مُطْلَقٌ مَعْرُوْفٌ বাবে سَمِعَ মাসদার اَلسَّمْعُ মাদ্দাহ س م ع জিন্‌সে সহিহ। অর্থ, সে শ্রবণ করলো। যেমন কুরআনের বাণী–
لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَ نَحْنُ اَغْنِيَاءُ.

لَايَبْقٰى : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস نفى فعل مضارع معروف বাবে سمع মাসদার البقاء মাদ্দাহ ب ق ى জিনসে ناقص يائى অর্থ, সে অবশিষ্ট থাকবে না। ইরশাদ হচ্ছে–
وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

بَيْتٌ : এটি اسم جامد ও একবচন। বহুবচনে بيوت , অর্থ, ঘর। ইরশাদ হচ্ছে–فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ

اَدْخَلَهٗ : "ه" সর্বনামটি ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ مُتَّصِلٌ আর اُدْخُلْ শব্দটি وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِدْخَالُ মাদ্দাহ دَ خَ لَ জিনসে সহিহ। অর্থ, সে তাকে প্রবেশ করলো। আল্লাহর বাণী, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

عَزِيْزٌ : এটি সিফতের সিগাহ। বহুবচনে اَعِزَّةٌ অর্থ- সম্মানিত, শক্তিশালী। কুরআনের বাণী,
اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ.

ذَلِيْلٌ : এটি সিফতের সিগাহ। ذِلَّةٌ থেকে নির্গত হয়েছে, বহুবচনে اَذِلَّةٌ অর্থ, অপমানিত, অসম্মানিত। ইরশাদ হচ্ছে, وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً

يَعِزُّهُمْ : هم পদটি ضمير منصوب متصل আর يعز সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে افعال মাসদার اَلْاِعْزَازُ মাদ্দাহ ع ز ز জিনসে مُضَاعَفٌ ثُلَاثِيٌّ অর্থ, সে তাদেরকে সম্মানিত করবে। কুরআনের বাণী– وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

يَذُلُّهُمْ : هم পদটি ضمير منصوب متصل আর يذل : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে افعال মাসদার اَلْاِذْلَالُ মাদ্দাহ ذ ل ل জিনসে مُضَاعَفٌ ثُلَاثِيٌّ অর্থ, সে তাদেরকে অপমানিত করবে।

يُدِيْنُوْنَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে ضرب মাসদার الدين মাদ্দাহ د ى ن জিনসে اجوف يائى অর্থ, তারা আনুগত্য করবে, বশ্যতা স্বীকার করবে।

প্রশ্ন-১৩ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : اَىُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ، قَالَ اَنْ تَدْعُوَاللهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قَالَ ثُمَّ اَىٌّ؟ قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يُطْعِمَ مَعَكَ، قَالَ ثُمَّ اَيٌّ؟ قَالَ اَنْ تَزْنِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ فَانْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَهَا «وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ». اَلْاٰيَةُ.

উত্তর : ভূমিকা : সমস্ত গুনাহের জন্যেই মানুষকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহর ইচ্ছায় তা আবার মাফও হয়ে যেতে পারে। তবে এমন কিছু গুনাহ আছে, যা আল্লাহর নিকট অতীব ঘৃণিত ও অনিবার্য শাস্তিযোগ্য।

উৎস : প্রশ্নোদ্ধৃত হাদিসখানা 'মিশকাতুল মাসাবিহ'-এর كِتَابُ الْاِيْمَانِ এর-الْكَبَائِرِ وَعَلَامَاتِ النِّفَاقِ নামক অধ্যায় থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে ধারণা পেশ করা হয়েছে।

অনুবাদ : বিশিষ্ট সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কাউকে সমকক্ষ মনে া, তথা তাঁর সাথে শিরক করা। অথচ একমাত্র তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি পুনরায় জজ্ঞেস করলো, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, তোমার সন্তানকে হত্যা করা এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে ভক্ষণ করবে। (এতে করে তোমার আশংকা হয় যে, তোমার রিযিকের ঘাটতি হবে) লোকটি বললো, এরপর কোনটি? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। এর সমর্থনেই আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াত নাযিল করেন–

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ.

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কাউকে শরিক করে না, যাকে হত্যা করা আল্লাহ তা'য়ালা হারাম করেছেন, আইনের বিধান ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয় না। (এ সমস্ত কবীরা গুনাহ থেকে যারা মুক্ত তাঁরাই প্রকৃত মুমিন)।

সমাপনী : জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন না করা, খাদ্যাভাবের ভয়ে মানবসন্তান হত্যা না করা এবং সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার্থে ব্যভিচার-ধর্ষণ প্রতিরোধ করা একটি শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য শর্ত।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١) : مَا مَعْنَى الذَّنْبِ، وَمَا هِىَ الْكَبِيْرَةُ وَكَمْ عَدَدًا لَهٗ؟

প্রশ্ন-১ : ذَنْبٌ অর্থ কী? এবং كَبِيْرَةٌ কাকে বলে ও এর সংখ্যা কত?

উত্তর : ذَنْبٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : ذَنْبٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে ذُنُوْبٌ; অর্থ হলো, اَلْعِصْيَانُ، اَلْاِثْمُ، اَلْخَطَأُ, ভুল করা, (To err), পাপ করা (Sin), নাফরমানি করা। কুরআনুল কারিমে এসেছে–

اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا.

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরিয়তের পরিভাষায় ذَنْبٌ হলো–

১. আল্লামা জুরজানির মতে, هُوَ مَا يَحْجُبُكَ عَنِ اللهِ

অর্থাৎ, যে সমস্ত কাজ আল্লাহ থেকে গাফেল রাখে তাই ذَنْبٌ তথা পাপ।

২. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থে রয়েছে, اَلذَّنْبُ هُوَ أَنْ يَرْتَكِبَ غَيْرَ الشَّرْعِ

৩. কারো কারো মতে, هُوَ الْاِرْتِكَابُ بِمَا لَا يَرْضَى اللهُ بِهِ وَرَسُوْلُهِ.

▶ كَبِيْرَةٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : كَبِيْرَةٌ শব্দটি مُؤَنَّثٌ বহস اِسْمِ فَاعِلْ একবচন, বহুবচনে, كَبَائِرُ; শাব্দিক অর্থ– ১. বড়। ২. مَوْرِدٌ প্রণেতার মতে, اِثْمٌ كَبِيْرٌ অর্থাৎ, বড় পাপ।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় كَبِيْرَةٌ হচ্ছে–

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, كُلُّ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ فَهُوَ كَبِيْرَةٌ অর্থাৎ, যে সব কাজ থেকে আল্লাহ তা'য়ালা নিষেধ করেছেন, সেগুলোতে লিপ্ত হওয়াই كَبِيْرَةٌ গুনাহ।

২. আল্লামা বায়যাবি (র) বলেন, اَلْكَبِيْرَةُ كُلُّ ذَنْبٍ رَتَّبَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ حَدًّا اَوْ صَرَّحَ بِالْوَعِيْدِ فِيْهِ

অর্থাৎ, كَبِيْرَةٌ ঐ প্রতিটি গুনাহকে বলে যদুপরি শরিয়ত প্রবর্তক দণ্ডবিধান স্থির করেছেন, অথবা সে সম্পর্কে স্পষ্ট হুমকি প্রদান করেছেন। وَقِيْلَ : اَلْكَبِيْرَةُ مَا عُلِمَ حُرْمَتُهُ بِقَاطِعٍ অর্থাৎ, কেউ কেউ বলেছেন, কবিরা হলো ঐ গুনাহ যার হারাম হওয়া নিশ্চিত দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

৩. ইমাম গাযালি (র)-এর মতে, ভয়-ভীতি ও লজ্জা পরিহার করে যে গুনাহকে তুচ্ছজ্ঞান করে নির্দ্বিধায় করা হয়, তাকে কবিরা গুনাহ বলে। আর ভুলক্রমে করা হলে তাকে ছগিরাহ গুনাহ বলে।

৪. কারো কারো মতে, مَا لَايَغْفِرُهُ اللهُ لِفَاعِلِهِ اِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ অর্থাৎ, যে পাপের অপরাধীকে আল্লাহ তায়ালা তওবা ছাড়া ক্ষমা করবেন না, তাকে কবিরা গুনাহ বলে।

কবিরা গুনাহের সংখ্যা : কবিরা গুনাহের সংখ্যা কয়টি ও কী কী? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। যেমন– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, কবিরা গুনাহ ৭টি। যথা– ১. শিরক করা, ২. কোনো মুমিনকে হত্যা করা, ৩. সতী-সাধ্বী নারীকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া, ৪. যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া, ৫. ইয়াতিমের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা, ৬. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, ৭. হেরেমের অমর্যাদা করা।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, কবিরা গুনাহের সংখ্যা ৮টি, উপরিউক্তগুলোর সাথে আরেকটি হলো– رِبٰوا তথা সুদ।

আলি (রা)-এর মতে, কবিরা গুনাহের সংখ্যা ১০টি। উপরিউক্ত ৮টির সাথে আরো ২টি হলো– ৯. চুরি করা, ১০. মদ পান করা।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, কবিরা গুনাহের সংখ্যা ২৭টি। তার প্রকৃতকথা হলো কবিরা গুনাহের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। কেননা, কবীরা ও সগিরা দুটি আপেক্ষিক বিষয়।

اَلسُّؤَالُ(٢) : مَا مَعْنَى الْقَتْلِ، وَكَمْ قِسْمًا لَهُ، بَيِّنْ كُلَّ قِسْمٍ بَالْأَمْثِلَةِ.

প্রশ্ন-২ : قَتْلٌ-এর অর্থ কী? এবং তা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকার উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

উত্তর : قَتْلٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : قَتْلٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ হলো– হত্যা করা, যবেহ করা, প্রাণ বিনষ্ট করা।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরিয়তের পরিভাষায় قَتْلٌ হলো, কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রের মাধ্যমে অথবা প্রাণ বিনষ্টকারী যে কোন বস্তুর মাধ্যমে তার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেয়া।

■ **قَتْلٌ-এর প্রকারভেদ :** ইসলামি শরিয়তে قَتْلٌ তথা হত্যা পাঁচ প্রকার। যথা–

১. **قَتْلِ عَمْدٌ (ইচ্ছাকৃত হত্যা) :** কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করা।

হুকুম : ক. এরূপ হত্যাকারী অপরাধী বলে বিবেচিত হবে।

খ. এরূপ হত্যার পরিবর্তে হত্যাই শাস্তি হবে, তবে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ ক্ষমা করলে করতে পারে।

গ. ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে কেবল قِصَاصْ ওয়াজিব হবে; كَفَّارَةْ নয়।

ঘ. ইমাম শাফেয়ি (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে كَفَّارَةْ ওয়াজিব হবে।

২. **قَتْلِ شِبْهِ عَمْدٌ (ইচ্ছাকৃত হত্যার সাদৃশ্য হত্যা) :** কোনো ব্যক্তি কাউকে এমন জিনিস দ্বারা হত্যা করা যা অস্ত্র নয়, স্বভাবতঃ এর দ্বারা মানুষের মৃত্যু হয় না।

হুকুম : ক. এরূপ হত্যাকারী অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। খ. كَفَّارَةْ দিতে হবে।

৩. **قَتْلِ خَطَأٌ (ভুলক্রমে হত্যা) :** এটা আবার দু'ভাবে হতে পারে–

ক. **خَطَأٌ فِي الْفِعْلِ :** যেমন দূর থেকে জন্তুকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো, কিন্তু তা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে কোনো মানুষের গায়ে লেগে সে মারা গেলো।

খ. **خَطَأٌ فِي الْفِكْرِ :** যেমন দূর থেকে কোনো মানুষকে প্রাণী মনে করে গুলি ছুঁড়লো এবং এতেই লোকটি প্রাণত্যাগ করলো।

হুকুম : ক. এরূপ হত্যাকারী অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। খ. হত্যাকারীকে كَفَّارَةْ দিতে হবে।

৪. **قَائِمٌ مَقَامَ خَطَأٍ (ভুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা) :** যেমন, কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তি কোনো ছোট শিশুর ওপর পতিত হওয়ায় সে মৃত্যুবরণ করলো।

হুকুম : ক. হত্যাকারী অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। খ. হত্যাকারীকে دِيَةْ দিতে হবে।

৫. **قَتْلِ سَبَبٌ (কারণিক হত্যা) :** অপরের ভূমিতে বা পথের পার্শ্বে কূপ খনন করায় উহাতে পড়ে যদি কেউ মারা যায়, তবে এটাকে قَتْلِ سَبَبٌ বলে।

হুকুম : ক. এরূপ ভূমির মালিক অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে না।

খ. কূপ খননকারীর ওপরে دِيَةْ ওয়াজিব হবে না।

اَلسُّؤَالُ(٣) : بَيِّنْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

প্রশ্ন-৩ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করুন।

উত্তর : **আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী :**

নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম আবদুল্লাহ। পিতার নাম মাসউদ, কুনিয়াত আবু আবদুর রহমান। মাতার নাম উম্মে আব্দ। তাঁর বংশ ধারা হলো– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে গাফির ইবনে হাবিব।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে অন্যতম ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের দিক দিয়ে তিনি ষষ্ঠ ছিলেন।

হিজরত : কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি দু'দুবার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। অবশ্য পরে তিনি স্থায়ীভাবে মদিনায় হিজরত করেন।

জিহাদে অংশগ্রহণ : তিনি বদর যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

হাদিসশাস্ত্রে তাঁর অবদান : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ছিলেন দ্বীনি জ্ঞানের গভীর সমুদ্র। তিনি রাসূল (স) হতে সর্বমোট ৮৪৮ খানা হাদিস বর্ণনা করেন।

অন্যান্য গুণাবলি : তিনি ছিলেন রাসূল (স)-এর একান্ত ভক্ত। রাসূল (স)-এর সফরের সাথী ও তাঁর صَاحِبُ السِّوَاكِ وَالنَّعْلِ وَالطُّهُوْرِ فِى السَّفَرِ ছিলেন রাসূল (স) তাঁকে বেহেশতের সু-সংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেছেন, رَضِيْتُ لِاُمَّتِىْ مَا رَضِىَ لَهَا اِبْنُ اُمِّ عَبْدٍ وَسَخِطْتُ لَهَا مَا سَخِطَ اِبْنُ اُمِّ عَبْدٍ. (اِبْنِ مَسْعُوْدٍ)

ইন্তেকাল : তিনি ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে মদিনা শরিফে ৩২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬০ বছরেরও অধিক। জান্নাতুল বাকিতে ওসমান ইবনে মায'উনের কবরের পার্শ্বে তাকে সমাহিত করা হয়।

اَلسُّؤَالُ(٤) : هَلْ يَجُوْزُ قَتْلُ النَّفْسِ اِلَّا بِالْحَقِّ؟ اُكْتُبْ.

প্রশ্ন-৪ : অন্যায়ভাবে কারো প্রাণহানি ঘটানো জায়েয আছে কি-না? লিখুন।

উত্তর : অন্যায়ভাবে কারো প্রাণহানি ঘটানো জায়েয কি-না : অন্যায়ভাবে কারো প্রাণহানি ঘটানো জায়েয নেই। কারণ, ইরশাদ হয়েছে, لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَعِرْضُهٗ وَمَالُهٗ

অর্থাৎ, এক মুসলিমের ওপর আরেক মুসলিমের খুন এবং মান সম্ভ্রম ও ধন-সম্পদ হারাম। অর্থাৎ এক মুসলিম কোনো ক্রমেই আরেক মুসলিমের প্রাণ, সম্ভ্রম ও সম্পদহানি ঘটাতে পারবে না। তবে যদি প্রাণ ও সম্পদের ক্ষেত্রে যদি ইসলামের কোনো দাবি প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই প্রাণ ও সম্পদ গ্রহণ করা জায়েয হবে।

যেমন আলোচ্য হাদিসে ধ্বংসকর পাপ সম্পর্কে قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ-এখানে اِلَّا بِالْحَقِّ-এর তাৎপর্য হলো আইনের আওতায় ন্যায়সঙ্গতভাবে মানুষ হত্যা করা জায়েয। যেমন– কিসাস, রজম ইত্যাদির মাধ্যমে হত্যা করা।

তবে তা বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে হতে হবে। আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া জায়েয নেই। এ ছাড়া অন্যায়ভাবে হত্যা করা কবিরা গুনাহ। যেমন আল্লাহ বলেন–

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهٗ جَهَنَّمُ.

اَلسُّؤَالُ(٥) : حَقِّقِ الْاَلْفَاظَ : اَكْبَرُ، تَدْعُوْا، اَنْ تَقْتُلَ، يُطْعِمُ، جَارٌ، حَلِيْلَةٌ، اَنْزَلَ، حَرَّمَ، لَايَزْنُوْنَ، لَايَدْعُوْنَ.

প্রশ্ন-৫ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

اَكْبَرُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহস اسم تفضيل বাবে كرم يكرم মাসদার اَلْكِبَرُ মাদ্দাহ ك ب ر জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ- সবচেয়ে বড়।

تَدْعُوْ : সিগাহ حاضر مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে نصر মাসদার اَلدَّعْوَةُ মাদ্দাহ د ع و জিনসে نَاقِصُ وَاوِىٌّ অর্থ- তুমি আহ্বান করবে।

اَنْ تَقْتُلَ : এখানে ان অব্যয়টি হলো ناصبة আর تقتل শব্দটি حاضر مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে نصر মাসদার اَلْقَتْلُ মাদ্দাহ ق ت ل জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তুমি হত্যা কর।

يَطْعَمُ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস اثبات فعل ماضى معروف বাবে فتح মাসদার اَلطَّعْمُ মাদ্দাহ ط ع م জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সে খাবে।

جَارٌ : শব্দটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে جِيْرَانٌ، اَجْوَارٌ، جِوَارٌ অর্থ, প্রতিবেশী।

حَلِيْلَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে حَلَائِلُ, অর্থ, স্ত্রী। حَلٌّ মাদ্দাহ হতে শব্দটি নির্গত। যার অর্থ হালাল হওয়া। স্ত্রীকে উপভোগ করা যেহেতু স্বামীর জন্যে হালাল, তাই স্ত্রীকে حَلِيْلَةٌ বলা হয়।

اَنْزَلَ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস اثبات فعل معروف বাবে افعال মাসদার اَلْاِنْزَالُ মাদ্দাহ ن ز ل জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তিনি অবতীর্ণ করলেন।

حَرَّمَ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাবে تفعيل মাসদার اَلتَّحْرِيْمُ মাদ্দাহ ح ر م জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তিনি হারাম করলেন।

لَايَزْنُوْنَ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস نفى فعل مضارع معروف বাবে ضرب মাসদার اَلزِّنَا মাদ্দাহ ز ن ى জিনসে نَاقِصُ يَائِىٌّ অর্থ, তারা ব্যভিচার করে না।

لَايَدْعُوْنَ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস نفى فعل مضارع معروف বাবে نصر মাসদার اَلدَّعْوَةُ মাদ্দাহ د ع و জিনসে ناقص واوي অর্থ, তাঁরা ডাকবে না।

প্রশ্ন-১৪ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ اَلشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبٰوا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

উত্তর : ভূমিকা : গুনাহ বা পাপের কোনো সীমারেখা নেই। আল্লাহ তা'য়ালার মর্জি বিরোধী সমস্ত তৎপরতাই গুনাহ। তবুও এমন কতিপয় অপরাধ রয়েছে, যা ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনের জন্যে মারাত্মক। রাসূল (স) তা থেকে বেঁচে থাকার আহবান জানিয়েছেন।

উৎস : মানবতার মুক্তিদূত মহানবী (স)-এর অমীয় বাণীটুকু মিশ্কাতুল মাসাবিহের كِتَابُ الْاِيْمَانِ-এর اَلْكَبَائِرُ وَعَلَامَاتِ النِّفَاقِ অধ্যায় থেকে সংকলন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বর্ণিত হাদিসে সাতটি ধ্বংসকারী তথা মারাত্মক কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার জন্যে তাকিদ দেয়া হয়েছে।

অনুবাদ : সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী তথা মারাত্মক কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাক। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স) সাতটি ধ্বংসকারী কবিরা গুনাহ কী? রাসূল (স) বললেন, সেগুলো হলো–

১. আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করা। ২. জাদু করা। ৩. যাকে হত্যা করা আল্লাহ তা'য়ালা হারাম ঘোষণা দিয়েছেন এমন কাউকে হত্যা করা, তবে হ্যাঁ ন্যায়সঙ্গতভাবে তথা শরিয়তের নির্দেশ অনুসারে হত্যা করা যেতে পারে। যেমন কিসাসের শাস্তি, ব্যভিচারের দণ্ডবিধি। ৪. সুদ খাওয়া তথা সুদের কারবারে জড়িত থাকা। ৫. ইয়াতীম-এর সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা। ৬. জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা। ৭. ঈমানদার, সহজ-সরল, নির্দোষ, সতী-সাধ্বী রমণীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া।

সমাপনী : অশান্ত এ পৃথিবীতে যেখানে আজ মানবতা বন্দি, যদি শান্তি আনতেই হয়, তাহলে রাসূল (স)-এর উক্ত হাদিসের অনুশীলন করা অপরিহার্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١) : مَا مَعْنَى السِّحْرِ؟ هَلِ السِّحْرُ جَائِزٌ اَمْ لَا؟ وَهَلِ السَّاحِرُ يُكَفَّرُ اَمْ لَا؟

প্রশ্ন-১ : اَلسِّحْرُ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? জাদু জায়েয আছে কী? জাদুকরকে কাফির বলা যায় কি-না?

উত্তর : اَلسِّحْرُ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : اَلسِّحْرُ শব্দটি বাবে فَتَحَ يَفْتَحُ-এর মাসদার। আভিধানিক দিক থেকে এর অর্থ নিম্নরূপ–

১. اَلْخُدْعَةُ তথা প্রতারণা করা। ২. اَلتَّحْرِيْفُ তথা রূপ পরিবর্তন করা। ৩. اَلتَّسْخِيْرُ তথা বিদ্রূপ করা।

৪. اَلسَّلْبُ তথা ছিনিয়ে নেয়া। ৫. اَلْاِخْفَاءُ তথা গোপন করা। ৬. اَلسَّتْرُ তথা ঢেকে দেয়া।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. المعجم الوسيط গ্রন্থ প্রণেতার মতে–

اَلسِّحْرُ كُلُّ اَمْرٍ يَخْفٰى سَبَبَهٗ وَيُتَخَيَّلُ عَلٰى غَيْرِ حَقِيْقَةٍ وَيَجْرِىْ مَجْرَىْ التَّمْوِيْةِ وَالْخِدَاعِ.

অর্থাৎ, سِحْرٌ হলো প্রত্যেক এমন বিষয়, যার কারণ গোপন থাকে, বাস্তবে বিপরীত দৃশ্যমান হয় এবং তা প্রতারণা ও অতিরঞ্জিতের স্থলে পতিত হয়।

২. জুমহুর আলেমের মতে, هُوَ كُلُّ اَمْرٍ لَا يُدْرَكُ سَبَبُهُ وَلَا يُعْرَفُ عَلَى حَقِيْقَتِهِ بَلْ يُحْمَلُ عَلَى مَحَلِّ الْخِدَاعِ

অর্থাৎ, سِحْرٌ এমন বিষয়কে বলে, যার ভিত্তি বুঝা যায় না এবং বাস্তবতা নিরূপণ করা যায় না; বরং সম্পূর্ণটাই ধোঁকার ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

৩. আল্লামা ইবনে হুমাম বল্লেন, هُوَ اِظْهَارُ الْاَمْرِ عَلَى الْمُسْتَحَالِ

অর্থাৎ, অবাস্তবের ওপরে কোনো কাজ পরিবেশন করাকে سِحْرٌ বলে।

৪. আহলুস সুন্নত ওয়াল জামায়াতের মতে, سِحْرٌ হলো এমন একটি তাত্ত্বিক দিক, যা শয়তানি ও কুফরির ওপর নির্ভরশীল।

৫. ইমাম আবু বকর জাসসাস (র) বলেন, سِحْرٌ হলো এমন এক বিষয়, যার কারণ প্রচ্ছন্ন এবং যা অবান্তর, মিথ্যা ও কল্পনার ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

■ اَلسِّحْرُ-এর হুকুম :

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, জাদু হচ্ছে একটি ভেল্কিবাজি যা শয়তানের সহযোগিতায় কুফরির ওপর নির্ভরশীল। তা আদৌ জায়েয হতে পারে না অর্থাৎ, তা জায়েয নেই।

২. ইমাম নববি (র) বলেন, জাদুর ব্যবহার সম্পূর্ণ হারাম এবং তা কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

৩. ইমাম নববির অপর এক বর্ণনায় আছে, জাদু শিক্ষা দেয়া এবং শিক্ষা গ্রহণ করা উভয়ই হারাম। আর যদি এতে কোনো কুফরি উদ্দেশ্য থাকে, তবে সে জাদু শিক্ষা গ্রহণ করা বা শিক্ষা দেয়া উভয়ই কুফরি।

এখানে উল্লেখ্য যে, জাদুর ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্যে এবং জাদুর শক্তিকে প্রতিহত করার জন্যে জাদু শিক্ষা করা বৈধ।

■ حُكْمُ السَّاحِرِ (জাদুকরের বিধান) :

জাদুকরকে কাফির বলা যাবে কি-না, এ সম্পর্কে বেশকিছু মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

১. ফাতহুল কাদির গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে, জাদুকর যদি তার জাদুচর্চা পরীক্ষামূলকভাবে প্রদর্শন করে এবং হারাম বলে বিশ্বাস রাখে, তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে না।

২. তাফসিরে মাদারেক-এ উল্লিখিত হয়েছে, যদি জাদুকরের কথা ও কাজে এমন লক্ষণ পাওয়া যায়, যা ঈমানের শর্তসমূহের পরিপন্থি। তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে।

৩. ইমাম গাযালি (র) বলেন, অসত্যের সাথে মোকাবিলা করার জন্যে জাদু শিক্ষা করা বৈধ। আবার জাদু ছাড়া অসত্য ও কুফরের মোকাবিলা করার যদি কোনো উপায় পাওয়া না যায়, তবে তা ওয়াজিব। অতএব, এমতাবস্থায় জাদুকরকে কাফের বলা যাবে না।

৪. ইমাম চতুষ্টয়ের মতে, জাদু শিক্ষা করা ও চর্চা করা নিঃশর্তে নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে ইমাম মালিকের অভিমত হলো– জাদুকর হত্যা যোগ্য।

اَلسُّؤَالُ(٢) : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ السِّحْرِ وَالْمُعْجِزَةِ؟

প্রশ্ন-২ : জাদু ও মু'জেযার মধ্যকার পার্থক্য কী?

উত্তর : জাদু ও মু'জেযার মধ্যকার পার্থক্য : জাদু ও মু'জেযাতে অনেক পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো–

১. জাদু সম্পূর্ণ হারাম এবং কবিরা গুনাহ। পক্ষান্তরে, মু'জেযা আল্লাহর কুদরতে নবীদের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

২. মু'জেযার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ন্ত্রণে, নবীদের ইচ্ছাধীন নয়। সুতরাং, এটা শিখে অর্জন করা যায় না। কিন্তু জাদু বিদ্যা কারো থেকে শিখতে হয়।

৩. নবীগণ মু'জেযা প্রকাশের পূর্বে মু'জেযার অবস্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে মোটেই অবগত থাকেন না। কিন্তু জাদুকর তার জাদু প্রকাশিত হবার পূর্বেই জাদুর অবস্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত থাকেন।

৪. আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত এটমবোমার মোকাবিলা যেমন এটমবোমা দিয়ে করা যায়। একজনের জাদু দ্বারা অপরের জাদুকে নষ্ট করে দেয়া যায়। কিন্তু নবীদের মু'জেযার মোকাবিলা কেয়ামত পর্যন্ত কেউ করতে পারবে না।

৫. মু'জেযার জন্যে কোনো স্থান বা কাল নির্দিষ্ট নেই। আল্লাহ তা'য়ালা যখন ইচ্ছা করেন নবীদের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে থাকেন; কিন্তু এমন কিছু সময় বা স্থান আছে, যখন জাদু কার্যকর হয় না। এটা অনেক সময় রাশিচক্রের ওপরও নির্ভর করে থাকে।

اَلسُّؤَالُ(٣) : مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ﷺ «اِلَّا بِالْحَقِّ»؟

প্রশ্ন-৩ : মহানবী (স)-এর বাণী, اِلَّا بِحَقٍّ -এর উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর : اِلَّا بِحَقٍّ -এর উদ্দেশ্য : মহানবী (স)-এর উক্ত বাণীর মর্মার্থ হলো, কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা কবিরা গুনাহ এবং প্রকাশ্য জুলুম। তবে হ্যাঁ! অনেক সময় শরিয়ত সম্মতভাবে হত্যা করা যায়, তখন সে হত্যা কবিরা গুনাহ হবে না। যেমন কেউ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, তবে ইসলামি আদালতে তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে, তথা তাকেও হত্যা করা হবে।

এমনিভাবে যদি বিবাহিত নারী পুরুষ ব্যভিচার করে, তবে ইসলামি আদালতে ব্যভিচারের কারণে "রজম" দণ্ডবিধি গ্রহণ করতে হবে। এটা হচ্ছে ইসলামের হক। যেমন মহানবী (স) অন্যত্র বলেছেন–

فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ.

প্রশ্ন-৪ : اَلرِّبٰوا-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? اَلسُّؤَالُ(٤) : مَا مَعْنَى الرِّبٰوا لُغَةً وَشَرْعًا؟

উত্তর : اَلرِّبٰوا পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : اَلرِّبٰوا-এর আভিধানিক অর্থ– اَلْفَضْلُ وَ الزِّيَادَةُ-বেড়ে যাওয়া ও অতিরিক্ত হওয়া। যেমন বলা হয়, رَبَى الْمَالُ اِذَا زَادَ অর্থাৎ, সম্পদ যখন বেড়ে যায়, তখন رَبَى الْمَالُ বলা হয়।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : رِبٰوا-এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে–

১. ইবনুল আছিরের মতে, هُوَ الزِّيَادَةُ فِى اَصْلِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ تُبَايُعٍ

অর্থাৎ, চুক্তির বাইরে মূল মালের ওপর যা অতিরিক্ত হয়, তাই রিবা।

২. ইবনে কুদামার মতে, هُوَ الزِّيَادَةُ فِىْ اَشْيَاءٍ مَخْصُوْصَةٍ

অর্থাৎ, বিশেষ মাল তথা মূল্যমান যোগ্য মালের লেন-দেনের অতিরিক্ত অংশই রিবা।

৩. ওমদাতুল কারী গ্রন্থকার বলেন, هُوَ فَضْلُ مَالٍ بِلَا عِوَضٍ فِى مُعَارَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ

অর্থাৎ, মালের লেন-দেনে বিনিময় ছাড়া অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে রিবা বলে।

৪. আল-মু'জামুল ফিক্হ গ্রন্থকার বলেন, هُوَ فَضْلُ مَالٍ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ

অর্থাৎ, বিনিময়মুক্ত অতিরিক্তকে রিবা বলে।

اَلسُّؤَالُ(٥) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : اَلْمُوْبِقَاتُ، حَرَّمَ ، اِجْتَنِبُوْا، اَلْغَافِلَاتُ، اَلْمُؤْمِنَاتُ، اَلتَّوَلِّىْ، اَلْمُحْصِنَاتُ.

প্রশ্ন-৫ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

اَلْمُوْبِقَاتُ : সিগাহ جمع مؤنث বহস اسم فاعل বাবে افعال মাসদার اَلْإِيْبَاقُ মাদ্দাহ و ب ق জিনসে مِثَالْ وَاوِىٌّ : অর্থ হলো, اَلْمُهْلِكَاتُ তথা ধ্বংসকারী। শব্দটির একবচন হলো مُوْبِقَةٌ কুরআনুল কারিমে শব্দটির প্রয়োগ রয়েছে।

حَرَّمَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাবে تفعيل মাসদার اَلتَّحْرِيْمُ মাদ্দাহ ح ر م জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সে নিষেধ করলো।

اِجْتَنِبُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস اَمْرٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাবে افتعال মাসদার الاجتناب মাদ্দাহ ج ن ب জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তোমরা বিরত থাক। যেমন– فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ (الاية)

اَلْغَافِلَاتُ : সিগাহ جمع مؤنث سالم একবচনে غافلة অর্থ হলো, বিরত রয়েছে এমন মহিলাগণ।

اَلْمُؤْمِنَاتُ : সিগাহ جمع مؤنث বহস اسم فاعل বাবে افعال মাসদার اَلْاِيْمَانُ মাদ্দাহ ا م ن, জিনসে مَهْمُوْزُ فَاءٌ অর্থ, মু'মিন রমণীগণ।

اَلتَّوَلِّىْ : শব্দটি বাবে تفعل-এর মাসদার, মাদ্দাহ و ل ى জিনসে لفيف مفروق অর্থ, পলায়ন করা, পশ্চাদ্ধাবন করা।

اَلْمُحْصِنَاتُ : সিগাহ جمع مؤنث বহস اسم فاعل বাবে افعال মাসদার اَلْاِحْصَانُ মাদ্দাহ ح ص ن জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, পুণ্যবতী রমণীগণ।

প্রশ্ন-১৫ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ وَزَادَ مُسْلِمٌ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ، ثُمَّ اِتَّفَقَا اِذَا حَدَّثَ كَذَّبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا، اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

উত্তর : ভূমিকা : মুনাফিকি আচরণ তথা কপটতা ইসলামে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। মুনাফিকদের দু'টি শ্রেণি রয়েছে। একদল হলো যারা অন্তরে কুফরী লুক্কায়িত রেখে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে। এরা কাফির থেকেও মারাত্মক। আরেকটি দল রয়েছে, যারা কুফরিকে অন্তরে গোপন রাখে না, তবে তাদের মাঝেও কপটতার কিছু আচরণ পাওয়া যায়।

উৎস : আলোচ্য পবিত্র হাদিসদ্বয় সুপ্রসিদ্ধ হাদিস সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবিহ'-এর ঈমান পর্বের «بَابُ الْكَبَائِرِ وَعَلَامَاتِ النِّفَاقِ» থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে ইসলামের জঘন্যতম শত্রু মুনাফিকদের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম হাদিসের অনুবাদ : আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। ইমাম মুসলিম (র) وَاِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ অংশটুকু বৃদ্ধি করেছেন। যার অর্থ হলো, যদিও সে রোযা পালন করে, সালাত আদায় করে আর মনে করে, সে একজন মুসলমান। এ বাক্যটি ইমাম মুসলিম (র) অতিরিক্ত বলেছেন। অতঃপর তাঁরা উভয়ে তিনটি বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তা হচ্ছে–

১. সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ২. কোনো অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে।

৩. তার নিকট কোন আমানত রাখলে তা খেয়ানত করে।

দ্বিতীয় হাদিসের অনুবাদ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেন, চারটি বৈশিষ্ট্য যার মাঝে থাকবে, সে খাঁটি মুনাফিক। এগুলোর মাঝে একটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে, তার মাঝে মুনাফিকির একটি স্বভাব বিদ্যমান। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা পরিত্যাগ না করে। সেগুলো হলো–

১. যখন তার কাছে কিছু আমানত রাখা হয়, সে তা খেয়ানত করে।

২. সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ৩. কোন প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে।

৪. যখন কারো সাথে ঝগড়া করে, তখন অশ্লীল কথা বলে।

সমাপনী : একজন খাঁটি মু'মিন হওয়ার জন্যে আমাদের জীবন ও সমাজ থেকে উল্লিখিত আচরণগুলো পরিহার করা আবশ্যক।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١) : مَا مَعْنَى الْمُنَافِقِ لُغَةً وَ اِصْطِلَاحًا؟

প্রশ্ন-১ : مُنَافِقْ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?

উত্তর : مُنَافِقْ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : مُنَافِقْ শব্দটি نِفَاقٌ ক্রিয়ামূল থেকে উদ্গত। যার আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اِظْهَارُ خِلَافَ مَا يَبْطُنُ অর্থাৎ, মনে যা আছে, তার বিপরীত মত প্রকাশ করা।

২. اِظْهَارُ خِلَافِ الْعَقِيْدَةِ অর্থাৎ, বিশ্বাসের বিপরীত (ভাব) প্রকাশ করা। ৩. اَلْخَدْعَةُ অর্থাৎ, ধোঁকা দে

৪. দ্বিমুখীভাব প্রকাশ করা। সুতরাং مُنَافِقْ অর্থ হলো– মনের বিপরীত মত প্রকাশকারী, বিশ্বাসের বিপরীত ভাব প্রকাশকারী, ধোঁকাবাজ ইত্যাদি।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. আল-মু'জামুল ওয়াসিত গ্রন্থকার বলেন, مَنْ يُخْفِى الْكُفْرَ وَيَظْهَرُ الْاِيْمَانَ
অর্থাৎ, যে অন্তরে কুফরিকে গোপন রাখে আর মুখে ঈমান প্রকাশ করে।

২. আল্লামা ইবনে হিশাম বলেন, هُوَ الَّذِىْ يُظْهِرُ الْاِسْلَامَ وَيَبْطُنُ الْكُفْرَ

৩. আল্লামা মুহিবুল্লাহ বিহারি (র) বলেন, هُوَ الَّذِىْ يَدْخُلُ فِى الْاِسْلَامِ مِنْ وَجْهٍ وَيَخْرُجُ عَنْهُ مِنْ اٰخَرَ

মোটকথা, যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে নিজেকে ইসলামের অনুসারী বলে দাবি করে, কিন্তু আন্তরিকভাবে কুফরিকে লালন করে, তাকে مُنَافِقْ বলে। এ জাতীয় মুনাফিকদের স্বভাব বর্ণনায় আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِذَا لَقُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ.

অর্থাৎ, মুনাফিকদের স্বভাব হলো, তারা যখন মু'মিনদের সাথে একত্রিত হয়, তখন বলে আমরা ঈমান আনয়ন করেছি। আবার যখন শয়তানের সাথে একত্রিত হয়, তখন বলে আমরা তোমাদের সাথেই আছি। আমরা মু'মিনদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করি মাত্র।

اَلسُّؤَالُ(٢) : مَنْ هُمُ الْمُنَافِقُوْنَ؟ بَيِّنْ عَلٰى ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالْحَدِيْثِ؟

প্রশ্ন-২ : মুনাফিক কারা? কুরআন ও হাদিসের আলোকে মুনাফিকের পরিচয় দিন।

উত্তর : মুনাফিকের পরিচয় : مُنَافِقٌ শব্দটি نِفَاقٌ মাসদার থেকে নির্গত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গোপন করা ও কপটতা অবলম্বন করা।

সূররাহ নামক অভিধানে আছে, هُوَ اِظْهَارُ الْخَيْرِ وَاِسْرَارُ الشَّرِّ

অর্থাৎ, অন্তরে অনিষ্টতা গোপন করে মুখ দিয়ে কল্যাণময় বিষয় প্রকাশ করা।

শরীয়তের পরিভাষায় নিফাক বলা হয়, هُوَ اِظْهَارُ الْاِسْلَامِ وَاِسْرَارُ الْكُفْرِ فِى الْقَلْبِ

অর্থাৎ, অন্তরে কুফর গোপন করত মুখে ইসলামের কথা প্রকাশ করা।

কুরআন এবং হাদিসের আলোকে মুনাফিকের বর্ণনা :

ক. কুরআনের আলোকে মুনাফিকের পরিচয় :

মহান আল্লাহ মুনাফিকদের দু'মুখোনীতির বর্ণনা করে বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ. يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ. فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ.

অর্থাৎ, আর মনুষ্য সমাজের কতক লোক রয়েছে এমন, যারা বলে আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি; কিন্তু তারা ঈমানদার নয়, তারা প্রতারণা করছে আল্লাহ ও ঈমানদার লোকদের সাথে। তবে তারা প্রতারিত করে না নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকে; অথচ তারা উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের অন্তরে রয়েছে (কপটতার) ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে এ ব্যাধিতে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। আর তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কারণ, তারা মিথ্যে কথা বলতো। আল্লাহ মুনাফিকদের অসৎচরিত্রের বিবরণ ও মুখোশ উন্মোচন করে অন্যত্র বলেন–

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহ তা'য়ালাকে ধোঁকা দিতে চায়। এটাতো কখনো সম্ভব নয়; বরং আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে তাদের প্রতারণার প্রতিফল প্রদান করবেন। তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে লোক প্রদর্শনের জন্যে সালাতে দাঁড়ায়। বাস্তবিকই তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে।

তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

অর্থাৎ, মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে সে আযাবের দিন আপনি তাদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী পাবেন না।

খ. হাদিসের আলোকে মুনাফিকের পরিচয় : হাদিস শরিফে খাঁটি মুনাফিকের ৪টি স্বভাব বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেন, যার মধ্যে চারটি স্বভাব থাকবে, সে খাঁটি মুনাফিক হিসেবে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে এর একটি

স্বভাব থাকবে বুঝতে হবে যে, তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে উহা ত্যাগ না করে। স্বভাব ৪টি হলো–

১. যখন তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হয়, তখন সে তা খিয়ানত করে।

২. যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে।

৩. যখন সে ওয়াদা করে ভঙ্গ করে।

৪. এবং যখন সে কারো সাথে ঝগড়া করে তখন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে। (বুখারি ও মুসলিম)

প্রশ্নালোকে রাসূল (স) মুনাফিককে যৌন-কামাসক্ত ছাগীর সাথে তুলনা করেছেন। রাসূল (স) বলেন, মুনাফিকগণ বেশ্যাছাগীর ন্যায়। কেননা, তারা একবার মুসলমানদের নিকটে আসে বন্ধু সেজে, আরেকবার কাফিরদের নিকটে যায়। তারা যৌন উত্তেজনায় দিশে হারা ছাগীর ন্যায় অস্থির হয়ে যায়।

اَلسُّؤَالُ(٣) : مَنْ كَانَ رَئِيْسُ الْمُنَافِقِيْنَ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟

প্রশ্ন-৩ : রাসূল (স)-এর যুগে মুনাফিকদের নেতা কে ছিলেন

উত্তর : রাসূল (স)-এর যুগে মুনাফিকদের নেতা : রাসূল (স)-এর যুগে মুনাফিক নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। তার মায়ের নাম সালুল। তাকে পিতা ও মাতা উভয়ের দিকে নেসবত করে বলা হয় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল। মহানবী (স) মদিনায় হিজরত করার পূর্বে সে মনে মনে মদিনার নেতা হওয়ার চিন্তা। ভাবনা করেছিলো।

রাসূল (স)-এর আগমনের পর মদিনাবাসী অকপটভাবেই রাসূল (স)-কে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করে নিল। ক্ষমতালোভী আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আন্তরিক কপটতার আশ্রয়ে প্রকাশ্যে মুসলমানদের সাথে মিশে মুসলিম হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিত, আর ভেতরে ভেতরে ইসলামের মূলোৎপাটনের চেষ্টা করতো।

اَلسُّؤَالُ (٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : اَلْمُنَافِقُ، صَلّٰى، حَدَّثَ، اَخْلَفَ، اُؤْتُمِنَ، خَانَ، اٰيَةٌ، خَصْلَةٌ.

প্রশ্ন-৪ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

اَلْمُنَافِقُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহস اسم فاعل বাবে مفاعلة মাসদার اَلْمُنَافَقَةُ মাদ্দাহ ن ف ق জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, কপট বিশ্বাসী, তথা مَنْ يُخْفِى الْكُفْرَ وَيُظْهِرُ الْاِيْمَانَ তথা যে মনে মনে কুফরিকে গোপন রেখে মৌখিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করে।

صَلّٰى : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস ماضى معروف বাবে تفعيل মাসদার اَلتَّصْلِيَةُ মাদ্দাহ خ ل ف জিনসে نَاقِصْ يَائِىْ অর্থ, সে দোয়া করলো, নামায আদায় করলো।

حَدَّثَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাবে تفعيل মাসদার اَلتَّحْدِيْثُ মাদ্দাহ ح د ث জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সে কথা বললো, সে হাদিস বর্ণনা করলো। যেমন বলা হয়, حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللهِ

اَخْلَفَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাবে افعال মাসদার اَلْاِخْلَافُ মাদ্দাহ خ د ف জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সে ভঙ্গ করলো, ওয়াদা খেলাফ করলো। যেমন আল্লাহর বাণী– اِنَّ اللهَ لَايُخْلِفُ الْمِيْعَادُ।

أُوْتُمِنَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস ماضى مجهول اثبات فعل বাবে افتعال মাসদার اَلْاِئْتِمَانُ মাদ্দাহ أ م ن জিনসে مَهْمُوْزٌ فَاءٌ অর্থ, আমানত রাখা হয়, গচ্ছিত রাখা হয়। যেমন– فَلْيُؤَدِّ الَّذِىْ اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ.

اٰيَةٌ : শব্দটি اسم এবং একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে اٰيَاتٌ অর্থ, নিদর্শন, আলামত।

خَصْلَةٌ : শব্দটি اسم এবং একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে خِصَالٌ অর্থ– স্বভাব।

প্রশ্ন-১৬ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ يَهُوْدِيٌّ لِصَاحِبِهٖ اِذْهَبْ بِنَا اِلٰى هٰذَا النَّبِيِّ فَقَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ لَاتَقُلْ نَبِيٌّ اِنَّهٗ لَوْ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهٗ اَرْبَعُ اَعْيُنٍ فَاَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَاهُ عَنْ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوْا بِبَرِيْءٍ اِلٰى ذِىْ سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهٗ وَلَا تَسْحَرُوْا وَلَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوا وَلَا تَقْذِفُوْا مُحْصَنَةً وَلَا تُوَلُّوْا الْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُوْدَ اَنْ لَا تَعْتَدُوْا فِى السَّبْتِ. قَالَ فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالَا نَشْهَدُ اَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ اَنْ تَتَّبِعُوْنِىْ قَالَا اَنْ دَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا رَبَّهٗ اَنْ لَا يَزَالُ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ نَبِيٌّ وَاِنَّا نَخَافُ اِنْ تَبِعْنَاكَ اَنْ يَقْتُلَنَا الْيَهُوْدُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ) [শি. নি. প. ২০০৭]

উত্তর : ভূমিকা : ইসলামের প্রতিটি বিধান মানুষের জন্যে কল্যাণকর। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে যেসব বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে, এগুলো যদি যথার্থভাবে মেনে চলা হয়, তাহলে পার্থিব জীবনে মানুষের শান্তি অবশ্যম্ভাবী।

উৎস : প্রশ্নে উদ্ধৃত হাদিসখানা শায়খ অলিউদ্দিন আল-খতিব রচিত 'মিশকাতুল মাসাবিহ' কিতাবের ঈমান পর্বের اَلْكِبَائِرُ وَعَلَامَاتُ النِّفَاقِ শিরোনামীয় অধ্যায় থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : মহিমান্বিত এ হাদিসটিতে মানব জাতির মহান শিক্ষক মুহাম্মদ (স) কতিপয় নিষিদ্ধ বিষয়াবলির উল্লেখ করেছেন।

অনুবাদ : সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ইহুদি তার সাথিকে বললো, আমাদেরকে এ নবীর নিকট নিয়ে চল। তখন তার সাথি তাকে বললো, তাকে নবী বলো না। কেননা, সে যদি তোমার একথা শুনতে পায় তাহলে অবশ্যই তার চক্ষু চারটি হয়ে যাবে। অর্থাৎ, সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়বে। অতঃপর তারা উভয়জন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করলো এবং তাঁকে মূসা (আ)-এর সুস্পষ্ট নয়টি মু'জেযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না, চুরি করো না, ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না, এমন কোনো প্রাণী হত্যা করবে না আইনের বিধান ব্যতীত যাকে হত্যা করা আল্লাহ তা'য়ালা হারাম করে দিয়েছেন, কোনো নিরাপরাধ লোককে হত্যার উদ্দেশে ক্ষমতাসীন লোকের নিকট নিয়ে যাবে না, জাদু করবে না, সুদ খাবে না, কোনো পুণ্যবতী নারীকে যেনার অপরাধ দেবে না, যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়নের উদ্দেশ্যে পশ্চাদপদ হবে না। বিশেষভাবে ইহুদিরা তোমরা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করবে না।

বর্ণনাকারী সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) বলেন, তারা উভয়জন নবী কারিম (স)-এর দু'হাত ও দু'পায়ে চুমু খেলো এবং বললো, সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্য নবী। তখন তিনি বললেন, তাহলে

আমার অনুসরণের ব্যাপারে তোমাদেরকে কিসে বাধা দিচ্ছে? তারা বললো, নিশ্চয় দাউদ (আ) তাঁর প্রভুর নিকট দোয়া করেছিলেন যেন সর্বদা তাঁর বংশধরদের মধ্য হতে নবী মনোনীত করা হয়। সুতরাং, আমরা আশংকা করছি যে, যদি আমরা আপনার অনুসরণ করি তবে ইহুদিরা আমাদেরকে হত্যা করবে। (এ হাদিসটি ইমাম তিরমিযি, আবু দাউদ ও ইমাম নাসায়ি (র) স্ব-স্ব কিতাবে বর্ণনা করেছেন)।

সমাপনী : মহানবী (স) জনৈক ইহুদির প্রশ্নের জবাবের অন্তরালে কতিপয় নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বস্তুতঃ চুরি করা, ব্যভিচার করা, শিরক করা, জাদু করা, সুদ খাওয়া, নর হত্যা ও কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١) : مَا مَعْنَى الْمُعْجِزَةِ لُغَةً وَ اِصْطِلَاحًا؟

প্রশ্ন-১ : اَلْمُعْجِزَةُ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?

উত্তর : اَلْمُعْجِزَةُ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : مُعْجِزَةٌ শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ থেকে اِسْمِ فَاعِلٌ-এর সিগাহ। আভিধানিক অর্থ–

১. অক্ষমকারী। ২. আল-মু'জামুল ওয়াসিত গ্রন্থে শাব্দিক অর্থ করা হয়েছে, مَا يَعْجِزُ الْبَشَرُ اَنْ يَاْتُوْا بِمِثْلِهٖ

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. পরিভাষায় মু'জেযা হলো, هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَظْهَرُ مِنَ النَّبِيِّ بَعْدَ النُّبُوَّةِ

অর্থাৎ, নবী (স) হতে নবুওয়াতের পর যেসব অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশিত হয়, তাই মু'জেযা।

২. আল-মু'জামুল ওয়াসিত প্রণেতা মু'জেযার সংজ্ঞায় বলেন–

هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَظْهَرُهُ اللّٰهُ عَلٰى يَدِ نَبِيٍّ تَاْئِيْدًا لِلنُّبُوَّةِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ কর্তৃক প্রকৃতি বিরোধী কোনো কাজ নবীর মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া যা নবুওয়াতের সাহায্যার্থে প্রকাশ পায়, তাকে মু'জেযা বলে।

৩. কারো মতে, هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يُعْجِزُ الْاِنْسَانُ اَنْ يَاْتِيَ بِمِثْلِهٖ

اَلسُّؤَالُ(٢) : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ السِّحْرِ وَالْمُعْجِزَةِ؟

প্রশ্ন-২ : জাদু ও মু'জেযার মধ্যকার পার্থক্য কী?

উত্তর : জাদু ও মু'জেযার মধ্যকার পার্থক্য :

জাদু ও মু'জেযাতে অনেক পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো–

১. জাদু সম্পূর্ণ হারাম এবং কবিরা গুনাহ, পক্ষান্তরে মু'জেযা আল্লাহর কুদরতে নবীদের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

২. মু'জেযার ব্যাপার সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ন্ত্রণে, নবীদের ইচ্ছাধীন নয়। সুতরাং, এটা শিখে অর্জন করা যায় না। কিন্তু জাদু বিদ্যা কারো থেকে শিখতে হয়।

৩. নবীগণ মু'জেযা প্রকাশের পূর্বে মু'জেযার অবস্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে মোটেই অবগত থাকেন না। কিন্তু জাদুকর তার জাদু প্রকাশিত হবার পূর্বেই জাদুর অবস্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে থাকেন।

৪. আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত এটমবোমার মোকাবিলা যেমন এটমবোমা দিয়ে করা যায়। একজনের জাদু দ্বারা অপরের জাদুকে নষ্ট করে দেয়া যায়। কিন্তু নবীদের মু'জেযার মোকাবিলা কেয়ামত পর্যন্ত কেউ করতে পারবে না।

৫. মু'জেযার জন্যে কোনো স্থান বা কাল নির্দিষ্ট নেই। আল্লাহ তা'য়ালা যখন ইচ্ছা করেন নবীদের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু জাদুর জন্যে এমন কিছু সময় বা স্থান আছে, যা ছাড়া জাদু কার্যকর হয় না। এটা অনেক সময় রাশিচক্রের ওপরও নির্ভর করে থাকে।

প্রশ্ন-৩ : মহানবী (স)-এর বাণী, اِلَّا بِحَقِّ -এর উদ্দেশ্য কী? **اَلسُّؤَالُ(٣) : مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : اِلَّا بِحَقِّ؟**

উত্তর : اِلَّا بِحَقِّ-এর উদ্দেশ্য : মহানবী (স)-এর উক্ত বাণীর মর্মার্থ হলো, কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা কবিরা গুনাহ এবং প্রকাশ্য জুলুম। তবে হ্যাঁ! অনেক সময় শরিয়ত সম্মতভাবে হত্যা করা যায়, তখন সে হত্যা কবিরা গুনাহ হবে না। যেমন কেউ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, তবে ইসলামি আদালতে তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে, তথা তাকেও হত্যা করা হবে।

এমনিভাবে যদি কেউ ব্যভিচার করে, তবে ইসলামি আদালতে তাকে ব্যভিচারের কারণে "রজম" দণ্ডবিধি গ্রহণ করতে হবে। এটা হচ্ছে ইসলামের হক। যেমন মহানবী (স) অন্যত্র বলেছেন–

فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ.

প্রশ্ন-৪ : اَلرِّبٰوا-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? **اَلسُّؤَالُ(٤): مَا هُوَ الرِّبٰوا لُغَةً وَ اِصْطِلَاحًا ؟**

উত্তর : اَلرِّبٰوا পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : اَلرِّبٰوا-এর আভিধানিক অর্থ– اَلْفَضْلُ وَالزِّيَادَةُ তথা বেড়ে যাওয়া ও অতিরিক্ত হওয়া। যেমন বলা হয়, رَبَى الْمَالُ اِذَا زَادَ অর্থাৎ, সম্পদ যখন বেড়ে যায়, তখন رَبَى الْمَالُ বলা হয়।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : رِبٰوا-এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে–

১. ইবনুল আছিরের মতে, هُوَ الزِّيَادَةُ فِىْ اَصْلِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ تَبَايُعٍ
অর্থাৎ, চুক্তির বাইরে মূল মালের ওপর যা অতিরিক্ত হয়, তাই রিবা।

২. ইবনে কুদামার মতে, هُوَ الزِّيَادَةُ فِىْ اَشْيَاءٍ مَخْصُوْصَةٍ
অর্থাৎ, বিশেষ মাল তথা মূল্যমানযোগ্য মালের লেন-দেনের অতিরিক্ত অংশই রিবা।

৩. ওমদাতুল কারী গ্রন্থকার বলেন, هُوَ فَضْلُ مَالٍ بِلَا عِوَضٍ فِىْ مُعَارَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ
অর্থাৎ, মালের লেন-দেনে বিনিময় ছাড়া অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে রিবা বলে।

৪. আল-মু'জামুল ফিক্হ গ্রন্থকার বলেন, هُوَ فَضْلُ مَالٍ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ
অর্থাৎ, বিনিময়মুক্ত অতিরিক্তকে রিবা বলে।

প্রশ্ন-৫ : اَلشِّرْكُ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? **اَلسُّؤَالُ(٥) : مَا هُوَ الشِّرْكُ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟**

উত্তর : اَلشِّرْكُ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : شِرْكٌ শব্দটি মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. اَلنَّصِيْبُ তথা অংশ। যেমন বলা হয় جَعَلَ الشَّرِيْكَ فِى الْاَمْرِ অর্থাৎ, সে কাজে অংশীদার হয়েছে।

২. সংযুক্তি বা জুড়ে দেয়া। যেমন আল্লাহর যাত ও সিফাতের সাথে কোনো প্রকার অংশীদার জুড়ে দেয়া। পবিত্র কুরআনের ভাষায়, لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. ডঃ ইবরাহিম বলেন, اَلشِّرْكُ هُوَ الْاِعْتِقَادُ لِتَعَدُّدِ الْاِلٰهِ
অর্থাৎ, আল্লাহর এককত্বে কোনো সংখ্যা সংযুক্তির বিশ্বাস পোষণই শিরক।

২. অধিকাংশ আলেমের মতে, هُوَ اِشْتِرَاكُ شَيْءٍ بِاللهِ اَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللهِ اَوْ بِفِعْلٍ مِنْ اَفْعَالِ اللهِ
অর্থাৎ, কোনো বিষয়কে আল্লাহর সত্তা, গুণ বা কর্মের সাথে অংশীদার হিসেবে গণ্য করাকে شِرْكٌ বলে।

৩. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থ প্রণেতার মতে, اَلشِّرْكُ هُوَ اِعْتِقَادُ تَعَدُّدِ الْاِلٰهِ
অর্থাৎ, আল্লাহর اُلُوْهِيَّةٌ-এর মধ্যে কোনো সংখ্যা সংযুক্তির বিশ্বাস স্থাপনই হলো شِرْكٌ।

৪. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন, هُوَ اِشْرَاكُ شَيْءٍ بِاللهِ اَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللهِ اَوْ بِفِعْلٍ مِنْ اَفْعَالِ اللهِ
অর্থাৎ, কোনো বস্তুকে মহান আল্লাহর সত্তা, গুণ অথবা তাঁর কোনো কর্মের সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে شِرْكٌ বলে।

■ شِرْكٌ-এর প্রকারভেদ : تَشْبِيْهٌ-এর দিক থেকে شِرْكٌ তিন প্রকার। যথা–

১. اَلشِّرْكُ بِالذَّاتِ তথা সরাসরি আল্লাহর সাথে শিরক করা।

২. اَلشِّرْكُ بِالصِّفَاتِ তথা আল্লাহর গুণের সাথে শিরক করা। যেমন– কাউকে খাদ্য দাতা, শাস্তিদাতা ইত্যাদি মনে করা।

৩. اَلشِّرْكُ فِى الْعَمَلِ তথা কর্মের ক্ষেত্রে শিরক করা। যেমন– নিজ কর্মদক্ষতায় কাজটি সম্পাদন হয়েছে। এতে আল্লাহর কোনো শক্তি নেই, এরূপ মনে করা।

কেউ কেউ ক্ষমা ও পরিমাণগত দিক থেকে شِرْكٌ-কে দুভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

১. شِرْكٌ اَكْبَرْ তথা বড় শিরক যা তওবা ছাড়া মাফ হয় না। যেমন– আল্লাহর যাত বা সিফাতের সাথে শিরক করা।

২. شِرْكٌ اَصْغَرْ তথা ছোট শিরক। যা তওবা ছাড়া মাফ হয়। যেমন– আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা। যেমন– মহানবীর উক্তি, مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ اَشْرَكَ

মূলতঃ শিরকের মাঝে স্তরগত পার্থক্য থাকলেও সব শিরকই সমান। কেননা, সবধরনের শিরকই হারাম ও কবিরা গুনাহ। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী, اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرِكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

اَلسُّؤَالُ (٦) : حَقِّقِ اَلْكَلِمَاتِ : اٰيَاتٌ، بَيِّنَاتٌ، لَاتُشْرِكُوْا، لَاتَقْتُلُوْا، لَاتَقْذِفُوْا، لَاتَعْتَدُوْا، يَمْنَعُكَ، تَخَافُ.

প্রশ্ন-৬ : শব্দ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

اٰيَاتٌ : বহুবচনের শব্দ, একবচনে اٰيَةٌ অর্থ, আয়াতসমূহ, নিদর্শনসমূহ, বিধানসমূহ।

بَيِّنَاتٌ : এটি বহুবচন। একবচনে بَيِّنَةٌ, শব্দটির শেষের ة বর্ণটি মর্মার্থের আধিক্য ও কাঠিন্য বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি بيانٌ শব্দ থেকে গঠিত اِسْمِ فَاعِلْ مُبَالَغَةٌ-এর সিগাহ। এর অর্থ, সুস্পষ্ট বিষয় বা বস্তু।

لَاتُشْرِكُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস نَهْيٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাবে افعال মাসদার اَلْاِشْرَاكُ মাদ্দাহ ش ر ك জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তোমরা অংশীদারস্থাপন করো না।

لَاتَقْتُلُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস نهى حاضر مفروف বাবে نصر মাসদার اَلْقَتْلُ মাদ্দাহ ق ت ل জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তোমরা হত্যা করো না। কুরআনের বাণী, وَلَاتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ।

لَاتَقْذِفُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস نَفْيٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাবে ضرب মাসদার القذف মাদ্দাহ ق ذ ف জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তোমরা অপবাদ দিওনা।

لَاتَعْتَدُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস نَفْيٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাবে افتعال মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মাদ্দাহ ع د و জিনসে ناقص واوي অর্থ, তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। যেমন আল্লাহর বাণী–

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا.

يَمْنَعُكَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে فتحٌ মাসদার اَلْمَنْعُ মাদ্দাহ م ن ع জিনসে صَحِيْحٌ এখানে ك হলো ضمير منصوب متصل অর্থ, তোমাদেরকে বাঁধা দিয়েছে। যেমন, আল্লাহর বাণী وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

نَخَافُ : সিগাহ جَمْعٌ مُتَكَلِّمٌ বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে سمع মাসদার اَلْخَوْفُ মাদ্দাহ خ و ف জিনসে اجوف واوي অর্থ, আমরা ভয় করি। যেমন– اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا

প্রশ্ন-১৭ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ، ثُمَّ يَقُوْلُ فِطْرَةَ اللهِ اَلَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ. –مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

উত্তর : ভূমিকা : ইসলাম প্রতিটি মানুষের স্বভাবপ্রসূত ও জন্মগত ধর্ম। কিন্তু জন্মের পর এ পংকিলময় পৃথিবীর বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে মানুষ ইসলাম থেকে দূরে গিয়ে মানব রচিত মতবাদের গোলক ধাঁধায় নিপতিত হয়।

উৎস : মানবতার মুক্তিদূত মহানবী (স)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত অমীয় হাদিসখানা 'মিশকাতুল মাসাবিহ'-এর অন্তর্গত كِتَابُ الْاِيْمَانْ-এর অন্তর্গত بَابُ الْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ থেকে চয়িত।

প্রসঙ্গ : এ হাদিসে মানব সন্তান ইসলামি ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করা এবং পিতা-মাতার চরিত্রে সন্তানের চরিত্র গড়ে ওঠা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অনুবাদ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, প্রতিটি সন্তান ইসলামি যোগ্যতার ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাদের পিতা-মাতা তথা অভিভাবকগণ তাদেরকে ইহুদি, নাসারা ও অগ্নি উপাসকে পরিণত করে। যেমন কোনো পশু একটি পূর্ণাঙ্গ পশুই প্রসব করে থাকে। তাদের কোনোটিকে কি তোমরা কানকাটা তথা অঙ্গহীন পেয়েছ?

অতঃপর তিনি বাস্তবতার প্রমাণ হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ ......الخ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ফিতরাতের ওপর তথা ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতা দিয়েই সকলকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই হচ্ছে মজবুত দ্বীন।– বুখারি ও মুসলিম।

সমাপনী : ইসলাম যেহেতু মানুষের জন্মগত ধর্ম। সুতরাং প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার রক্ষার্থে চাই সুন্দর পরিবেশ। প্রকৃত স্বভাব বিকাশে চাই যথার্থ প্রশিক্ষণ।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١) : إِشْرَحْ قَوْلَهٗ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ «كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بِهِيْمَةً جَمْعَاءَ».

প্রশ্ন-১ : রাসূলের বাণী, كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بِهِيْمَةً جَمْعَاءَ-এর মর্মার্থ বর্ণনা করুন।

উত্তর : كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بِهِيْمَةً جَمْعَاءَ-এর মর্মার্থ : রাসূলের বাণী, كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بِهِيْمَةً جَمْعَاءَ-এর মর্মার্থ হচ্ছে, প্রাণী যেমনিভাবে তার বাচ্চাকে অত্যন্ত ত্রুটিমুক্তভাবে প্রসব করে থাকে, কিন্তু পরিবেশ বা মানুষের লালন-পালনের দোষের কারণে পরবর্তীতে সেটি ত্রুটিযুক্ত বা খারাপ হয়ে যায়। মাতা -পিতাও তেমনি তাদের সন্তানকে নিষ্পাপরূপে জন্ম দেয় এবং জন্মগ্রহণের সময় তারা ইসলামি ফিতরাতের ওপরই জন্মগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে পিতা-মাতার ধর্মীয় প্রভাবে তারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে।

اَلسُّؤَالُ (٢) : مَا مَعْنَى الْفِطْرَةِ؟ وَمَا الْمُرَادُ بِالْفِطْرَةِ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ؟

প্রশ্ন-২ : فِطْرَةٌ কাকে বলে? এ হাদিসে فِطْرَةٌ দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

উত্তর : فِطْرَةٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : فِطْرَةٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। আভিধানিক দিক থেকে এর শাব্দিক অর্থ নিম্নরূপ।

১. اَلْاَخْلَاقُ তথা স্বভাব। যেমন– فِطْرَةُ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

২. اَلْخَلْقُ তথা সৃষ্টি করা। যেমন– فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ

৩. اَلطَّرِيْقَةُ তথা পন্থা বা রীতি। যেমন বলা হয়– فِطْرَةُ الْاَنْبِيَاءِ

৪. اَلْقَطْعُ তথা কেটে ফেলা। যেমন– اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ

৫. اَلْاِسْلَامُ তথা ইসলাম ধর্ম।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. আল্লামা আবু হাবিব (র) বলেন, اَلْفِطْرَةُ اَلْخَلِيْقَةُ الَّتِيْ يَكُوْنَ عَلَيْهَا كُلُّ مَوْجُوْدٍ اَوَّلَ خَلْقِهٖ

অর্থাৎ, প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বের প্রারম্ভিকতাকে যে স্বভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তাই ফিতরাত।

২. আল্লামা আলুসি (র) বলেন, هِيَ الطَّبِيْعَةُ السَّلِيْمَةُ الَّتِيْ لَمْ تُشَبْ بِعَيْبٍ

অর্থাৎ, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যপূর্ণ কদর্যহীন সুস্থ প্রবৃত্তিই فِطْرَةٌ।

৩. কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেন, মানুষের সেই প্রতিজ্ঞা যা اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ প্রশ্নের জবাবে মানুষ বলেছিল।

৪. কেউ কেউ বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানব সন্তানের প্রাথমিক নিরপেক্ষ অবস্থাকেই فِطْرَةٌ বলে।

৫. কেউ কেউ বলেন, মানুষের ঐ বিবেক-বুদ্ধিকেই فِطْرَةٌ বলে যা নিয়ে প্রত্যেক মানব সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

আলোচ্য হাদিসে ফিতরাত দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদিসে উল্লিখিত فِطْرَةٌ দ্বারা প্রথম মতটিই অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতা ও ক্ষমতার কথা বুঝানো হয়েছে।

اَلسُّؤَالُ(٣) : عَلِّقْ عَلٰى سِيْرَةِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

প্রশ্ন-৩ : আবু হুরায়রা (রা)-এর জীবনী লিখুন।

উত্তর : নাম ও পরিচিতি : আবু হুরায়রা (রা)-এর নাম সম্পর্কে ৩৫টিরও বেশি অভিমত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে– অন্ধকার যুগে তাঁর নাম ছিল আবদে শামস ও আবদে আমর। ইসলাম

গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয়, আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। তাঁর উপনাম আবু হুরায়রা, পিতার নাম সাখর ও মাতার নাম মাইমুনা। তিনি اَهْلُ الصُّفَّةِ-এর অন্যতম সদস্য ছিলেন।

আবু হুরায়রা নামে প্রসিদ্ধির কারণ :
আবু হুরায়রা একদা বিড়ালছানা নিয়ে রাসূলের কাছে এলে তিনি তাকে কৌতুক করে বললেন, يَا اَبَا هُرَيْرَةَ (হে বিড়াল ছানার মালিক!) তখন থেকেই তিনি এ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : আবু হুরায়রা (রা) ৭ম হিজরিতে খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে ইসলাম কবুল করেন। তিনি সর্বদা নবির দরবারে মসজিদে নববিতে পড়ে থাকতেন।

হাদিস বর্ণনা : রাসূলের দোয়ার বরকতে তিনি সর্বাধিক হাদিস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি। তন্মধ্যে مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ হাদিসের সংখ্যা ৩২৫টি। তাঁর নিকট হতে আটশ-এর অধিক সাহাবি ও তাবেয়ি হাদিস বর্ণনা করেন।

ইন্তেকাল : তিনি ৫৭ মতান্তরে ৫৮ কিংবা ৫৯ হিজরি সনে ৭৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

اَلسُّؤَالُ (٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : فِطْرَةٌ، جَدْعَاء، قَيِّمٌ، مَوْلُوْدٌ، يُنَصِّرَانِهِ، الدِّيْنُ، يُوْلَدُ، تُنْتَجُ.

প্রশ্ন-৪ : শব্দ বিশ্লেষণ করুন।
উত্তর : শব্দ বিশ্লেষণ করা হলো।

فِطْرَةٌ : শব্দটি اسم جامد একবচনে, বহুবচনে فِطَرٌ শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, اَلْاِخْتِرَاعُ তথা আবিষ্কার করা। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ-এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে, اَلطَّبِيْعَةُ-স্বভাব। যেমন- গ্রন্থকার বলেন- اَلْمُنْجِدُ اَلْفِطْرَةُ هِيَ الصِّفَةُ الَّتِيْ يَتَّصِفُ بِهَا كُلُّ مَوْلُوْدٍ

جَدْعَاء : শব্দটি جدع-এর স্ত্রীলিঙ্গ, এর শাব্দিক অর্থ, নাক কাটা, কান কাটা, অঙ্গহীন প্রাণী, বিকলাঙ্গ প্রাণী। মাদ্দাহ ج د ع জিনসে صَحِيْحٌ।

قَيِّمٌ : শব্দটি فيعل ওযনে صفت مشبه এর সিগাহ। মূল অক্ষর ق و م জিনসে اجوف واوى, অর্থ, মজবুত, সুদৃঢ়।

مَوْلُوْدٌ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহস اِسْمُ مَفْعُوْلٍ বাবে ضرب মাসদার اَلْوِلَادَةُ মাদ্দাহ و ل د জিনসে مِثَالٌ وَاوِيٌّ অর্থ, জন্মপ্রাপ্ত সন্তান।

يُنَصِّرَانِهِ : বর্ণটি ضمير مرفوع منفصل আর يُنَصِّرَان সিগাহ تثنيه مذكر غائب বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে تفعيل মাসদার التنصير মাদ্দাহ ن ص ر জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তারা উভয়ে নাসারা বানিয়ে দেয়।

اَلدِّيْنُ : শব্দটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে اَلْاَدْيَانُ অর্থ, ধর্ম, জীবনব্যবস্থা।

يُوْلَدُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস مضارع مجهول বাবে ضرب মাসদার اَلْوِلَادَةُ মাদ্দাহ و ل د জিনসে مِثَالٌ وَاوِيٌّ অর্থ, সে জন্মগ্রহণ করে।

تُنْتَجُ : সিগাহ واحد مؤنث غائب বহস مضارع معروف বাবে افعال মাসদার اَلْاِنْتَاجُ মাদ্দাহ ن ت ج জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সে প্রসব করে, বাচ্চা জন্ম দেয়।

প্রশ্ন-১৮ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

উত্তর : ভূমিকা : মানব রচিত কোনো মতবাদ নয়– আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত জীবন বিধানই মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের একমাত্র গ্যারান্টি। পক্ষান্তরে, আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর জীবন বিধানের বাইরে কোনো কিছু নতুন করে আবিষ্কার করার নামই ভ্রষ্টতা ও কুসংস্কার।

উৎস : মানবতার মুক্তিদূত মহানবী (স)-এর অমীয় বাণীটুকু সুপ্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ "মিশকাতুল মাসাবিহ"-এর ঈমান পর্বের بَابُ الْاِعْتِصَامُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ থেকে চয়িত।

প্রসঙ্গ : পেশকৃত পবিত্র হাদিসে মানবতার পথ নির্দেশিকা হিসেবে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে রাসূল (স)-এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে দ্বীনের মধ্যে ভেজাল সৃষ্টি থেকে বারণ করা হয়েছে।

প্রথম হাদিসের অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবি জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মহানবী (স) কোনো এক ভাষণে ইরশাদ করেছেন, اَمَّا بَعْدُ (অর্থাৎ, হামদ সালাতের পরে কথা হলো) সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে, আল্লাহর বাণী। আর সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে মুহাম্মদ (স)-এর আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে, দ্বীনের মধ্যে সৃষ্টি কোনো নতুন বিধান। আর প্রত্যেক বিদ'য়াত তথা দ্বীনের মধ্যে নতুন বিধান হলো পথভ্রষ্টতা। (মুসলিম)

দ্বিতীয় হাদিসের অনুবাদ : আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন। যারা আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কোনো বিষয় প্রবর্তন করবে, যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। তা প্রত্যাখ্যাত হবে। –সহিহ বুখারি ও মুসলিম।

যবনিকা : আজকের এ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির সন্ধান পেতে হলে আল্লাহর দেয়া ও রাসূল (স)-এর প্রদর্শিত পথের বিকল্প নেই। তাই দুনিয়ার জীবনে শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে দ্বীন ইসলামের পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١) : عَرِّفِ الْبِدْعَةَ ثُمَّ بَيِّنْ اَقْسَامَ الْبِدْعَةِ؟ بَيَانًا تَامًّا.

প্রশ্ন-১ : بِدْعَةٌ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞাসহ প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

উত্তর : بِدْعَةٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : بِدْعَةٌ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– মডেলবিহীন কিছু তৈরি করা, নব আবিষ্কার, নতুনভাবে তৈরি করা (To make without any model)। এজন্যে আল্লাহ তা'য়ালাকে بَدِيْعٌ বলা হয়। لِاَنَّهٗ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِغَيْرِ نُمُوْذَجٍ وَمِثَالٍ.

কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে, بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. ইমাম শাফেয়ি (র)-এর মতে, اَلْبِدْعَةُ هِيَ مَا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْاَثَرَ وَالْاِجْمَاعَ

অর্থাৎ, বিদ'য়াত এমন নব প্রবর্তিত কাজকে বলা হয়, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মধ্যে যার কোনো নজির নেই।

২. কারো কারো মতে, هُوَ اِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ

অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর যুগে যা ছিল না, তার অভিনব আবিষ্কারকে بِدْعَةٌ বলে।

৩. ইমাম নববী (র)-এর মতে, اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ

অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠিত বিষয় যার পূর্বে কোনো নজির নেই, এমন করাকে بِدْعَةٌ বলা হয়।

بِدْعَةٌ-এর প্রকারভেদ : নিহায়া গ্রন্থকারের মতে, বিদ'য়াত দুপ্রকার। যথা–

ক. اَلْبِدْعَةُ الْحَسَنَةُ, এটাকে بِدْعَةٌ هُدٰى ও বলা হয়।

খ. اَلْبِدْعَةُ السَّيِّئَةُ, এটাকে بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ ও বলা হয়।

আল্লামা عِزُّ الدِّيْنِ (র) বলেছেন, বিদ'য়াত পাঁচ প্রকার। যথা–

ক. اَلْبِدْعَةُ الْوَاجِبَةُ, যেমন কুরআনের ভাষা উপলব্ধি করার জন্যে নাহুশাস্ত্র শিক্ষা করা একটি بِدْعَةٍ وَاجِبَةٌ।

খ. اَلْبِدْعَةُ الْمُحَرَّمَةُ, যেমন জাবরিয়া ও কাদরিয়াদের মতাদর্শ ইত্যাদি।

গ. اَلْبِدْعَةُ الْمَنْدُوْبَةُ, যেমন মাদরাসা, স্বতন্ত্র গৃহ নির্মাণ করা।

ঘ. اَلْبِدْعَةُ الْمَكْرُوْهَةُ, যেমন মসজিদে অতিরিক্ত কারুকার্য করা।

ঙ. اَلْبِدْعَةُ الْمُبَاحَةُ, যেমন খাওয়ার মধ্যে রসনা প্রাচুর্য করা।

اَلسُّؤَالُ(٢) : مَا مَعْنٰى قَوْلِهٖ ﷺ : «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»؟

প্রশ্ন-২ : كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ-এর মর্মার্থ কী?

উত্তর : كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ-এর মর্মার্থ : كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ-এর মর্মার্থ হচ্ছে– ইসলামের মধ্যে এমন বিধান প্রবর্তন করা, যার অনুমোদন কুরআন-হাদিস দ্বারা পাওয়া যায় না তথা قُرُوْنِ ثَلَاثَةٌ-এর মধ্যে যার কোনো অস্তিত্ব নেই। রাসূল (স) বিদ'য়াত প্রসঙ্গে বলেছেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ অর্থাৎ প্রত্যেক বিদ'য়াতই পথভ্রষ্টতা। মুহাদ্দিসিনে কিরাম বিদ'য়াতকে দুভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

১. اَلْبِدْعَةُ الْحَسَنَةُ: যে বিদ'য়াত কুরআন ও হাদিসের বিনাশ সাধনকারী নয়; বরং কুরআন ও হাদিসের পরিপূরক এবং ইসলামের স্বপক্ষে হয়ে থাকে, তাকেই بِدْعَةٍ حَسَنَةٌ বলে। ইহা ইসলাম অনুমোদিত। যেমন– মাদরাসা গৃহ প্রতিষ্ঠা করা। এ প্রকার বিদ'য়াতের ব্যাপারে নবী কারিম (স) বলেছেন, مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

২. اَلْبِدْعَةُ السَّيِّئَةُ : যা কুরআন ও হাদিসের নীতিমালা বিনাশ সাধনকারী। মূলত এ প্রকার বিদ'য়াতই হলো গোমরাহি। সুতরাং নবী কারিম (স)-এর বাণী, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ-এর অর্থ হচ্ছে– كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ضَلَالَةٌ এ দিকে ইংগিত করেই অন্যত্র বলা হয়েছে–

١. مِنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. ٢. مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

اَلسُّؤَالُ (٣) : مَاذَا وَقَعَ مَحَلًّا «خَيْرُ الْهَدْيِ»؟ وَمَا الْمُرَادُ بَالْهَدْيِ؟

প্রশ্ন-৩ : خَيْرُ الْهَدْيِ-এর মহল্লে ই'রাব কি? اَلْهَدْيُ দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

উত্তর : خَيْرَ الْهَدْيِ-এর মহল্লে ই'রাব : উল্লেখ্য, خَيْرَ الْهَدْيِ পদটি তৎপূর্ববর্তী فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ উক্তিটির মধ্যস্থিত اِنَّ অব্যয়টির ইলম خَيْرَ الْحَدِيْثِ শব্দের ওপর عَطْف হয়েছে। অতএব, خَيْرَ الْهَدْيِ পদটি مَحَلُّ النَّصْبِ এ পতিত হয়েছে।

☐ اَلْهَدْيِ-এর অর্থ : هَدْيٌ-এর আভিধানিক অর্থ, পথ প্রদর্শন, উৎসর্গকরণ, জীবন-বিধান। শরিয়তের পরিভাষায়, রাসূল (স) মানব কল্যাণের জন্যে পবিত্র কুরআনের আলোকে জীবন বিধান স্বীয় কর্ম-কাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিফলিত করে গিয়েছেন, তাকেই اَلْهَدْيُ বলে।

☐ اَلْهَدْيِ-দ্বারা উদ্দেশ্য : বক্ষ্যমাণ হাদিসে اَلْهَدْيُ দ্বারা সেই নিষ্কলুষ ও স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত জীবন-বিধান উদ্দেশ্য, যা রাসূল (স) তার প্রাত্যহিক কর্ম-কাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিফলিত করে গিয়েছেন।

اَلسُّؤَالُ(٤) : اُكْتُبْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضي الله عنه.

প্রশ্ন-৪ : জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখুন।

উত্তর : জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর জীবনী :

নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম জাবের, উপনাম আবু আবদিল্লাহ, পিতার নাম আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস। তিনি সুলামি বংশোদ্ভূত একজন প্রখ্যাত আনসার সাহাবি ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ : জাবের (রা) প্রথম আকাবায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কেননা প্রকাশ্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি প্রথম আকাবায় সাত জনের একজন ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ১৮ বছর বয়সে তাঁর পিতাসহ দ্বিতীয় আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

জিহাদে অংশগ্রহণ : উহুদসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। মিশকাতের বর্ণনা মতে, তিনি মোট ১৮টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

বসবাস : তিনি মদিনা মুনাওয়ারা হতে সিরিয়া গমন করেন এবং তথা হতে মিসরে চলে যান। মিসর এবং সিরিয়াতেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

গুণাবলি : রাসূল (স)-এর মুজাসসাম নমুনা ছিলেন জাবের (র)। আলি (রা) ও মুয়াবিয়া (র)-এর দ্বন্দ্বে তিনি আলি (রা)-এর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। হাজ্জাজ সালাতের সময়ের রদবদল করলে তিনি তার প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। মসজিদে নববি থেকে তাঁর বাড়ি এক মাইল দূরে হওয়া সত্ত্বেও পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামায়াতে আদায় করতেন। নবী করিম (স) একাধিকবার তাঁর জন্য দোয়া করেন।

হাদিস বর্ণনা : আল্লামা কিরমানি ও আইনি (র) বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১৫৪০টি। হাদিস সংগ্রাম তিনি মিসর ও সিরিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন।

ইন্তেকাল : জাবের (রা) শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান এবং ৯৪ বছর বয়সে আবদুল মালেকের খেলাফত আমলে ৭৪ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

اَلسُّؤَالُ (٥) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : حَدِيْثٌ، اَلْاُمُوْرُ، مُحْدَثَاتٌ، هَدْىٌ، ضَلَالَةٌ، شَرٌّ، خَيْرٌ، مُحَمَّدٌ.

প্রশ্ন-৫ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

حَدِيْثٌ : শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, নতুন (ঘবা), যেমন বলা হয়, حَدِيْثُ عَهْدِ الْاِسْلَامِ কথা, সংবাদ (News)। যেমন আল্লাহর বাণী, مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا

মূলত কথাকে حديث বলা হয় এজন্যে, যেহেতু মানুষের প্রতিটি কথাই নতুন করে মুখ থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে। শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَحَادِيْثُ ব্যবহৃত হয়।

اَلْاُمُوْرُ : শব্দটি امر-এর বহুবচন। অর্থ, কাজ বা বিষয়সমূহ।

مُحْدَثَاتٌ : শব্দটি বাবে افعال হতে اِسْمُ مَفْعُوْلٍ-এর جمع مؤنث -এর সিগাহ। মাসদার اَلْاِحْدَاثُ মাদ্দাহ ح د ث জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, নতুন আবিষ্কৃত বিষয়।

هَدْيٌ : শব্দটি বাবে ضرب-এর মাসদার। মাদ্দাহ ه د ي জিনসে ناقص يائي অর্থ, পথ প্রদর্শন।

ضَلَالَةٌ : শব্দটি বাবে ضرب-এর মাসদার। মাদ্দাহ ل ل ض জিনসে مُضَاعَفٌ ثُلَاثِيٌّ অর্থ, পথভ্রষ্টতা, (Misguide) গোমরাহি।

شَرٌّ : শব্দটি اسم একবচন, বহুবচনে شُرُوْرٌ ব্যবহার হয়। অর্থ, মন্দ।

خَيْرٌ : শব্দটি মূলে ছিল اخير সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহস اسم تفضيل বাবে ضرب মাসদার خَيْرٌ মাদ্দাহ خ ى ر জিনসে اجوف يائى অর্থ, সর্বোত্তম।

مُحَمَّدٌ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহস إِسْمُ مَفْعُوْلٍ বাবে تفعيل মাসদার التحميد মাদ্দাহ د م ح জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, প্রশংসিত।

প্রশ্ন-১৯ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ اَحْيٰى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِيْ قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِيْ فَاِنَّ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَايَرْضَاهَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلَ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَايَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

উত্তর : ভূমিকা : যুগে যুগে ইসলামের মূল রূপরেখা বিকৃত হয়ে যাওয়ার একটি অন্যতম কারণ হলো বিদ'য়াতের প্রচলন। বিদ'য়াত মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়। ইসলাম ও বিদ'য়াত একত্রে থাকতে পারে না।

উৎস : আলোচ্য বিখ্যাত হাদিসটি হাদিস গ্রন্থ 'মিশকাতুল মাসাবিহ'-এর ঈমান পর্বের بَابُ الْاِعْتِصَامُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে বিদ'য়াতের অপকারিতা এবং সুন্নতে রাসূল (স)-কে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

হাদিসের অনুবাদ : বেলাল ইবনে হারেছ আল-মুযনি (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নত হতে কোনো সুন্নতকে উজ্জীবিত করবে, যা আমার অবর্তমানে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তার আমলনামায় সেই পরিমাণ সওয়াব লেখা হবে, যে পরিমাণ সওয়াব ঐ সুন্নত অনুযায়ী আমলকারি পাবে। এজন্যে আমলকারিদের সওয়াব হতে বিন্দু মাত্র কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি এমন কোনো বিদ'য়াত সৃষ্টি করবে, যে ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স) সন্তুষ্ট নয়, তাঁর ওপরে ঠিক তদ্রূপই গুনাহ হবে, যে রকম গুনাহ ঐ বিদ'য়াত অনুযায়ী আমলকারিদের ওপর পতিত হবে। আর তাদের গুনাহ থেকে বিন্দুমাত্র কমানো হবে না।

মন্তব্য : বর্তমান নব্য জাহিলিয়াতের যুগে বিভিন্ন বিদ'য়াত ও কুসংস্কারের সয়লাবে রাসূল (স)-এর সঠিক সুন্নত বিকৃত হতে চলছে। এ প্রেক্ষাপটে উক্ত হাদিসের বাস্তব চর্চাই দ্বীনের অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

سُوَالُ(١) : مَا مَعْنَى الْبِدْعَةِ؟ ثُمَّ بَيِّنْ اَقْسَامَهَا.

প্রশ্ন-১ : بِدْعَةٌ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞাসহ প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

উত্তর : بِدْعَةٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : بِدْعَةٌ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– মডেলবিহীন কিছু তৈরি করা, নব আবিষ্কার, নতুনভাবে তৈরি করা (To make without any model)। এজন্যে আল্লাহ তা'য়ালাকে بَدِيْعٌ বলা হয়। لِاَنَّهٗ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِغَيْرِ نُمُوْذَجٍ وَمِثَالٍ

কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে, بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ।

খ. **পারিভাষিক সংজ্ঞা :**

১. ইমাম শাফেয়ি (র)-এর মতে, اَلْبِدْعَةُ هِيَ مَا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْاَثَرَ وَالْاِجْمَاعَ. অর্থাৎ, বিদ'য়াত এমন নব প্রবর্তিত কাজকে বলা হয়, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মধ্যে যার কোনো নজির নেই।

২. কারো কারো মতে, هُوَ اِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ.

অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর যুগে যা ছিলো না, তার অভিনব আবিষ্কারকে بِدْعَةٌ বলে।

৩. ইমাম নববী (র)-এর মতে, اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ

অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠিত বিষয় যার পূর্বে কোনো নজির নেই, এমন করাকে بِدْعَةٌ বলা হয়।

▮ بِدْعَةٌ-এর **প্রকারভেদ :** নিহায়া গ্রন্থকারের মতে, বিদ'য়াত দুপ্রকার। যথা–

ক. اَلْبِدْعَةُ الْحَسَنَةُ, এটাকে بِدْعَةِ هُدٰىও বলা হয়।

খ. اَلْبِدْعَةُ السَّيِّئَةُ, এটাকে بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌও বলা হয়।

▮ আল্লামা عِزُّ الدِّيْنِ (র) বলেছেন, বিদ'য়াত পাঁচ প্রকার। যথা–

ক. اَلْبِدْعَةُ الْوَاجِبَةُ; যেমন কুরআনের ভাষা উপলব্ধি করার জন্যে নাহুশাস্ত্র শিক্ষা করা একটি بِدْعَةِ وَاجِبَةٌ।

খ. اَلْبِدْعَةُ الْمُحَرَّمَةُ, যেমন জাবরিয়া ও কাদরিয়াদের মতাদর্শ ইত্যাদি।

গ. اَلْبِدْعَةُ الْمَنْدُوْبَةُ, যেমন মাদরাসা, স্বতন্ত্র গৃহ নির্মাণ করা।

ঘ. اَلْبِدْعَةُ الْمَكْرُوْهَةُ, যেমন মসজিদে অতিরিক্ত কারুকার্য করা।

ঙ. اَلْبِدْعَةُ الْمُبَاحَةُ, যেমন খাওয়ার মধ্যে রসনা প্রাচুর্য করা।

اَلسُّؤَالُ (٢) : اَلْحَدِيْثُ اَلْمَذْكُوْرُ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى : «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى». فَمَا التَّوْفِيْقُ.

প্রশ্ন-২ : আয়াত ও হাদিসের মধ্যেকার বৈপরীত্যের সমাধান কী?

উত্তর : কুরআন ও হাদিসের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সমাধান :

কুরআনুল কারিমের আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, একজনের অপরাধে অপরজন অপরাধী হবে না। অথচ আলোচ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিদ'য়াতের প্রচলনকারি বিদ'য়াত অনুসরণকারিদের পাপ বহন করবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আয়াত ও হাদিসের মাঝে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। সমাধান হচ্ছে–

১. বিদ'য়াত অনুসারিদেরকে তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে পরিপূর্ণ পাপই দেয়া হবে। তাদের অর্জিত পাপ থেকে বিন্দুমাত্র প্রবর্তনকারিকে দেয়া হবে না। হাদিসে তো একথাই বলা হয়েছে।

২. একথা তো বলা হয়নি যে, বিদ'য়াত অনুযায়ী আমলকারীর পাপ বিদ'য়াত প্রবর্তনকারীর আমলনামায় দেয়া হবে। প্রবর্তনকারীর গুনাহ আমলকারীর আমলের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে বটে, কিন্তু তা আমলকারীর গুনাহের অংশ নয়; বরং প্রবর্তনকারীর গুনাহ তো হবে বিদ'য়াত প্রবর্তনের মত নিকৃষ্ট আমলের জন্যে।

৩. যে কাজ করা অপরাধ, সে কাজের প্রবর্তন করা আরো মারাত্মক অপরাধ। প্রবর্তনকারীদের কারণেই অনুসারীরা পাপে লিপ্ত হয়ে থাকে। এ হিসেবে অনুসরণকারীর পাপের সমপরিমাণ বিদ'য়াত প্রবর্তনকারীকেও দেয়া হবে। এটাই আল্লাহ তা'য়ালার বিধান। তবে প্রত্যেকে স্বীয় অপরাধের কারণেই অপরাধী হবে। সুতরাং কুরআন ও হাদিসের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই।

اَلسُّؤَالُ (٣) : هَاتِ بَعْضَ نَظَائِرِ الْبِدْعَةِ الْمُرَوَّجَةِ فِيْ هٰذَا الْعَصْرِ فِي الْعَقَائِدِ وَالْاَعْمَالِ.

প্রশ্ন-৩ : বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত আকিদা ও আমলগত বিদয়াতগুলোর কিছু উদাহরণ পেশ কর।

উত্তর : আকিদা ও আমলগত কতিপয় প্রচলিত বিদয়াত :

বর্তমানে আমাদের দেশে আকিদা ও আমলগত অনেক বিদয়াত প্রচলিত রয়েছে।

১. আকিদাগত বিদ'য়াত :

ক. মৃত ওলিদের মাজারে এ উদ্দেশে গমন করা, ওলিগণ ইচ্ছে করলে তাকে টাকা কড়ি, সন্তান-সন্ততি তথা অনেক কিছু দিতে পারেন।

খ. ওলিদের মাযারে মান্নত করলে বালা মুসিবত দূর হবে।

গ. উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে খাজা বাবার দরবারে গমন।

ঘ. মিলাদ মাহফিলে মহানবী (স) উপস্থিত হন -এ ধারণা রাখা।

ঙ. সাহাবিদের সমালোচনা করা। চ. কবুতর উড়ানোর মাধ্যমে ভাগ্য যাচাই করা।

ছ. পীরের মাজারে দান করা ওয়াজিব মনে করা।

২. আমলগত বিদ'য়াত। যথা– ক. কবরকে ফুল দ্বারা সুসজ্জিত করা,

খ. আযানের পূর্বে দরূদ পড়া (বাধ্যতামূলকভাবে)।

গ. উরশ করা। ঘ. জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করা।

ঙ. কবরে আলোকসজ্জা করা। চ. খাতনার জন্যে অনুষ্ঠান করা।

ছ. মৃত ব্যক্তির ছবি ঝুলানো। জ. মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে চল্লিশা পালন করা।

ঝ. কবরে সুরমা অট্টালিকা তৈরি করা।

اَلسُّؤَالُ(٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : اَحْيٰى، اُمِيْتَتْ، اِبتدع، لَايَنْقُصُ، اَوْزَارٌ

প্রশ্ন-৪ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

اَحْيٰى : সিগাহ واحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস ماضى مطلق معروف বাবে افعال মাসদার اِحْيَاءٌ মাদ্দাহ ح ى ى জিন্‌সে لفيف مقرون অর্থ, উজ্জীবিত করলো, জীবন দান করলো।

اُمِيْتَتْ : সিগাহ واحد مؤنث غائب বহস اثبات فعل ماضى مطلق مجهول বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اِمَاتَةٌ (মূলত اموات ছিল), মাদ্দাহ م و ت জিনসে اجوف واوى অর্থ, নির্জীব হয়ে গেছে, মৃত হয়ে গেছে, মিটে গেছে, নিভে গেছে।

اَبْتَدَعَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাবে اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِدَاعُ মাদ্দাহ ب د ع জিন্‌সে صَحِيْحٌ অর্থ, সৃষ্টি করলো, তৈরি করলো, উদ্ভাবন করলো, নব আবিষ্কার করলো।

لَايَنْقُصُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস نفى فعل مضارع مجهول বাব نصر মাসদার اَلنَّقْصُ মাদ্দাহ ن ق ص জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সে কম করবে না, ত্রুটি করবে না।

اَوْزَارٌ : শব্দটি جَمْعُ تكسير, এর একবচন হলো وِزْرٌ অর্থ, বোঝা। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, لَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى.

প্রশ্ন-২০ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : كَلَامِىْ لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللهِ وَكَلَامُ اللهِ يَنْسَخُ كَلَامِىْ وَكَلَامُ اللهِ يَنْسَخُ بَعْضُهٗ بَعْضًا.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اِنَّ اَحَادِيْثَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنَسْخِ الْقُرْاٰنِ. (رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِىْ)

উত্তর : ভূমিকা : রাষ্ট্রের জাগতিক সংবিধানে জন-কল্যাণার্থে এক নির্দেশকে রহিত করে অন্য নির্দেশ জারি করার ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত। আর এ 'রহিতকরণ' বিধান ইসলামি শরিয়তেও প্রচলিত।

উৎস : আলোচ্য তাৎপর্যময় পবিত্র হাদিসদ্বয় 'মিশকাতুল মাসাবিহ' গ্রন্থের «كِتَابُ الْاِيْمَانِ»-এর অন্তর্গত بَابُ الْاِعْتِصَامُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ থেকে উদ্ধৃত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে 'নাসেখ-মানসুখ' তথা 'রহিতকরণ' বিধান সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম হাদিসের অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবি জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার বাণী তথা হাদিস আল্লাহর বাণী তথা কুরআনের আয়াতকে রহিত করতে পারে না। তবে আল্লাহর কালাম আমার বাণীকে রহিত করে থাকে। এমনিভাবে আল্লাহর কালাম একটি অপরটিকে রহিত করে থাকে।

দ্বিতীয় হাদিসের অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, নিশ্চয় আমাদের হাদিসসমূহের একটি অপরটিকে রহিত করে। যেমন– কুরআন রহিত করার মত। অর্থাৎ, যেমন কুরআনের একটি আয়াত অপর আয়াতকে রহিত করে। (ইমাম দারা কুতনি এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

সমাপনী : এ হাদিসদ্বয়ের আলোকে এ 'রহিতকরণ' বিধানকে আল্লাহ তা'য়ালার মহাকৌশল হিসেবে বিশ্বাস করা ঈমানের অনিবার্য দাবি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : مَا مَعْنَى النَّسْخِ وَكَمْ قِسْمًا لَهٗ؟ بَيِّنْ مُوَضِّحًا.

প্রশ্ন-১ : اَلنَّسْخُ কাকে বলে তা কত প্রকার ও কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

অথবা, **نَسْخٌ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এবং نَسْخٌ কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা করুন।**

উত্তর : نَسْخٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : نَسْخٌ শব্দটি বাবে فتح-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلْاِزَالَةُ – দূর করা (To remove)। যেমন মহান আল্লাহর বাণী, يَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ

২. اَلرَّفْعُ –উঁচু করা, মিটিয়ে দেয়া। যেমন বলা হয়, نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ

৩. اَلتَّغْيِيْرُ، اَلتَّبْدِيْلُ - পরিবর্তন করা, পরিবর্ধন করা (To change)।

যেমন আরবিতে বলা হয়, نَسَخَ الْقَاضِى الْحُكْمَ

৪. اَلنَّقْلُ – পরিবর্তন করা। যেমন বলা হয়, نَسَخَ الْمُؤَلِّفُ الْكِتَابَ

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : نَسْخٌ-এর পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. মিরকাত প্রণেতা বলেন, هُوَ تَبْدِيْلُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيْ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ اٰخَرَ
অর্থাৎ, শরিয়তের একটি বিধান দ্বারা অন্য বিধানকে পরিবর্তন করা।

২. কারো কারো মতে, اَلنَّسْخُ هُوَ اِزَالَةُ حُكْمٍ بِاِثْبَاتِ حُكْمٍ اٰخَرَ
অর্থাৎ, একটি বিধানকে পরিবর্তন করা অন্য একটি বিধানের বাস্তবায়ন করা।

■ **نسخ-এর প্রকারভেদ :** نَاسِخٌ ও مَنْسُوْخٌ-এর হিসেবে نَسْخٌ চার প্রকার। যথা–

১. نَسْخُ الْاٰيَةِ بِالْاٰيَةِ তথা আয়াতকে আয়াত দ্বারা রহিত করা। যেমন لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ আয়াতটি فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ. আয়াত দ্বারা مَنْسُوْخٌ হয়েছে।

২. نَسْخُ الْحَدِيْثِ بِالْحَدِيْثِ তথা হাদিসকে হাদিসের দ্বারা রহিত করা। যেমন, প্রথমে নবী কারিম (স) কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। পরে এ বিধানটি রহিত করে বলেছিলেন–
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، اَلَا فَزُوْرُوْهَا.

৩. نَسْخُ الْحَدِيْثِ بِالْاٰيَةِ তথা আয়াত দ্বারা হাদিস রহিত করা। যেমন নবী কারিম (স) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন। পরে আল্লাহ তা'য়ালা فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ আয়াত দ্বারা তা রহিত করেছেন।

৪. نَسْخُ الْاٰيَةِ بِالْحَدِيْثِ তথা হাদিস দ্বারা আয়াতের বিধান রহিত করা। যেমন كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ...الخ আয়াতটি اَلَا لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ হাদিস দ্বারা রহিত হয়েছে। আবার نَسْخٌ-এর বিধান হিসেবে তা তিন প্রকার। যথা–

১. তেলাওয়াত ও হুকুম উভয় রহিত। যেমন বর্ণিত আছে, قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَ فِيْمَا اُنْزِلَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ

২. তেলাওয়াত বাকি কিন্তু হুকুম রহিত। যেমন–
١. لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ. ٢. وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ.

৩. হুকুম বাকি তবে তিলাওয়াত রহিত। যেমন– اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا
আয়াতটির হুকুম রয়েছে তবে তেলাওয়াত রহিত।

اَلسُّؤَالُ (٢) : قَدْ ثَبَتَ عِنْدَ الْاَحْنَافِ اَنَّ الْحَدِيْثَ يَكُوْنُ نَاسِخًا لِلْكِتَابِ فَمَا الْمُرَادُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَصِّلِ الْمَقَامَ.

প্রশ্ন-২ : হাদিস দ্বারা কুরআন রহিতকরণ জায়েয কিনা? ইমামদের মতামত বর্ণনা করুন।

উত্তর : হাদিস দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিতকরণ : কুরআনুল কারিম হলো মহান আল্লাহ তা'য়ালার অমীয় বাণী। আর হাদিস হলো মহানবী (স)-এর মুখনিঃসৃত বাণী। এ হিসেবে হাদিসের মর্যাদা কুরআনের পরে হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। তাই হাদিস দ্বারা কুরআনুল কারিমের আয়াত রহিত করার ব্যাপার নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান।

১. ইমাম শাফেয়ি (র) ও আহমদের মতে, نَسْخُ الْقُرْاٰنِ بِالْحَدِيْثِ জায়েয নেই।
তাঁদের দলিল : كَلَامِيْ لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللهِ

২. ইমাম আবু হানিফা (র) ও মালেক (র)-এর মতে, نَسْخُ الْقُرْاٰنِ بِالْحَدِيْثِ জায়েয। তাদের দলিল হলো, আল্লাহর বাণী, مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى, এ হিসেবে حَدِيْثْ দ্বারা কুরআনের আয়াত مَنْسُوْخْ হতে পারে।

■ اَلْمُرَادُ بِالْحَدِيْثِ الْمَذْكُوْرِ :

১. আহনাফের বক্তব্য হলো, এখানে كَلَامِيْ দ্বারা اِجْتِهَادْ তথা রাসূল (স)-এর নিজস্ব চিন্তা প্রসূত কথা বুঝানো হয়েছে। আর اِجْتِهَادْ দ্বারা আয়াত মানসুখ হতে পারে না। নবী কারিম (স) বলেছেন–

اِنْ اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَاْيٍ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ.

২. অথবা, হাদিসের উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে, كَلَامِيْ لَا يَنْسَخُ تِلَاوَةَ كَلَامِ اللهِ
অর্থাৎ,আমার কালাম মহান আল্লাহর কালামের তেলাওয়াতকে রহিত করতে পারে না।

৩. অথবা, অত্র হাদিসটি ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর ইবনে ওমরের হাদিস হলো, اِنَّ اَحَادِيْثَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنَسْخِ الْقُرْاٰنِ

প্রশ্ন-৩ : نَسْخْ-এর উপকারিতা কী? এবং এর হুকুম কী? اَلسُّؤَالُ (٣) : مَا فَائِدَةُ النَّسْخِ وَمَا حُكْمُهُ؟

উত্তর : نَسْخْ-এর উপকারিতা : نَسْخْ তথা রহিতকরণের অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন–

১. نَسْخْ তথা রহিতকরণ দ্বারা মানুষের ওপর শরিয়তের বিধান হালকা করা হয়।
২. রহিতকারী আয়াত বা হাদিসের ওপর আমল করলে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়।
৩. ناسخ তথা রহিতকারী আয়াত বা হাদিস مَنْسُوْخْ তথা রহিত আয়াত বা হাদিসের সমতুল্য।
৪. রহিতকরণের মাধ্যমে নুতন হুকুম আরোপের ফলে এর ওপর আমল করে অধিক আল্লাহভীতি অর্জন করা যায়।
৫. রহিতকরণ দ্বারা শরিয়তের কঠিন হুকুম পরিবর্তন হয়।
৬. نسخ তথা রহিতকরণের মাধ্যমে বান্দার ওপর সহজ বিধান আরোপ করা হয়।

■ **نسخ-এর হুকুম :** শরিয়তের পুরোধা ওলামায়ে কেরাম তথা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের মতে, نَسْخْ তথা রহিতকরণ জায়েয। এর দ্বারা বান্দার ওপর শরিয়তের কঠিন বিধান হালকা করা হয়।

দলিল : তাঁদের দলিল হচ্ছে–

١. قَوْلُهٗ تَعَالٰى : مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا.

٢. قَوْلُهٗ ﷺ : كَلَامُ اللهِ يَنْسَخُ كَلَامِيْ وَكَلَامُ اللهِ يَنْسَخُ بَعْضَهٗ بَعْضًا.

তবে ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ (র)-এর মতে, হাদিস দ্বারা কুরআন রহিতকরণ বৈধ নয়। কেননা, রাসূল (স)-এর বাণী, كَلَامِيْ لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللهِ।

اَلسُّؤَالُ (٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : قَالَ، لَايَنْسَخُ، كَلَامِىْ، رَسُوْلُ، بَعْضُهٗ، اَحَادِيْثُنَا، يَنْسَخُ.

প্রশ্ন-৪ : শব্দ বিশ্লেষণ করুন। قَالَ، لَايَنْسَخُ، كَلَامِىْ، رَسُوْلُ، بَعْضُهٗ اَحَادِيْثُنَا، يَنْسَخُ.

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

قَالَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস ماضى مطلق معروف বাবে نصر মাসদার اَلْقَوْلُ মাদ্দাহ ق و ل জিনসে اجوف واوى অর্থ, সে বললো।

لَايَنْسَخُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস نفى فعل مضارع معروف বাবে فتح মাসদার اَلنَّسْخُ মাদ্দাহ ن س خ জিন্সে صَحِيْحٌ অর্থ, দূর করে না, পরিবর্তন করে না, রহিত করে না।

كَلَامِىْ : শব্দটির মাঝে "ى" হলো واحد متكلم-এর যমীর। আর كلام শব্দটি اسم جامد, এটি فَعَالٌ ওযনে বাবে تفعيل-এর মাসদারও হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়, كَلَّمَ يُكَلِّمُ كَلَامًا وَتَكْلِيْمًا শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, বাক্য, বাণী। পরিভাষায় كلام বলা হয়, مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ بِالْاِسْنَادِ।

رَسُوْلُ : শব্দটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে رسل; এখানে رسول শব্দটি اِسْمُ مَفْعُوْلٍ অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ, رسول মানে مرسل তথা প্রেরিত। দূত, বার্তা বাহক। পরিভাষায় رسول হলেন–

هُوَ الرَّجُلُ الْمَبْعُوْثُ لِهِدَايَةِ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ.

بَعْضُهٗ : এখানে "ه" অক্ষরটি ضمير আর بعض শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো اَبْعَاضٌ অর্থ, অল্প, কতিপয়, কতেক।

اَحَادِيْثُنَا : نا পদটি ضمير منصوب متصل আর احاديث শব্দটি حديث-এর বহুবচন। যেহেতু এটি مصابيح-এর ওযনে এসেছে, সেহেতু এটি جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ মাদ্দাহ ح د ث জিনসে সহীহ। অর্থ, হাদিসসমূহ, বাণীসমূহ।

يَنْسَخُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে فتح মাসদার اَلنَّسْخُ মাদ্দাহ ن س خ জিনসে সহিহ। অর্থ, সে বাতিল করে, রহিত করে।

২. কিতাবুস সালাত

প্রশ্ন-২১ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلصَّلٰوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتَنِبَتْ الْكَبَائِرُ. (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَرَأَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرْنِهٖ شَيْءٌ قَالُوْا لَا يَبْقٰى مِنْ دَرْنِهٖ شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلٰوتِ الْخَمْسِ يَمْحُوْ اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) [শি. নি. প. ২০০৯,'১২]

উত্তর : ভূমিকা : সালাত ইসলামের পঞ্চভিত্তির অন্যতম। সালাতের মাধ্যমে অন্তরের মধ্যে আল্লাহর সাথে মিলনের এক আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগরিত হয়। সালাত-ই মানুষকে বিরত রাখে যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে। তাই কুরআনুল কারিমে ঘোষণা দেয়া হয়েছে–

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

উৎস : আলোচ্য হাদিস দু'টি সর্বজনবিদিত গ্রন্থ 'মিশকাতুল মাসাবিহ' নামক গ্রন্থের 'সালাত পর্বের' প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে সালাতের গুরুত্ব ও নৈতিক প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম হাদিসের অনুবাদ : সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুম'য়া হতে অপর জুমু'য়া এবং এক রমযান হতে অপর রমযান সে সব গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়, যা এদের মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে যায়, যতক্ষণ সে মহাপাপ বর্জন করবে। –মুসলিম

দ্বিতীয় হাদিসের অনুবাদ : আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা বল তো, যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় একটি নদী থাকে, আর সে ঐ নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার করে গোসল করে, তবে তাঁর গায়ে কি কোনো ময়লা থাকবে? সাহাবিরা প্রত্যুত্তরে বললেন, কোনো ময়লা থাকবে না। রাসূল (স) বললেন, এটাই হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের দৃষ্টান্ত। এর দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি মিটিয়ে দেন, মার্জনা করেন।
–বুখারি ও মুসলিম

সমাপনী : মানুষ জেনে এবং না জেনে অসংখ্য গুনাহ করে থাকে। সুতরাং, গুনাহ মাফের অন্যতম উপায় সালাতকে নিয়মিত আদায়ের মাধ্যমে গুনাহগুলো মুছে ফেলা আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١) : اُذْكُرْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

প্রশ্ন-১ : আবু হুরায়রা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। [শি. নি. প. ২০০৯]

উত্তর : আবু হুরায়রা (রা)-এর পরিচয় :

নাম : তাঁর প্রকৃত নাম ও বংশের ব্যাপারে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। প্রসিদ্ধ মতে, ইসলামের পূর্বে তাঁর নাম ছিল আব্দে শামস বা আবদে আমর। আর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় আবদুল্লাহ বা আবদুর রহমান। তাঁর বংশের নাম– দাওস। উপনাম– আবূ হুরায়রা। পিতার নাম– সখর ও মাতার নাম– মায়মুনা।

জন্ম : তিনি হিজরতের প্রায় ২২/২৩ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

আবু হুরায়রা এ উপনামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ : আবু অর্থ পিতা, আর হুরায়রা অর্থ বিড়ালছানা। অতএব, আবু হুরায়রা অর্থ বিড়ালছানার মালিক। ছোট্ট একটি বিড়ালছানা সর্বদা তাঁর সাথে থাকতো, একদা তাঁর সাথে এ বিড়াল ছানাটি দেখে রাসূল (স) কৌতুক করে তাঁকে আবু হুরায়রা তথা বিড়ালছানার পিতা বলে সম্বোধন করেছিলেন, তখন থেকেই তিনি এ উপনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি সপ্তম হিজরি মোতাবেক ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে খায়বর যুদ্ধের বছর ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট সাহাবি তুফায়েল ইবনে আমর আদ-দাওসির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূল (স)-এর সাহচর্য : ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি সর্বদা রাসূল (স)-এর সান্নিধ্যে থাকতেন। রাসূল (স) যেখানে যেতেন তিনিও সেখানে তাঁর সাথে থাকতেন।

তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা : আল্লামা বদরুদ্দিন আইনির মতে, তাঁর বর্ণিত হাদিস ৫৩৭৪টি। ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম (র) যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন ৩২৫টি। এককভাবে ইমাম বুখারি (র) বর্ণনা করেছেন ৭৯টি, আর ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেছেন ৭৩/৯৩টি।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : ইসলামি শরিয়তে তাঁর ব্যুৎপত্তি এবং বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রজ্ঞায় ওমর (রা)-এর গভীর আস্থা ছিলো। তিনি তাঁকে বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মুয়াবিয়া (রা)-এর খেলাফতের যুগে মদিনার শাসনকর্তা মারওয়ানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।

ইন্তেকাল : তাঁর ইন্তেকালের সন সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে যথা– ৫৭, ৫৮ ও ৫৯ হিজরি। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। মদিনার অদূরে 'কাসবা' নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত করা হয়।

اَلسُّؤَالُ (٢) : مَا مَعْنَى الْمُكَفِّرَاتِ وَمَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ﷺ : «مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ».

প্রশ্ন-২ : اَلْمُكَفِّرَاتُ-এর সংজ্ঞা দিন। মহানবী (স)-এর বাণী, مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ-এর মর্মার্থ কী?

উত্তর : اَلْمُكَفِّرَاتُ-এর অর্থ : مُكَفِّرَاتٌ শব্দটি كُفْرٌ মাদ্দাহ থেকে নির্গত। যার অর্থ– ঢেকে ফেলা, গোপন রাখা। আরবি ভাষায় কৃষককে كَافِرْ বলা হয়, যেহেতু সে জমিতে শস্য গোপন করে। এ হিসেবে مُكَفِّرَاتٌ অর্থ– গোপনকারী, যা দোষকে ঢেকে ফেলে।

রাসূল (স)-এর «مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ» দ্বারা উদ্দেশ্য :

রাসূল (স)-এর বাণী, «مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ» দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– সালাত, সাওম ইত্যাদি ইবাদতগুলো যথাযথভাবে পালন করলে সগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো– কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এ দিকেই ইঙ্গিত করে কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে–

١. اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. ٢. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ.

প্রশ্ন-৩ : اَلصَّلَاةُ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? **اَلسُّؤَالُ (٣) : مَا مَعْنَى الصَّلَاةُ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟**

উত্তর : اَلصَّلَاةُ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : صَلَاةٌ শব্দটি فَعَالٌ ওজনে বাবে تَفْعِيْلٌ-এর মাসদার। স্থান বিশেষে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কবির ভাষায়– صلوة را معنى در لغت چار* دعاء و درود و رحمت و استغفار

১. রহমত অর্থে– যখন صَلَاةٌ শব্দটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের দিকে সম্পর্কিত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী, أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ.

২. দোয়া অর্থে, যখন صَلَاةٌ শব্দটি সাধারণ মানুষ থেকে অন্যের দিকে সম্পর্কিত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী–

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ.

৩. দুরূদ অর্থে– যখন صَلَاةٌ শব্দটি উম্মত থেকে রাসূল (স)-এর দিকে সম্পর্কিত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

৪. ক্ষমা অর্থে– যখন ফেরেশতার দিকে সম্পর্কিত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী–

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

৫. যখন পশু পাখির প্রতি সম্পর্কিত করা হয়, তখন অর্থ হয় তাসবিহ পাঠ করা।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা জুরজানি (র)-এর মতে–

الصَّلَاةُ هِيَ عِبَادَةٌ عَنْ أَرْكَانٍ مَخْصُوْصَةٍ وَأَذْكَارٍ مَعْلُوْمَةٍ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ.

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্তসমূহ পূরণ করে বিশেষ ধরনের জিকির ও রুকন আদায় করার নাম হচ্ছে সালাত।

২. আল-মু'জামুল ওয়াসিত গ্রন্থকার বলেন, الصَّلَاةُ هِيَ الْعِبَادَةُ الْمَخْصُوْصَةُ الْمُبَيَّنَةُ حُدُوْدُ أَوْقَاتِهَا فِي الشَّرِيْعَةِ

অর্থাৎ, সালাত হচ্ছে– নির্দিষ্ট ধরনের ইবাদতের নাম যার সময়-সীমা শরিয়তে নির্দিষ্ট রয়েছে।

৩. কারো কারো মতে, هِيَ أَدَاءُ أَرْكَانٍ مَخْصُوْصَةٍ بِطَرِيْقَةٍ مَخْصُوْصَةٍ

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট রুকন আদায় করার নাম সালাত।

اَلسُّؤَالُ(٤): حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : مُكَفِّرَاتٌ، اَلصَّلَوَاتُ، أُجْتُنِبَتْ، كَبَائِرَ، أَحَدَكُمْ، يَغْتَسِلُ، يَمْحُوْ، هَلْ يَبْقَى اَلْخَطَايَا.

প্রশ্ন-৪ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

مُكَفِّرَاتٌ : সিগাহ جمع مؤنث বহস اسم فاعل বাবে تفعيل মাসদার اَلتَّكْفِيْرُ মাদ্দাহ ك ف ر জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, মোচনকারী, গোপনকারী।

اَلصَّلَوَاتُ : শব্দটি اسم جامد বহুবচন, একবচনে صَلَاةٌ শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– সালাত।

أُجْتُنِبَتْ : সিগাহ واحد مؤنث غائب বহস اثبات فعل ماضى مطلق مجهول বাবে افتعال মাসদার اَلْإِجْتِنَابُ মাদ্দাহ ج ن ب জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, পরিত্যাগ করেছে।

كَبَائِرُ : শব্দটি বহুবচন। একবচন হচ্ছে كبيرة অর্থ, বড় গুনাহসমূহ।

أَحَدُكُمْ : শব্দটিতে كم অব্যয়টি হলো ضَمِيْرٌ مَجْرُوْرٌ مُتَّصِلٌ আর احد শব্দটি اسم عدد একবচন, বহুবচনে أَحَادٌ এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের কেউ।

يَغْتَسِلُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে افتعال মাসদার اَلْاِغْتِسَالُ মাদ্দাহ غ س ل জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সে গোসল করছে।

يَمْحُوْ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে نصر মাসদার اَلْمَحْوُ মাদ্দাহ م ح و জিনসে نَاقِصٌ وَاوِيٌّ অর্থ, মিটিয়ে দেয়।

هَلْ يَبْقَى : এখানে هل শব্দটি استفهام-এর জন্য। আর يبقى সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে سمع মাসদার اَلْبَقَاءُ মাদ্দাহ ب ق ى জিনসে نَاقِصٌ يَائِيٌّ অর্থ, অবশিষ্ট থাকে।

اَلْخَطَايَا : শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে, خطيئة অর্থ,ত্রুটিসমূহ, অপরাধসমূহ।

প্রশ্ন-২২ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه ابو داود)

وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﵁ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

উত্তর : ভূমিকা : সালাত ইসলামি শরিয়তের একটি অন্যতম রুকন। একে رَأْسُ الْعِبَادَاتِ বলা হয়। দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরয। এটা তরক করা অমার্জনীয় অপরাধ।

উৎস : আলোচ্য হাদিস দুটো বিশ্ব বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর اَلصَّلَاةُ শীর্ষক পর্ব থেকে সংকলন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : প্রথম হাদিসটিতে সন্তানকে সালাতের ব্যাপারে যত্নবান ও সালাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে প্রত্যেক মাতা-পিতাকে আদেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় হাদিসে সালাত অনাদায়ের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম হাদিসের অনুবাদ : আমর ইবনে শুয়াইব তার বাবা থেকে, তার বাবা তাঁর দাদা থেকে পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সালাতের জন্যে আদেশ করবে, যখন তারা সাত বছরে পৌঁছবে। আর যখন তারা দশ বছর বয়সে পৌঁছবে, তখন এর জন্যে তাদেরকে মার-ধর করবে এবং তাদের শোয়ার স্থান পৃথক করে দেবে।

–হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ (র) বর্ণনা করেন

দ্বিতীয় হাদিসের অনুবাদ : বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে তা হলো সালাত। সুতরাং যে সালাত ত্যাগ করবে, সে (প্রকাশ্য দৃষ্টিতে) কাফির হয়ে গেলো। –হাদিসটি ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন।

সমাপনী : সালাত সমস্ত ইবাদতের মূল। এর প্রতি সর্বাধিক যত্নশীল হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানি কর্তব্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : صَلَاةٌ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? اَلسُّؤَالُ (١) : عَرِّفِ الصَّلَاةَ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟

উত্তর : صَلَاةٌ পরিচিতি

ক. আভিধানিক অর্থ : صَلَاةٌ -শব্দটি فَعَالٌ ওযনে বাবে تَفْعِيْلٌ-এর মাসদার। স্থান বিশেষে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কবির ভাষায়, * صلوة را معنى در لغت چار دعاء و درود و رحمت و استغفار

১. রহমত অর্থে, যখন صَلَاةٌ শব্দটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের দিকে সম্পর্কিত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী, اُوْلٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ

২. দোয়া অর্থে, যখন صَلَاةٌ শব্দটি সাধারণ মানুষ থেকে অন্যের দিকে সম্পর্কিত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

৩. দুরূদ অর্থে, যখন صَلَاةٌ শব্দটি উম্মত থেকে রাসূল (স)-এর দিকে সম্পর্কিত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

৪. ক্ষমা অর্থে, যখন ফিরিশতার দিকে সম্পর্কিত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী, اِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. আল্লামা জুরজানি (র) বলেন–

الصَّلَاةُ هِيَ عِبَادَةٌ عَنِ اَرْكَانٍ مَخْصُوْصَةٍ وَاَذْكَارٍ مَعْلُوْمَةٍ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ.

২. আলমু'জামুল ওয়াসিত গ্রন্থকার বলেন, الصَّلَاةُ هِيَ الْعِبَادَةُ الْمَخْصُوْصَةُ الْمُبَيَّنَةُ حُدُوْدُ اَوْقَاتِهَا فِي الشَّرِيْعَةِ

৩. কারো কারো মতে, هِيَ اَدَاءُ اَرْكَانٍ مَخْصُوْصَةٍ بِطَرِيْقَةٍ مَخْصُوْصَةٍ

اَلسُّؤَالُ (٢) : اَوْضِحْ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

প্রশ্ন-২ : রাসূল (স)-এর বাণী, فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ-এর বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : **فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ-এর ব্যাখ্যা :** সালাত আদায়ের জন্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

١. اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ. ٢. اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ. ٣. وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ.

হাদিসেও এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন–

١. الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّيْنِ فَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ. ٢. اَلصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

সালাতের এ নির্দেশ পালন না করলে কাফির হয়ে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত। এটা কেবল মাত্র অস্বীকৃতির সাথে সালাত ত্যাগ করা সম্পর্কে প্রযোজ্য। তাছাড়া যদি কেউ ইবলিসের মত অহংকার বশতঃই সালাত প্রত্যাখ্যান করে কিংবা সালাতকে ফরয মেনে না নেয়, তবে সে কাফের হয়ে যাওয়া অকাট্য ও অবধারিত। আর এমন ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাত থেকে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত হয়ে যাবে। কিন্তু নিছক গাফলতির কারণে কেউ যদি সালাত আদায় না করে, অবশ্য উহা ফরয হওয়ার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং মানে যে, ইহা ফরয, তবে সে ব্যক্তি কাফির হিসেবে গণ্য হবে কি-না এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান।

ক. ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়িসহ অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে, সে কাফের হবে না; বরং ফাসিক হবে। তাকে তওবা করায়ে রীতিমত সালাত আদায় করার জন্যে প্রস্তুত করা আবশ্যক। সে যদি তওবা না করে তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

খ. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে, সে কাফির হবে না, ফাসিক হবে। তাকে তওবা করায়ে রীতিমতো সালাতের জন্যে প্রস্তুত করা অত্যাবশ্যক। আর সে যদি তওবা না করে, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে না; বরং সাধারণ শাস্তি প্রদান করলেই চলবে।

গ. মুহাদ্দিসিনে কিরাম হাদিসটির কিছু কিছু ব্যাখ্যায় বলেন, مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ اَيْ فَقَدْ عَمِلَ الْكُفْرَ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করবে, সে কাফির হয়ে যাবে অর্থাৎ, সে কাফির হয়ে যাওয়ার মত কাজ করলো।

ঘ. আবার কেউ কেউ বলেন, فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ اَيْ فَمَنْ تَرَكَهَا بِالْاِنْكَارِ فَقَدْ كَفَرَ. ইত্যাদি।

اَلسُّؤَالُ (٣) : مَا الْمُرَادُ بِـ «مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ».

প্রশ্ন-৩ : مُرُوْا اَوْلَادُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : **مُرُوْا اَوْلَادُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعَ سِنِيْنَ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য :** রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের সন্তানদেরকে সালাতের জন্যে নির্দেশ দাও, যখন তারা সাত বছর বয়সে উপনীত হয়'। জীবনের শুরু হতেই সালাতের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যে এবং সালাতের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এরূপ করতে বলা হয়েছে। যাতে বয়োঃপ্রাপ্ত হলে তাদের সালাত-সাওম

কাযা না হয়। অথচ আজকাল অনেক অভিভাবক নিজেদের সন্তানদেরকে সালাত-সাওম, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদত পালনের ব্যাপারে উৎসাহ ও প্রেরণা দিচ্ছেন না; বরং অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য রক্ষার অজুহাতে সাওম পালনে বাধা দিয়ে থাকেন। এ হাদিসের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে এ সব অভিভাবকদের বাধাদান মহানবী (স)-এর নির্দেশের বিরোধী হয়ে পড়ে। সুতরাং প্রত্যেক অভিভাবকের দায়িত্ব হলো নিজেদের সন্তানদেরকে সালাত, সাওম, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতের ব্যাপারে উৎসাহ ও প্রেরণা দান করা।

اَلسُّؤَالُ (٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : مُرُوْا، اَلْمَضَاجِعُ، اِضْرِبُوْا، اَبْنَاءُ، اَلْعَهْدُ، تَرَكَهَا، كَفَرَ، فَرِّقُوْا.

প্রশ্ন-৪ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

مُرُوْا : সিগাহ حَاضِرٌ مُذَكَّرٌ جَمْعٌ বহস مَعْرُوْفٌ حَاضِرٌ اَمَرٌ বাবে نصر মাসদার اَلْاَمْرُ মাদ্দাহ ء م ر জিনসে مَهْمُوْزُ فَاءٌ অর্থ, তোমরা আদেশ করো।

اَلْمَضَاجِعُ : শব্দটি المضجع-এর বহুবচন, মাদ্দাহ ض ج ع জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, শোয়ার স্থানসমূহ।

اِضْرِبُوْا : সিগাহ جمع مذكر حاضر বহস مَعْرُوْفٌ حَاضِرٌ اَمَرٌ বাবে ضرب মাস্‌দার اَلضَّرْبُ মাদ্দাহ ض ر ب জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তোমরা প্রহার করো।

اَبْنَاءٌ : এটি ابن-এর বহুবচন। শব্দগতভাবে جمع تكسير আর অর্থগতভাবে جمع قلت অর্থ, সন্তানগণ।

اَلْعَهْدُ : শব্দটি اَلْعُهُوْدُ-এর একবচন, মাদ্দাহ ع ه د জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, যুগ, কাল।

تَرَكَهَا : এখানে ها পদটি ضمير منصوب متصل আর ترك সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাবে نصر মাসদার اَلتَّرْكُ মাদ্দাহ ت ر ك জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সে তা বর্জন করলো।

كَفَرَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى مثبت معروف বাব نصر মাসদার اَلْكُفْرُ মাদ্দাহ ك ف ر জিনস صَحِيْحٌ অর্থ, সে কুফুরি করলো।

فَرِّقُوْا : সিগাহ حَاضِرٌ مُذَكَّرٌ جَمْعٌ বহস مَعْرُوْفٌ حَاضِرٌ اَمَرٌ বাবে تفعيل মাসদার التفريق মাদ্দাহ ف ر ق জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তোমরা পৃথক করো।

প্রশ্ন-২৩ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

[শি. নি. প. ২০১৩, '২০]

উত্তর : ভূমিকা : সালাত ইসলামের পঞ্চভিত্তির অন্যতম। ঈমানের পরেই সালাতের স্থান। সালাতের মাধ্যমে অন্তরের মধ্যে আল্লাহর সাথে মিলনের এক আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগরিত হয়।

উৎস : উপস্থাপিত পবিত্র হাদিসটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ 'মিশকাতুল মাসাবিহের 'সালাত পর্ব-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে উদ্ধৃত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে যথার্থ মানের সালাত আদায়কারীর শুভ পরিণাম এবং তা বর্জনকারির অশুভ পরিণামের কথা বিবৃত হয়েছে।

অনুবাদ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, একদিন রাসূল (স) সালাত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হবে, অর্থাৎ, যথাযথভাবে তা আদায় করবে, সেটা কেয়ামতের দিন তার জন্যে আলোকবর্তিকা, দলিল এবং (জাহান্নামের আগুন থেকে) পরিত্রাণের কারণ হবে।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সালাতের প্রতি যত্নবান হবে না তথা যথাযথ নিয়মে তা আদায় করবে না, সে সালাত তার জন্যে আলোকবর্তিকা, দলিল ও মুক্তির কারণ কিছুই হবে না। কেয়ামতের দিন তার হাশর হবে কারুন, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে।

–আহমদ, দারেমি ও বায়হাকির শুয়াবুল ঈমানে বর্ণিত

সমাপনী : পরকালীন জীবনে মুক্তির পাথেয় হিসেবে সালাতকে গুরুত্বসহকারে যথার্থভাবে আদায় করা কর্তব্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : اَوْضِحْ مُرَادَ قَوْلِهِ ﷺ : «وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ».

প্রশ্ন-১ : মহানবী (স)-এর বাণী, وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةُ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانِ وَاُبَيِّ بِنِ خَلَفٍ-এর বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ-এর বিশ্লেষণ :

ক. জুমহুর আলেমের মতে, হাদিসাংশ দ্বারা সালাতের ব্যাপারে অমনোযোগিতার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূল (স) বলেছেন, যারা যথাযথ নিয়মে গুরুত্বসহকারে সালাত আদায় করবে না; বরং অস্বীকার করে সালাতের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করবে, কেয়ামতের দিন তাদের হাশর হবে ফিরাউন, হামান, কারূন ও ওবাই ইবনে খালফের সাথে।

অবশ্য যারা সালাতকে স্বীকার করবে, তবে যথাযথ পালন করবে না, অলসতা প্রদর্শন করবে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ধমক হিসেবে প্রযোজ্য হবে।

বলা বাহুল্য, হাদিসে বিশেষভাবে ফিরাউন, হামানসহ চারজনের নাম উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, যারা অস্বীকার করে, সালাতের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করে, তারা সাধারণতঃ চার প্রকার। যথা–

১. রাজা-বাদশাহ, আমির-ওমরাহ, ২. চাকরিজীবী ৩. ব্যবসায়ী, এবং ৪. শিল্পপতি।

এদের মাঝে ফিরাউন প্রথম শ্রেণি, হামান দ্বিতীয় শ্রেণি, কারূন ব্যবসায়ী ও উবাই ইবনে খালফ শিল্পপতির অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন-২ : মহানবী (স)-এর বাণী, مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا-এর অর্থ কী? **اَلسُّؤَالُ(٢) : مَا مَعْنٰى قَوْلِهٖ «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا»؟**

অথবা, مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا-এর মর্মার্থ লিখুন। [শি. নি. প., '১৩]

উত্তর : مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا-এর মর্মার্থ : সালাতের প্রতি হেফাজত তথা যত্নবান হওয়ার অর্থ হচ্ছে– যথা সময়ে একাগ্রচিত্তে, যাবতীয় শর্তাবলি তথা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে সর্বদা সালাত আদায় করা। এদিকে ইঙ্গিত করেই কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে, حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ

اَلسُّؤَالُ(٣) حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : ذَكَرَ، حَافَظَ، كَانَتْ، نُوْرٌ، بُرْهَانٌ، لَمْ يُحَافِظْ، لَمْ تَكُنْ.

প্রশ্ন-৩ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ বিশ্লেষণ করা হলো।

ذَكَرَ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস ماضى معروف اثبات فعل বাবে نصر মাসদার اَلذِّكْرُ মাদ্দাহ ذ ك ر জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, উল্লেখ করলো।

حَافَظَ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস ماضى مثبت معروف বাবে مفاعلة মাসদার المحافظة মাদ্দাহ ح ف ظ জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সে সংরক্ষণ করলো। আল্লাহর বাণী–
حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ.

كَانَتْ : সিগাহ واحد مؤنث غائب বহস ماضى معروف اثبات فعل বাবে نصر মাসদার اَلْكَوْنُ মাদ্দাহ ك و ن জিনসে اجوف واوى অর্থ, সে হয়েছিলো।

نُوْرٌ : এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে انوار অর্থ, আলো।

بُرْهَانٌ : শব্দটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে براهين অর্থ, দলিল, প্রমাণ, নিদর্শন। যেমন,
قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

لَمْ يُحَافِظْ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস معروف نفى جحد بلم در فعل مستقبل বাবে مفاعلة মাসদার اَلْمُحَافَظَةُ মাদ্দাহ ح ف ظ জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সে সংরক্ষণ করেনি, যথাযথ পালন করেনি।

لَمْ تَكُنْ : সিগাহ واحد مؤنث غائب বহস معروف نفى جحد بلم در فعل مستقبل বাবে نصر মাসদার اَلْكَوْنُ মাদ্দাহ ك و ن জিনসে اجوف واوى অর্থ, হবে না, সংঘটিত হবে না। যেমন আল্লাহর বাণী, وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

প্রশ্ন-২৪ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَابْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىْ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ اَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا فَاَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ اَشَدَّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ وَاَشَدَّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

উত্তর : ভূমিকা : গরম ও ঠান্ডা জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে উৎসারিত। গরম ও ঠান্ডা এ দু'সময়ে যোহরের সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে দু'ধরনের বিধান বর্ণিত হয়েছে।

উৎস : মহানবীর মুখনিঃসৃত আলোচ্য অমীয় বাণীটুকু 'মিশকাতুল মাসাবিহ' গ্রন্থের **كِتَابُ الصَّلَاةِ**-এর অন্তর্গত **تَعْجِيْلُ الصَّلَاةِ** অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে চয়িত।

অনুবাদ : অধিক সংখ্যক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যখন (গ্রীষ্মকালে) উষ্ণতা বাড়বে তখন তোমরা সালাতকে শীতল করে পড়বে (দেরি করে আদায় করবে)।

ইমাম বুখারির অপর এক বর্ণনায় আবু সাইদ খুদরি (রা) হতে বর্ণিত। জোহরকে (অর্থাৎ, জোহরের সালাতকে শীতল করবে)। কেননা, গরমের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের কারণে হয়ে থাকে।

(জাহান্নামের উত্তাপ যখন বেড়ে যায় তখন) জাহান্নাম তার প্রভুর নিকট অভিযোগ করে বলে, হে আমার প্রভু! (উত্তাপের তীব্রতায়) আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলেছে, তখন তিনি (আল্লাহ) তাকে (জাহান্নামকে) দুটি নিঃশ্বাসের অনুমতি দেন, একটি নিঃশ্বাস শীতে এবং অপর নিঃশ্বাস গ্রীষ্মে। এতেই তোমরা গ্রীষ্মে তাপের আধিক্য পাও এবং শীতে শীতের তীব্রতা অনুভব কর। —বুখারি ও মুসলিম

বুখারির অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তোমরা যে গরমের আধিক্য অনুভব কর, তা জাহান্নামের গরম নিঃশ্বাসের কারণেই এবং তোমরা যে শীতের আধিক্য অনুভব কর তা এর শীতল নিঃশ্বাসের কারণেই হয়ে থাকে।

সমাপনী : গরম-ঠান্ডা আল্লাহর অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং, মানুষের উচিত এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সাবধান হওয়া। সালাত আদায়ের মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : مَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْاِبْرَادِ بِالظُّهْرِ؟ وَمَا قَالَ فِيْهِ الشَّافِعِيَّةُ؟ وَمَا هُوَ رَأْيُكُمْ فِيْهِ؟

প্রশ্ন-১ : জোহরকে শীতল করার উদ্দেশ্য কী? এ ব্যাপারে শাফেয়িগণের বক্তব্য কী? এতে আপনাদের মত কী?

উত্তর : জোহরকে শীতল করার তাৎপর্য : মহানবী (স)-এর বাণী **اَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ** এখানে **اِبْرَادُ** অর্থ– শীতল করা তথা গরম বস্তুকে বা রৌদ্রের তাপকে শীতল করা। সুতরাং, **اَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ** অর্থ– তোমরা গ্রীষ্মকালে জোহরের সালাত শীতল করে আদায় কর। এ অংশের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

ক. হানাফিগণ বলেন, গ্রীষ্ম ঋতুতে জোহরের সালাতকে দেরি করে ঠান্ডা সময়ে আদায় করা উত্তম। ঠান্ডা বলতে কোনো বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত তার ছায়া একগুণ হওয়ার পর আদায় করা।

খ. কারো কারো মতে, **اِبْرَادٌ بِالظُّهْرِ** দ্বারা বস্তুর ছায়া তার দৈর্ঘ্যের এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত বিলম্ব করাকে বুঝানো হয়েছে।

গ. কেউ কেউ বলেন, বস্তুর ছায়া অর্ধেক পরিমাণ হওয়া পর্যন্ত বুঝানো হয়েছে।

ঘ. আবার কেউ কেউ বলেন, এক তৃতীয়াংশ হওয়াকে বুঝানো হয়েছে।

ঙ. **শাফেয়িগণের বক্তব্য :** শাফেয়ি মতাবলম্বীদের মতে, জোহরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে তথা সকাল সকাল আদায়ই উত্তম। তারা إِبْرَادٌ بِالظُّهْرِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন–

صَلُّوْا فِي وَقْتِ الْحَرِّ وَاَبْرِدُوْا الْحَرَارَةَ بِسَبَبِ اَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَارَةِ.

অর্থাৎ, তোমরা উত্তাপের সময়ই সালাত আদায় করে এবং গরমে সালাত আদায়ের মাধ্যমে উত্তাপকে শীতল কর।

আমার অভিমত : আমার মতে, গরমের তীব্রতা কমার পর সালাত আদায় করা উত্তম। কেননা, হাদিসে এসেছে, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ اَبْرَدَ وَاِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ عَجَّلَ. এখানে اَبْرَدَ-এর বিপরীতে عَجَّلَ এসেছে। সুতরাং, اِبْرَادٌ-এর অর্থ– تَأْخِيْرٌ তথা 'দেরি করা' হবে।

اَلسُّؤَالُ (٢) : اَلْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلَى اَنَّ الْبَرْدَ وَالْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاَهْلُ الْهَيْئَةِ يَقُوْلُوْنَ : اَنَّهُمَا مِنْ تَاثِيْرِ الشَّمْسِ فَمَا هُوَ جَوَابُكَ عَنْهُ؟

প্রশ্ন-২ : হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গরম ও ঠান্ডা জাহান্নামের নিঃশ্বাস হতে সৃষ্ট, আর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, এটা সূর্যের প্রভাবে হয়ে থাকে। অতএব, এ ব্যাপারে আপনার উত্তর কী?

উত্তর : হাদিস ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতামতের মধ্যে বৈপরীত্য : আলোচ্য হাদিসের ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর গরম ও ঠান্ডা জাহান্নামের নিঃশ্বাসেরই প্রতিফলন। অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, সূর্যের তাপেই এমনটা হয়ে থাকে।

সমাধান : মুহাদ্দিসগণ এ বৈপরীত্যের নিম্নরূপ সমাধান দিয়েছেন–

১. মহানবী (স) হাকিকতের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন 'শীত ও গরম জাহান্নামের কারণে হয়ে থাকে। কেননা, সূর্য জাহান্নাম থেকে উষ্ণতা গ্রহণ করে পৃথিবীতে বিতরণ করে থাকে।

২. অথবা, আলোচ্য হাদিসে দোযখের তাপ কথাটি مَجَازِىْ তথা রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, গরমের উত্তাপ যেন দোযখের আগুন, আর ঠান্ডার শীতলতা যেন জাহান্নামের শীতলতা।

৩. জাহান্নামের স্ফুলিঙ্গ হতে সূর্য সৃষ্টি হয়েছে এবং তা জাহান্নামের নমুনা। আর সৃষ্টিকর্তার অসীম কুদরতের নিদর্শন হিসেবে পৃথিবীতে ঠান্ডা ও গরম অনুভূত হয়।

৪. হাদিস মহানবী (স)-এর বাণী, যা অকাট্য দলিল হিসেবে গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিকদের ধারণায় ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তাই হাদিসের মোকাবিলায় বিজ্ঞানীদের ধারণা বা অভিমত পরিত্যাজ্য।

৬. অথবা, বলা যায় যে, বাস্তবে فَيْحُ جَهَنَّمَ-এর কারণে গরম হয় একথা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে تَشْبِيْه উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, পৃথিবীর উষ্ণতা জাহান্নামের উষ্ণতার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। তাই তোমরা প্রচণ্ড গরমের সময় সালাত আদায় করিও না।

اَلسُّؤَالُ(٣) : اُكْتُبْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

প্রশ্ন-৩ : আবু হুরায়রা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখুন।

উত্তর : আবু হুরায়রা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী :

নাম ও পরিচিতি : তাঁর প্রকৃত নাম ও বংশের ব্যাপারে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। প্রসিদ্ধ মতে, ইসলামের পূর্বে তাঁর নাম ছিলো আবদে শামস বা আবদে আমর। আর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয়, আবদুল্লাহ বা আবদুর রহমান। তাঁর বংশের নাম– দাওস। উপনাম– আবু হুরায়রা। পিতার নাম সখর ও মাতার নাম মায়মুনা।

জন্ম : তিনি হিজরতের প্রায় ২২/২৩ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

আবু হুরায়রা এ উপনামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ : আবু হুরায়রা অর্থ বিড়ালছানার মালিক। ছোট্ট একটি বিড়ালছানা সর্বদা তাঁর সাথে থাকত, একদা তাঁর সাথে এ বিড়াল ছানাটি দেখে রাসূল (স) কৌতুক করে তাঁকে আবু হুরায়রা তথা বিড়ালছানার মালিক বলে সম্বোধন করেছিলেন, 'তখন থেকেই তিনি এ উপনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি সপ্তম হিজরি মোতাবেক ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে খায়বর যুদ্ধের বছর ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট সাহাবি তোফায়েল ইবনে আমর আদ-দাওসির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তাঁর জন্যে রাসূল (স)-এর দোয়া : আবু হুরায়রা (রা) তাঁর নিজের ব্যাপারে বলেছেন, 'একদা আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছ থেকে যা কিছু শ্রবণ করি-এর সবকিছু স্মরণ রাখতে পারি না।' উত্তরে রাসূল (স) আমাকে বললেন, 'তোমার চাদরটি প্রসারিত কর' আমি প্রসারিত করলাম, প্রিয়নবি (স) তাতে দোয়া করেন। অতঃপর তিনি বহু হাদিস বর্ণনা করেন, আমি তাঁর থেকে যা কিছু শুনতাম তা আর ভুলতাম না।

তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা : আল্লামা বদরুদ্দিন আইনির মতে, তাঁর বর্ণিত হাদিস ৫৩৭৪টি। ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম (র) যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন ৩২৫টি। এককভাবে ইমাম বুখারি (র) বর্ণনা করেছেন ৭৯টি, আর ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেছেন ৭৩/৯৩টি।

ইন্তেকাল : তাঁর ইন্তেকালের সন সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে যথা, ৫৭, ৫৮ ও ৫৯ হিজরি। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৮ বছর। মদিনার অদূরে 'কাসবা' নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত করা হয়।

٤. حَقِّقِ الْكَلِمَاتَ : اِشْتَدَّ، اِشْتَكَتْ، نَفْسَيْنِ، تَجِدُوْنَ، اَبْرِدُوْا ، فَيْحٌ ، الزَّمْهَرِيْرُ، سَمُوْمٌ.

প্রশ্ন-৪ : শব্দ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ বিশ্লেষণ করা হলো।

اِشْتَدَّ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস ماضى مطلق معروف বাবে افتعال মাসদার الاشتداد মাদ্দাহ ش د د জিনসে مُضَاعَفٌ ثُلَاثِيٌّ ' অর্থ, সে কঠোর হলো।

اِشْتَكَتْ : সিগাহ واحد مؤنث غائب বহস ماضى مطلق معروف বাবে افتعال মাসদার اَلْاِشْتِكَاءُ মাদ্দাহ ش ك ى জিনসে نَاقِصٌ يَائِيٌّ অর্থ, সে অভিযোগ করলো।

نَفْسَيْنِ : শব্দটি দ্বিবচন, একবচনে نَفَسٌ বহুবচনে أَنْفَاسٌ অর্থ, দুটি শ্বাস।

تَجِدُوْنَ : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস فعل مضارع معروف اثبات বাবে ضرب মাসদার الوجدان মাদ্দাহ و ج د জিনসে مِثَالٌ وَاوِيٌّ অর্থ, তোমরা পাবে।

اَبْرِدُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস اَمَرٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাবে افعال মাসদার اَلْاِبْرَادُ মাদ্দাহ ب ر د জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তোমরা শীতল করো।

فَيْحٌ : শব্দটি اسم جامد ও একবচন, বহুবচনে فِيَاحٌ অর্থ, তীব্রতা জুড়িয়ে পড়া। এখানে গরম নিঃশ্বাসের তীব্রতা উদ্দেশ্য।

اَلزَّمْهَرِيْرُ : মাত্রাতিরিক্ত উষ্ণতা, উষ্ণ বাতাস। একবচন, বহুবচনে زَمْهَرَائِرُ

سُمُوْمٌ : শব্দটি اِسْمُ جَامِدٍ ও একবচন, বহুবচনে سمائم অর্থ, মাত্রাতিরিক্ত উষ্ণতা।

প্রশ্ন-২৫ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

উত্তর : ভূমিকা : সালাতের সময় আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক নির্ধারিত। অল্প সময় বাকি থাকতে সালাত শুরু করার কারণে শেষ করতে করতে সময় ফুরিয়ে গেলে সে সালাত পুনঃ আদায় করে নিতে হয়।

উৎস : বক্ষ্যমাণ হাদিসখানা হাদিস জগতের অনবদ্য গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ গ্রন্থের كِتَابُ الصَّلَاةِ-এর অন্তর্গত تَعْجِيْلُ الصَّلَاةِ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হতে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে মানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মহানবী (স) ফজর ও আসর সালাতের শেষ সময় সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুবাদ : প্রখ্যাত হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের এক রাকাত পেলো, সে যেন সম্পূর্ণ ফজরের সালাতের ওয়াক্তই পেলো। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের এক রাকাত পেলো, সে যেন সম্পূর্ণ আসরের সালাতই পেল।

সমাপনী : সালাত আদায়ে বিলম্ব হয়ে গেলে সালাতের মধ্যেই যদি সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত হয়ে যায়, তবে সে সালাত পরে অবশ্যই আদায় করতে হবে। তাই সঠিক সময়ে সালাত আদায় করার জন্যে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সালাতের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ(١) : مَا الْخِلَافُ فِيْ وَقْتِ الْعَصْرِ؟

প্রশ্ন-১ : আসরের সালাতের সময় নিয়ে ইমামদের মাঝে কী মতভেদ রয়েছে?

উত্তর : আসরের সালাতের সময় নিয়ে ইমামদের মতভেদ : আসরের সালাতের সময়-সীমা নিয়ে ইমামদের মাঝে নিম্নোক্ত মতভেদসমূহ পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

আসরের প্রারম্ভিক সময় :

ক. **ইমামত্রয় এবং সাহেবাইনের অভিমত :** ইমাম মালেক, শাফেয়ি, আহমদ ও সাহেবাইনের মতে, প্রত্যেক বস্তুর মৌলিক ছায়া ব্যতীত বস্তুর ছায়া একগুণ হলে আসর সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়।

দলিল : ١. اَنَّهُ ﷺ قَالَ : وَقْتُ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهٖ مَالَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ.

٢. عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهٖ اَنَّ صَلَاةَ الظُّهْرِ اِلٰى اَنْ يَكُوْنَ اَحَدُكُمْ مِثْلَهٗ.

আলোচ্য হাদিসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, মৌলিক ছায়া ব্যতীত যে কোনো বস্তুর ছায়া এক গুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে, এরপর-ই আসরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়।

খ. **ইমাম আবু হানিফা (র)-এর অভিমত :** ইমাম আবু হানিফা (র)-এর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আছলী ছায়া ব্যতীত বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে এবং এর পরই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। **দলিল :**

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ الْعَصْرِ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهٗ.

আসরের শেষ সময় : আসরের শেষ সময় নিয়ে ইমামদের মাঝে নিম্নোক্ত মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যথা–

ক. **জুমহুরের অভিমত :** জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, আসরের শেষ সময় হচ্ছে– সূর্যাস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত। তাঁদের দলিল হচ্ছে, مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ

খ. **হাসান ইবনে যিয়াদের অভিমত :** হাসান ইবনে যিয়াদের মতে, সূর্য হলুদ বর্ণ হলেই আসরের সময় শেষ হয়ে যায়। এ মর্মে ইমাম শাফেয়ি থেকেও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। দলিল হচ্ছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ قَالَ : اٰخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ حِيْنَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ.

اَلسُّؤَالُ (٢) : قَالَ الْحَنَفِيَّةُ بِاِدْرَاكِ الْعَصْرِ دُوْنَ اِدْرَاكِ الْفَجْرِ فَمَاذَا حَمَلَهُمْ عَلَى التَّفْرِيْقِ بَيْنَ الْاِدْرَاكَيْنِ؟ بَيِّنْ بِالتَّفْصِيْلِ.

প্রশ্ন-২ : হানাফিগণ বলেন, আসরের সালাত শুদ্ধ হবে, তবে ফজরের সালাত শুদ্ধ হবে না– তাহলে হাদিসে বর্ণিত اِدْرَاكٌ দ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? আলোচনা করুন।

উত্তর : হানাফিদের উক্তির বিশ্লেষণ : ইমাম আবু হানিফা (র) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, কেউ যদি ফজরের সালাত সূর্য উদয়ের পূর্বে শুরু করে এবং সালাত শেষ হওয়ার পূর্বে সূর্য উদয় হয়ে যায়। তাহলে তার ফজরের সালাত আদায় হবে না। পক্ষান্তরে, কেউ যদি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাত শুরু করে এবং সালাম শেষ হবার পূর্বে সূর্যাস্ত হয়ে যায় তাহলে তার সালাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু আলোচ্য হাদিসে উভয় সালাতই শুদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাহলে এর সমাধান কী?

সমাধান : ইমাম আবু হানিফা (র) একটি শক্তিশালী দলিলের ভিত্তিতে উপরিউক্ত মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, غُرُوْبٌ ও طُلُوْعٌ উভয় সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হলেও আসরের সালাত এক বিশেষ কারণে আদায় হয়ে যায়। কেননা, اِصْفِرَارُ الشَّمْسِ হচ্ছে আসরের وَقْتُ نَاقِصٍ সুতরাং, সালাতের শুরু ও শেষ وَقْتُ نَاقِصٍ-এর মধ্যেই হচ্ছে।

অপরদিকে ফজরের সালাতের সম্পূর্ণ সময় হচ্ছে وَقْتُ كَامِلٍ এবং এটা আদায় হলো, وَقْتُ نَاقِصٍ - সহ। উসুলের একটি বিধান হচ্ছে, مَا وَجَبَ كَامِلًا لَا يَتَأَدّٰى نَاقِصًا এজন্যে طُلُوْعُ الشَّمْسِ-এর মধ্যে ফজরের সালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু غُرُوْبُ الشَّمْسِ এ আসরের সালাত ভঙ্গ হবে না।

اَلسُّؤَالُ (٣) : مَا حُكْمُ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ الطُّلُوْعِ اَوْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوْبِ؟ فَصِّلْ.

প্রশ্ন-৩ : যে ব্যক্তি ফজরের সালাতের সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে এক রাকাত পাবে, অথবা, আসরের সালাত সূর্যাস্ত যাওয়ার পূর্বে এক রাকাত পাবে তার বিধান কী? আলোচনা করুন।

উত্তর : যে ফজর কিংবা আসরের এক রাকাত পেলো তার বিধান : যদি কোনো লোক সূর্যোদয়ের আগে সালাতুল ফজরের এক রাকাত অথবা সূর্যাস্তের পূর্বে সালাতুল আসরের এক রাকাত পায়, তাহলে তার সালাতের হুকুম কী হবে, এ মাসয়ালায় আলেমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যথা–

১. ইমাম তাহাবি (র) বলেন, তার কোনো সালাত সহিহ হবে না। কেননা, তার সালাত اَوْقَاتٌ مَنْهِيَّةٌ-এর মধ্যে হয়েছে।

২. ইমামত্রয় বলেন যে, তার উভয় সালাত সহিহ হবে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের কারণে সালাত ভঙ্গ না করে অবশিষ্ট সালাত আদায় করে নিতে হবে। কেননা, এ হাদিসে বলা হয়েছে, فَقَدْ اَدْرَكَ এমনকি অন্য হাদিসে আছে–

اِذَا اَدْرَكَ اَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهٗ وَاِذَا اَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهٗ.

৩. ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, صَلَاةُ الْعَصْرِ সহিহ হবে, তবে صَلَاةُ الْفَجْرِ সহিহ হবে না। কেননা, طُلُوْعٌ ও غُرُوْبٌ নিষিদ্ধ ওয়াক্ত হলেও আসরের সালাত ভিন্ন এক কারণে সহিহ হবে।

সেটি হলো, شَمْس اِصْفِرَارِ ও غُرُوْبٌ হচ্ছে, وَقْتِ نَاقِصٌ। সুতরাং, আসরের সালাত وَقْتُ نَاقِصِ-এর মধ্যে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে, وَالْقَاعِدَةُ مَا وَجَبَ نَاقِصًا يَتَأَدّٰى نَاقِصًا কিন্তু ফজরের পুরো সময় হচ্ছে, وَقْتِ كَامِلْ উসুলের বিধান হলো, مَا وَجَبَ كَامِلًا لَايَتَأَدّٰى نَاقِصًا এজন্যে طُلُوْعِ شَمْس-এর সময়ে ফজরের সালাত ফাসেদ হবে।

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব :

১. এ হাদিসটি সাধারণ মুসল্লিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য, যাদের ওপর প্রথম বার সালাত ফরয হয়েছে। যেমন– كَالصَّبِيِّ اِذَا بَلَغَ وَالْكَافِرُ اِذَا اَسْلَمَ وَالْحَائِضُ اِذَا طَهُرَتْ অর্থাৎ, বয়সী শিশু যখন সে বালেগ হয়, অমুসলিম যখন মুসলিম হয় এবং ঋতুমতী যখন পবিত্র হয়।

২. ইমাম তাহাবি বলেন, مَعْنَاهُ فَقَدْ اَدْرَكَ وُجُوْبَ الصَّلَاةِ اَوْ فَضِيْلَةَ الْجَمَاعَةِ

৩. আর فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهٗ-এর অর্থ হলো, فَلْيَأْتِ بِهَا عَلٰى وَجْهِ التَّمَامِ

اَلسُّؤَالُ (٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : اَدْرَكَ، تَطْلُعُ، تَغْرُبُ، رَكْعَةٌ.

প্রশ্ন-৪ : শব্দ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ বিশ্লেষণ করা হলো।

اَدْرَكَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى مثبت معروف বাবে افعال মাসদার الادراك মাদ্দাহ د ر ك জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সে নাগাল পেলো।

تَطْلُعُ : সিগাহ واحد مؤنث غائب বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে نصر মাসদার الطلوع মাদ্দাহ ط ل ع জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, উদিত হয়।

تَغْرُبُ : সিগাহ واحد مؤنث غائب বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে نصر মাসদার الغروب মাদ্দাহ غ ر ب জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, অস্তমিত হয়।

رَكْعَةٌ : শব্দটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে ركعات অর্থ, রাকয়াতসমূহ।

প্রশ্ন-২৬ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ يُنَادِىْ بِهَا اَحَدٌ فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِتَّخِذُوْا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ : اَوَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُنَادِىْ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَا بِلَالُ قُمْ، فَنَادِ بِالصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

উত্তর : ভূমিকা : ইসলামি শরিয়তে একাকী সালাত আদায় করার চেয়ে জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের সওয়াব অনেক বেশি। আর আযানের মাধ্যমেই একত্রে অনেক মুসল্লিকে নিয়ে একই সময় জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা যায়।

উৎস : মহিমান্বিত হাদিসটি বিখ্যাত হাদিস সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবিহ'-এর 'সালাত' পর্বের اَلْاَذَانُ নামক অধ্যায় থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে মূলত 'আযান' প্রচলনের ইতিকথা আলোচনা করা হয়েছে।

অনুবাদ : রাসূল (স)-এর একান্ত ভক্ত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– মুসলমানগণ যখন মদিনায় আগমন করলেন, তখন তারা সালাতের সময় একত্রিত হওয়ার জন্যে ধারণা করে একটা সময় স্থির করে নিতেন। (সময় অনুযায়ীই সবাই সমবেত হতেন) তবে সালাতের জন্যে কেউ আহ্বান করতো না।

একদিন তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন তাদের কেউ কেউ বললেন, খ্রিষ্টানদের মতো একটি ঘণ্টা বাজানো হোক। আবার কেউ কেউ বললেন, ইহুদিদের মতো শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হোক। তখন ওমর (রা) বললেন, তোমরা কি একজন ব্যক্তিকে পাঠাতে পারবে না, যে মানুষকে সালাতের প্রতি আহ্বান করবে। তখন রাসূল (স) বেলাল (রা)-কে বললেন, হে বেলাল! ওঠ এবং সালাতের প্রতি মানুষকে আহ্বান কর। –বুখারি ও মুসলিম

সমাপনী : ইসলামে আযানের গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং আমাদের সমাজকে তথা গোটা পরিবেশকে আযানের ধ্বনিতে মুখরিত করে তোলা উচিত। আল্লাহ তা'য়ালার বড়ত্বের ঘোষণা সর্বত্রই উচ্চারিত হওয়া উচিত।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : আযান প্রচলনের কাহিনী বর্ণনা করুন। اَلسُّؤَالُ (١) : اُكْتُبْ وَاقِعَةَ لِمَشْرُوْعِيَّةِ الْأَذَانِ مُفَصَّلاً

উত্তর : আযান প্রচলনের ইতিকথা : শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (র) বলেন, হিজরতের পর মসজিদে নববির নির্মাণ কাজ শেষ হলে সকলেই জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করলো; কিন্তু সালাতের সময় হলে সকল লোককে একত্রিত করার মতো কোনো সংকেত বা চিহ্ন ছিলো না। তাই রাসূল (স) সাহাবিদের নিয়ে একটি অধিবেশনে বসলেন।

এ অধিবেশন থেকে ৪টি প্রস্তাব আসে।

১. সালাতের সময় হলে ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেয়া।

২. আগুন প্রজ্বলন করা। ৩. শিঙ্গা বাজানো। ৪. ঢোল বাজানো।

আলোচ্য প্রস্তাবসমূহ হতে কোনো প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। প্রথম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণ হচ্ছে, যারা কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকবে, তারা ঝাণ্ডা দেখবে না। যেহেতু অগ্নি জ্বালানো অগ্নিপূজকদের কাজ, সেহেতু দ্বিতীয় প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য হয়নি। শিঙ্গা বাজানো খ্রিষ্টানদের কাজ এবং ঢোল বাজানো ইহুদিদের কাজ, এজন্যে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রস্তাবও গ্রহণীয় হয়নি।

পরামর্শ সভা সে দিনের জন্যে মুলতুবি করা হলো। ঐ রাতে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ স্বপ্নে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি শিঙ্গা নিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, শিঙ্গাটি আমার নিকট বিক্রয় কর। এর মাধ্যমে আমি মানুষদেরকে সালাতের দিকে ডাকবো। লোকটি বললো, আমি তোমাকে এর চেয়ে একটি উত্তম পদ্ধতি শিক্ষা দিবো কি? একথা বলে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদকে আযানের কালেমাগুলো শিক্ষা দিলেন।

রাত পোহালে তিনি রাসূলের নিকট স্বপ্নটি খুলে বললেন। স্বপ্ন শুনে রাসূল (স) বললেন, اِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقَّةٌ "নিশ্চয়ই এটা একটি সত্য স্বপ্ন"। বেলালকে কালেমাগুলো শিখিয়ে দাও। বেলাল যোহরের আযান দিলে ওমর দৌড়ে এসে বললেন, يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِىْ رَأَى

বর্ণিত আছে যে, সে রাতে ১৪ জন সাহাবি একই স্বপ্ন দেখেছেন। এভাবেই ইসলামে আযান প্রবর্তিত হয়েছে।

প্রশ্ন-২ : ইসলামে আযানের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। **اَلسُّؤَالُ (٢) : اَوْضِحْ اَهَمِّيَّةَ الْاَذَانِ فِي الْاَسْلَامِ.**

উত্তর : ইসলামে আযানের গুরুত্ব :

ইসলামের অন্যতম شِعَارٌ হচ্ছে আযান। এর গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন–

১. আযানের মাধ্যমে তাওহিদ ও রিসালাতসহ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দেয়া হয়।
২. এতে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির ঘোষণা দেয়া হয়।
৩. এর দ্বারা ঐক্যবদ্ধভাবে জামায়াতে সালাত আদায় সম্ভব হয়।
৪. এর মাধ্যমে পরস্পরকে জানার ও বোঝার জন্যে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।
৫. এতে গণমানুষের মাঝে ইসলামি জাগরণের সৃষ্টি হয়।
৬. এর দ্বারা মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার শিক্ষা দেয়া হয়।
৭. এটা শয়তানের প্রতারণা মুক্ত জীবন-যাপনের পথ দেখায়।
৮. এর দ্বারা পারস্পরিক ভেদাভেদ ভুলে এক কাতারে শামিল হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়।
৯. এর মাধ্যমে নেতার আনুগত্য করার আহ্বান বিঘোষিত হয়।
১০. সর্বোপরি আযানের মাধ্যমে ইসলামের ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রকাশ পায়। সুতরাং এসব দিক বিবেচনা করলে বলা যায় যে, ইসলামে আযানের গুরুত্ব অপরিসীম।

اَلسُّؤَالُ (٣) : مَا مَعْنَى الْاَذَانِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ وَمَا الْحِكْمَةُ فِيْ مَشْرُوْعِيَّتِهِ؟

প্রশ্ন-৩ : আযানের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? তা প্রবর্তনে কী হিকমত রয়েছে?

উত্তর : اَذَانٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : اَذَانٌ শব্দটি سَلَامٌ-এর উচ্চারণে বাবে تَفْعِيْلٌ-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ اَلْاِعْلَامُ তথা জানিয়ে দেয়া, ঘোষণা করা। যেমন কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে, وَاَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى النَّاسِ অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

শরিয়তের পরিভাষায় আযান হলো, هُوَ الْاِعْلَامُ بِدُخُوْلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِاَلْفَاظٍ مَشْرُوْعَةٍ

অর্থাৎ, শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত শব্দাবলির মাধ্যমে সালাতের সময় সমাগত হওয়ার কথা জানিয়ে দেয়াকে আযান বলে।

অন্যভাবে বলা যায়, هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اِعْلَامٍ مَخْصُوْصٍ فِيْ اَوْقَاتٍ مَخْصُوْصَةٍ بِاَلْفَاظٍ مَخْصُوْصَةٍ لِلصَّلَاةِ

ইসলামে আযান প্রবর্তনের হিকমত : ইসলামে আযান প্রবর্তনের পেছনে অনেক হেকমত রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. আযানের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তাওহিদ ও রিসালাতের বৈপ্লবিক ঘোষণা দেয়া হয়।
২. মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধ্বনিতে পৃথিবী মুখরিত হয়।
৩. আযানের মাধ্যমে সকল মু'মিনের অন্তরে ঈমানি জযবা সৃষ্টি করা হয়।
৪. আযানের মধ্যে উভয় জাহানের কল্যাণের ঘোষণা দেয়া হয়।
৫. ইসলামি রাষ্ট্রের বাস্তবতা আযানের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়।
৬. আযানের কারণে বাতিলের মনে ভয়ের সৃষ্টি হয়।
৭. আযানের মাধ্যমে মুসলমানদের পরস্পর সম্মিলনের শুভ সূচনা হয়।
৮. আযান পারস্পরিক ঐক্যের শপথ নেয়ার একটি বিরাট মাধ্যম।
৯. আয়ানের দ্বারা বড় জামায়াতের আশা করা যায়। এতে করে একত্রে সকল মুসল্লিকে নিয়ে জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা যায়।
১০. আযান হচ্ছে মুসলিম চেতনার প্রতিধ্বনি।

اَلسُّؤَالُ (٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : يَجْتَمِعُوْنَ ، لَا تَبْعَثُوْنَ، تَكَلَّمُوْا، يُنَادِيْ، قُمْ، يَتَحَيَّنُوْنَ.

প্রশ্ন-৪ : শব্দ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ বিশ্লেষণ করা হলো।

يَجْتَمِعُوْنَ : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহস إِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ মাসদার افتعال মাসদার الاجتماع মাদ্দাহ ج م ع জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তারা একত্রিত হয়।

لَا تَبْعَثُوْنَ : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস نفی فعل مضارع معروف বাবে فتح মাসদার البعث মাদ্দাহ ب ع ث জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তোমরা প্রেরণ করছ না।

تَكَلَّمُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহস ماضى مطلق معروف বাবে تفعل মাসদার التكلم মাদ্দাহ ك ل م জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তারা কথা বার্তা বললেন, আলোচনা করলেন।

يُنَادِيْ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস إِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে مفاعلة মাসদার مناداة মাদ্দাহ ن د ى জিনসে نَاقِصٌ يَائِيٌّ অর্থ, সে আহ্বান করে।

قُمْ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস اَمْرٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাবে نصر মাসদার القيام মাদ্দাহ ق و م জিনসে اجوف واوى অর্থ, তুমি দাঁড়াও।

يَتَحَيَّنُوْنَ : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহস إِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে تفعل মাসদার التحين মাদ্দাহ ح ى ن জিনসে اجوف يائى অর্থ, তারা সময় স্থির করে নেয়।

প্রশ্ন-২৭ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرَيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَاتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسْجِدِ مَسَاجِدَ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى وَمَسْجِدِيْ هٰذَا. (مُتَفَقٌ عَلَيْهِ)

উত্তর : ভূমিকা : ইসলাম ভ্রমণের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে, তবে সওয়াবের নিয়তে কোনো মসজিদ কিংবা মাজার যিয়ারতের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। অবশ্য সুনির্দিষ্টভাবে মসজিদে আকসা, বায়তুল্লাহ শরিফ এবং মসজিদে নববীর যিয়ারতকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

উৎস : মানবতার মুক্তিদূত নবী (স)-এর অমীয় বাণীটুকু হাদিস গ্রন্থ 'মিশকাতুল মাসাবিহ'-এর অন্তর্গত اَلْمَسَاجِدُ وَمَوَاضِعُ الصَّلَاةِ নামক অধ্যায় থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : উক্ত হাদিসে সওয়াবের নিয়তে যিয়ারত নিষিদ্ধকরণ এবং এর পাশাপাশি মসজিদে হারাম, মসজিদে নববি ও মসজিদে আকসার ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবি আবু সাইদ খুদরি (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনটি মসজিদ ব্যতীত সওয়াবের উদ্দেশে অপর কোথাও সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করো না। সে তিনটি মসজিদ হচ্ছে–

১. মসজিদুল হারাম। ২. মসজিদুল আকসা তথা বাইতুল মুকাদ্দাস।

৩. আমার মসজিদ তথা মসজিদে নববি। (বুখারি ও মুসলিম)

সমাপনী : সওয়াব হাসিলের উদ্দেশে তিনটি মসজিদ তথা বায়তুল্লাহ, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসা ব্যতীত ভ্রমণে বের হওয়াকে ইসলামে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : مَا هُوَ حُكْمُ شَدِّ الرِّحَالِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ اِلٰى غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ؟

প্রশ্ন-১ : বিশেষ তিনটি মসজিদ ব্যতীত অপরাপর স্থানে যিয়ারতের বিধানের ব্যাপারে আলেমদের মতামত ব্যক্ত করুন।

উত্তর : বিশেষ তিনটি মসজিদ ব্যতীত অপরাপর স্থানে যিয়ারতের বিধান :

উক্ত হাদিসে উল্লিখিত তিনটি মসজিদ ব্যতীত আর কোথাও সওয়াবের উদ্দেশে ভ্রমণ করার ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের মতামত নিম্নরূপ–

ক. **আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার অভিমত :** আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার মতে, উপরোল্লিখিত তিনটি মসজিদ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও সওয়াবের উদ্দেশে সফর করা জায়েয নেই। এমনকি শুধুমাত্র নবী-রাসূলগণের রওযা যিয়ারত ছাড়া অলিদের মাজার যিয়ারতের উদ্দেশেও ভ্রমণ করা বৈধ নয়।

খ. **আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরির অভিমত :** আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (র)-এর মতে, বিশেষ সওয়াবের উদ্দেশে সফর করা যাবে না। তবে নবী-রাসূল কিংবা অলীদের মাজার যিয়ারতের উদ্দেশে সফর জায়েয। তাঁর মতে, আলোচ্য হাদিসে মসজিদের কথা বলা হয়েছে। কবর যিয়ারতের ব্যাপারকে নিষেধ করা হয়নি।

বিশেষ সওয়াবের নিয়ত ব্যতীত অন্য কোনো কারণে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে সফর করা জায়েয। যেমন– কোনো ঐতিহাসিক মসজিদ পরিভ্রমণ, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সফর ইত্যাদি বৈধ। দলিল হচ্ছে–

١. سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ.

٢. اُطْلُبِ الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ.

প্রশ্ন-২ : তিনটি মসজিদের মর্যাদা বর্ণনা করুন। اَلسُّؤَالُ (٢) : بَيِّنْ فَضَائِلَ مَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ.

উত্তর : তিনটি মসজিদের মর্যাদা : প্রশ্নে বর্ণিত مَسَاجِدُ الثَّلَاثَةِ বলতে মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা ও মসজিদে নববীকে বুঝানো হয়েছে। বিশ্বের আর যে কোনো মসজিদ থেকে এ তিনটি মসজিদের গুরুত্ব ও ফযীলত অত্যধিক। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে এগুলোর ফযীলত বিবৃত হলো।

মসজিদে হারামের মর্যাদা : এ মসজিদ পৃথিবীতে নির্মিত সর্বপ্রথম মসজিদ। এটাকে প্রদক্ষিণ করা হজ্জের অন্যতম রুকন এবং মাগফিরাতের ওয়াসীলা। এ মসজিদের বিশেষ ফযিলত হচ্ছে, এখানে সালাত বা অন্য যে কোনো ইবাদত করলে প্রতিটি কাজের বিনিময়ে এক লাখ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। যেমন আনাস (রা) হতে বর্ণিত, وَصَلَاتُهُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِأَةِ اَلْفٍ.

মসজিদে আকসার মর্যাদা : মসজিদে আকসার বিবরণ কুরআনুল কারিমে একাধিকবার এসেছে। এ মসজিদ থেকেই রাসূল (স) মি'রাজে গমন করেন। এ মসজিদের বিশেষ ফযিলত হচ্ছে– এ মসজিদে এক রাক'াত সালাত অন্যান্য মসজিদের পঞ্চাশ হাজার রাক'য়াত সালাতের সমান।

মসজিদে নববীর মর্যাদা :

ইসলামের ইতিহাসে এ মসজিদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। রাসূল (স) বলেছেন– যে ব্যক্তি এ মসজিদে কিছু শেখার জন্যে কিংবা শেখানোর জন্যে আসে, সে মুজাহিদের মর্যাদা পাবে। এ মসজিদের বিশেষ ফযিলত হচ্ছে– এখানে এক রাক'য়াত সালাত অন্যান্য মসজিদে এক হাজার মতান্তরে ৫০ হাজার রাক'য়াত সালাত আদায় করার সমান সওয়াব পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-৩ : কবর যিয়ারতের উদ্দেশে ভ্রমণ করার হুকুম কী? **اَلسُّؤَالُ (٣) : مَا الْحُكْمُ فِي السَّفَرِ لِزِيَارَةِ الْمَقَابِرِ.**

উত্তর : কবর যিয়ারতের উদ্দেশে ভ্রমণ করার হুকুম : কারো কবর যিয়ারতের উদ্দেশে ভ্রমণ করা বৈধ কি-না এ ব্যাপারে দুটো মতামত রয়েছে। যেমন–

১ জুমহুর আলেমের মতে, হাদিসে বর্ণিত তিন মসজিদ ব্যতীত সওয়াব অর্জনের আশায় কোনো কবর যিয়ারতের উদ্দেশে ভ্রমণ করা বৈধ নয়। কিন্তু প্রয়োজনে কোনো স্থানে ভ্রমণ করে থাকলে সেখানে অবস্থিত কোনো নেককার ব্যক্তির কবরকে কিংবা সাধারণভাবে মুসলমানদের কবর যিয়ারত করা সুন্নত।

দলিল :

قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدُ الْحَرَامِ مَسْجِدُ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِيْ هٰذَا.

এখানে উল্লেখ্য, ভ্রমণের উদ্দেশ্য ব্যতীত এমনিতে কবর যিয়ারত করা সুন্নত।

দলিল :

قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ : إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرٍ يَعْرِفُهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَعَرَفَهُ.

২. অন্য একদল আলেমের মতে, নবী-রাসূল, মুহাক্কিক আলেম, অলী-আউলিয়া, আত্মীয়-স্বজন প্রমুখের কবর যিয়ারতের উদ্দেশে ভ্রমণ করা বৈধ।

দলিল : **قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ.**

তাদেরকে এখানে মহানবী (স) তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের দিকে সওয়াবের জন্যে গমন করার অবৈধতা সম্পর্কে বলেছেন; কিন্তু অন্য কোনো স্থান তা যদিও কবর হয়, তা যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি।

বিরোধীদের মতের প্রত্যুত্তর : বিরোধীদের মতামতের উত্তরে বলা যায় যে, لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ-এর মধ্যকার اَلرِّحَالُ শব্দটি عَامٌ ; এখান থেকে তিনটি মসজিদকে اِلَّا বলে اِسْتِثْنَاءٌ করার ফলে حَصْرٌ-এর হুকুম পাওয়া যায়। সুতরাং এ তিন মসজিদ ব্যতিরেকে কোথাও ثَوَابٌ-এর আশায় ভ্রমণ করা বৈধ নয়।

اَلسُّؤَالُ (٤) : اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : «وَمَسْجِدِيْ هٰذَا».

প্রশ্ন-৪ : নবী কারিম (স)-এর বাণী, وَمَسْجِدِيْ هٰذَا দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

উত্তর : وَمَسْجِدِيْ هٰذَا দ্বারা উদ্দেশ্য : সকল ইমাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এখানে مَسْجِدِيْ هٰذَا দ্বারা মসজিদে নববীকে বুঝানো হয়েছে।

اَلسُّؤَالُ (٥) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : مَسَاجِدُ، لَاتُشَدُّ، الْأَقْصَى، الرِّحَالُ، رَوْضَةٌ.

প্রশ্ন-৫: শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ বিশ্লেষণ করা হলো।

مَسَاجِدُ : শব্দটি اسم ظرف বহুবচন। একবচনে مسجد অথবা, مسجد-এর جمع منتهى الجموع শব্দগতভাবে جمع تكسير আর অর্থগতভাবে جمع كثرت অর্থ, মসজিদসমূহ, সিজদার স্থান।

لَاتَشُدُّ : সিগাহ اَلشَّدُّ মাসদার نصر বাবে اَمْرٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বহস وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ حاضر মাদ্দাহ ش د د জিনসে مُضَاعَفٌ ثُلَاثِيٌّ অর্থ, প্রস্তুতি নিও না, বেঁধো না। এখানে ভ্রমণ করা যাবে না।

اَلْاَقْصٰى : সিগাহ مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস اسم تفضيل বাবে نصر মাসদার اَلْقَصْوَةُ মাদ্দাহ ق ص و জিনসে نَاقِصْ وَاوِىٌّ অর্থ, দূর, প্রান্ত। বহুবচনে اَقَاصٍ।

اَلرِّحَالُ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে اَلرَّحْلُ এটা বাবে فتح يفتح -এর মাসদার। মাদ্দাহ ر ح ل জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সফরের উপকরণ।

رَوْضَةٌ : শব্দটি ইসমে জামেদ একবচন, বহুবচনে رِيَاضٌ অর্থ, উদ্যান, বাগান।

প্রশ্ন-২৮ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَصَاعِدًا.

উত্তর : ভূমিকা : সালাতের প্রতি রাক'য়াতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়। এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের সূচনা হয়েছে। সূরায়ে ফাতিহাকে اُمُّ الْقُرْاٰنِ নামে ভূষিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সারনির্যাস হচ্ছে সূরাতুল ফাতিহা।

উৎস : আলোচ্য মহিমান্বিত হাদিসখানি 'মিশকাতুল মাসাবিহ' শীর্ষক হাদিস গ্রন্থের كِتَابُ الصَّلٰوةِ -এর অন্তর্গত اَلْقِرَاءَةُ فِى الصَّلٰوةِ নামক অধ্যায় থেকে চয়িত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে সালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অনুবাদ : ওবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, ঐ ব্যক্তির সালাত বিশুদ্ধ হয়নি, যে সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি। —বুখারি ও মুসলিম

মুসলিম শরিফের অপর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন এবং তার ও বেশি কিছু পাঠ করেনি, তার সালাত শুদ্ধ হবে না।

সমাপনী : সালাতের প্রতি রাকয়াতে ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর ওপর সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। তবে মুক্তাদি ইমামের কিরায়াত নীরবে শ্রবণ করবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : بَيِّنْ اَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِىْ مَسْئَلَةِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِى الصَّلٰوةِ.

প্রশ্ন-১ : নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ সংক্রান্ত বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতামত আলোচনা করুন।

উত্তর : নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ সংক্রান্ত বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য : ইমামদের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে— একাকী সালাত আদায়কারী ও ইমামের ওপর সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। তবে মুক্তাদির ওপর সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে কি-না তাতে মতানৈক্য বিদ্যমান।

১. ইমাম শাফেয়ি (র)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ি (র)-এর মতে, মুক্তাদির ওপর সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। তাঁর দলিল হচ্ছে—

١. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ صَلّٰى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ.

২. ইমাম হানিফা (র)-এর অভিমত : ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর মতে, মুক্তাদির ওপর সূরা ফাতিহা পাঠ করার কোনো বিধান নেই; বরং সে নীরবে কিরায়াত শুনবে। তাঁর দলিল—

١. وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

٢. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قُرِئَ فَاَنْتِصُوْا. (نَسَائِيْ)

٣. عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ ﷺ مَرْفُوْعًا وَاِذَا قَرَأَ الْاِمَامُ فَانْصِتُوْا (مُسْلِمُ)

٤. قَوْلُهٗ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ : قِرَاءَةُ الْاِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهٗ.

প্রতিপক্ষের দলিলের প্রত্যুত্তর : لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا দ্বারা ইমাম ও مُنْفَرِدْ-এর সালাতের نَفْيْ করা হয়েছে। মুক্তাদির সালাতের কোনো কথা নেই। কেননা, মুক্তাদি তো ইমামেরই অনুসারী। ইমাম দারাকুতনি (র) বলেছেন, تَفَرَّدَ بِهَا زَكَرِيَّا وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ مَتْرُوْكٌ

প্রশ্ন-২ : সালাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? اَلسُّؤَالُ (٢) : مَا مَعْنَى الصَّلَاةِ لُغَةً وَشَرْعًا؟

উত্তর : صَلَاةٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : صَلَاةٌ শব্দটি فَعَالٌ ওজনে বাবে تَفْعِيْلٌ-এর মাসদার। স্থান বিশেষে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কবির ভাষায়– صلوة را در معنى لغت چار * دعاء و درود و رحمت و استغفار

১. রহমত অর্থে, যখন صَلَاةٌ শব্দটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের দিকে সম্পর্কিত হয়। যেমন কুরআনের বাণী, اُوْلٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ

২. দোয়া অর্থে, যখন صَلَاةٌ শব্দটি সাধারণ মানুষ থেকে অন্যের দিকে সম্পর্কিত হয়। যেমন কুরআনের বাণী, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

৩. দুরূদ অর্থে, যখন صَلَاةٌ শব্দটি উম্মত থেকে রাসূল (স)-এর দিকে সম্পর্কিত হয়। যেমন কুরআনের বাণী, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

৪. ক্ষমা অর্থে, যখন ফেরেশতার দিকে সম্পর্কিত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী–
اِنَّ اللهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. আল্লামা জুরজানি (র)-এর মতে, الصَّلَاةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ اَرْكَانٍ مَخْصُوْصَةٍ وَاَذْكَارٍ مَعْلُوْمَةٍ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ

২. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থকার বলেন, الصَّلَاةُ هِيَ الْعِبَادَةُ الْمَخْصُوْصَةُ الْمُبَيَّنَةُ حُدُوْدُ اَوْقَاتِهَا فِي الشَّرِيْعَةِ

৩. কারো কারো মতে, هِيَ اَدَاءُ اَرْكَانٍ مَخْصُوْصَةٍ بِطَرِيْقَةٍ مَخْصُوْصَةٍ

اَلسُّؤَالُ (٣) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : عُبَادَةٌ، لَمْ يَقْرَأْ، مُتَّفَقٌ، اَمٌّ، فَصَاعِدًا.

প্রশ্ন-৩ : শব্দ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ বিশ্লেষণ করা হলো।

عُبَادَةٌ : শব্দটি اسم একজন আনসার সাহাবির নাম। তাঁর পিতার নাম, সামেত। তিনি বদরযুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি রাসূল (স) হতে ১৮১ খানা হাদিস বর্ণনা করেছেন। ৭২ বছর বয়সে ৩৪ হিজরি সনে ফিলিস্তিনের রামাল্লা নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন।

لَمْ يَقْرَأْ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস مستقبل معروف فعل در بلم نفى جحد বাবে فتح ماسদার اَلْقِرَاءَةُ মাদ্দাহ ق ر أ জিনসে مَهْمُوْزُ لَامٌ অর্থ, সে পড়েনি। يفتح

مُتَّفِقٌ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহস اِسْمُ مَفْعُوْلٍ বাবে اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّفَاق মাদ্দাহ و ف ق জিনসে مِثَالُ وَاوِيٌّ অর্থ, ঐকমত্য, প্রতিষ্ঠিত।

اُمٌّ : শব্দটি اسم جامد -এর বহুবচন হচ্ছে اُمَّهَاتٌ অর্থ, জননী, মাতা, মূল।

فَصَاعِدًا : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহস اسم فاعل বাবে فَتَحَ يَفْتَحُ মাসদার اَلصُّعُوْدُ মাদ্দাহ ص ع د জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, উর্ধ্বগামী, আরোহী।

প্রশ্ন-২৯ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَئُوْنَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لَا تَفْعَلُوْا اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَاِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

উত্তর : ভূমিকা : বান্দা সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট জবাবদিহীমূলক জীবন গঠনের স্বীকৃতি দিয়ে সার্বিক কল্যাণ ও রহমত কামনা করে থাকে। এ সালাত জামায়াতের সাথে আদায়ের ক্ষেত্রে মুক্তাদির ব্যাপারে ইমামের দায়িত্ব অপরিসীম। তবে মুক্তাদিরও কিছু করণীয় ও দায়িত্ব রয়েছে।

উৎস : আলোচ্য পবিত্র হাদিসটি বিখ্যাত হাদিস সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবিহ'-এর 'সালাত' পর্বের «قِرَاءَةٌ فِيْ الصَّلَاةِ» নামক অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসের মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে মুক্তাদির কেরাত পড়া সংক্রান্ত বিষয়। তবে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়াও আলোচনায় এসেছে।

অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবি উবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা ফজরের সালাতে রাসূল (স)-এর পেছনে ছিলাম, তিনি সালাতের কেরায়াত পাঠ করলেন, তবে কেরাত পাঠ করা তাঁর জন্যে খুবই কষ্টকর হলো। অতঃপর তিনি যখন সালাত শেষ করলেন, তখন বললেন, সম্ভবত তোমরাও ইমামের পেছনে কেরাত পড়েছ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোনো কেরাত পড়বে না। কেননা, যে সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার সালাত হয় না। –আবু দাউদ ও তিরমিযি

সমাপনী : মুক্তাদির আমলের প্রভাব ইমামের ওপরও প্রতিফলিত হয়। সুতরাং মুক্তাদিকে সালাতে মনোনিবেশ এবং ইমামের আনুগত্য করা কর্তব্য। সাথে সাথে ইমামকেও যথাযথভাবে ইমামতের দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : بَيِّنْ اَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِيْ مَسْئَلَةِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِى الصَّلَاةِ خَلْفَ الْاِمَامِ.

প্রশ্ন-১ : সালাতের মধ্যে ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়ার ব্যাপারে ইমামদের মতামত বর্ণনা করুন।

অথবা, ইমামের পেছনে কেরাত পড়া ফরয কি-না? এ ব্যাপারে কি মতভেদ রয়েছে? দলিলসহ আলোচনা করুন।

উত্তর : ইমামের পেছনের সূরা ফাতেহা বা কিরায়াত পড়ার বিবরণ : ইমামের পেছনে মুক্তাদির ওপরে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব কি-না, এ ব্যাপারে ইমামগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

এ মতভেদপূর্ণ মাসয়ালাটিকে اَلْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ বলা হয়। নিম্নে এ ব্যাপারে ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞদের মতামত আলোচনা করা হলো।

১. **ইমাম শাফেয়ির অভিমত :** ইমাম শাফেয়ি (র)-এর মতে, সর্বাবস্থায় মুক্তাদির ওপর সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। তিনি আপন মতের সমর্থনে অনেক দলিল পেশ করেন। তন্মধ্যে–

١. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

٢. اَلْحَدِيْثُ الْمَذْكُوْرُ فِى اَلسُّؤَالُ.

২. **ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর অভিমত :** ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, جَهْرِىْ সালাতে মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পড়বে না, سِرِّىْ সালাতে পড়বে।

৩. **ইমাম আবু হানিফার অভিমত :** ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে, قِرَاءَةٌ خَلْفَ الْإِمَامِ সর্বাবস্থায় মাকরূহে তাহরিমি। তিনি আপন রায়ের অনুকূলে কুরআন ও হাদিস থেকে দলিল গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে দুএকটি হচ্ছে–

١. اِذَا قُرِأَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ...اَلْاٰيَةُ.

٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَءَ فَانْصِتُوْا.

তিন ইমামের দলিলের প্রত্যুত্তর : ইমামত্রয়ের দলিলের জবাবে ওলামায়ে আহনাফ বলেন, صَلَاةٌ দ্বারা ইমাম ও مُنْفَرِدْ-এর সালাতের نَفِىْ করা হয়েছে, মুক্তাদির সালাতের نَفِىْ করা হয়নি।

অথবা, প্রথমে قِرَاءَةٌ خَلْفَ الْإِمَامِ জায়েয ছিল, পরে তা রহিত হয়ে গেছে। জায়েয ও নাজায়েয হাদিসে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে, নাজায়েযের হাদিস প্রাধান্য লাভ করবে।

اَلسُّؤَالُ (٢) : كَيْفَ ثَقُلَتِ الْقِرَاءَةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِقِرَاءَةِ الْمُقْتَدِىْ؟ اُذْكُرْ خُلَاصَةَ الْكَلَامِ.

প্রশ্ন–২ : রাসূল (স)-এর কেরাত পড়া কঠিন হল কিভাবে? বর্ণনা করুন।

উত্তর : **রাসূল (স)-এর কেরাত পড়া কঠিন হওয়ার বিবরণ :** প্রশ্নোল্লিখিত হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, মুক্তাদিদের কেরাত রাসূল (স)-এর জন্যে কষ্টের কারণ হয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে, সাহাবিগণ রাসূলের পেছনে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পড়েছিলেন। তাদের কেরাতের আওয়াজে রাসূল (স)-কে কেরাতে পড়তে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল, যা রাসূল (স)-এর জন্যে কষ্টের কারণ হয়েছিল।

প্রশ্ন–৩ : সালাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? **اَلسُّؤَالُ (٣) : مَا مَعْنَى الصَّلَاةِ لُغَةً وَشَرْعًا.**

উত্তর : صَلَاةٌ পরিচিতি :

ক. **আভিধানিক অর্থ :** صَلَاةٌ শব্দটি فَعَالٌ ওযনে বাবে تَفْعِيْلٌ-এর মাসদার। স্থান বিশেষে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কবির ভাষায়–

صلوة را در معنى در لغت چار * دعاء و درود و رحمت و استغفار

১. রহমত অর্থে, যখন صَلَاةٌ শব্দটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের দিকে সম্পর্কিত হয়। যেমন কুরআনের বাণী, اُوْلٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ

২. দোয়া অর্থে, যখন صَلَاةٌ শব্দটি সাধারণ মানুষ থেকে অন্যের দিকে সম্পর্কিত হয়। যেমন কুরআনের বাণী, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

৩. দুরূদ অর্থে, যখন صَلَاةٌ শব্দটি উম্মত থেকে রাসূল (স)-এর দিকে সম্পর্কিত হয়। যেমন কুরআনের বাণী, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

৪. ক্ষমা অর্থে, যখন ফিরিশতার দিকে সম্পর্কিত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী–

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. আল্লামা জুরজানি (র)-এর মতে, اَلصَّلَاةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ اَرْكَانٍ مَخْصُوْصَةٍ وَاَذْكَارٍ مَعْلُوْمَةٍ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ

২. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থকার বলেন, الصَّلَاةِ هِيَ الْعِبَادَةِ الْمَخْصُوْصَةُ الْمُبَيَّنَةُ حُدُوْدُ اَوْقَاتِهَا فِى الشَّرِيْعَةِ

৩. কারো কারো মতে, هِيَ اَدَاءُ اَرْكَانٍ مَخْصُوْصَةٍ بِطَرِيْقَةٍ مَخْصُوْصَةٍ

اَلسُّؤَالُ (٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : قَرَأَ، ثَقُلَتْ، تَقْرَؤُوْنَ، اِمَامٌ، لَاتَفْعَلُوْا، لَمْ يَقْرَأْ، فَرَغَ، قُرْاٰنٌ، تَقْرَأُ، خَلْفَ.

প্রশ্ন-৪ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

قَرَأَ : সিগাহ واحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাবে فتح يفتح মাসদার اَلْقِرَاءَةُ মাদ্দাহ ق ر ء জিনসে مَهْمُوْزُ لَامٌ অর্থ, সে পড়লো।

ثَقُلَتْ : সিগাহ واحد مؤنث غائب বহস ماضى مطلق معروف বাবে كرم মাসদার اَلثِّقْلُ মাদ্দাহ ث ق ل জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, ভারী মনে হল, কষ্ট হলো।

تَقْرَؤُوْنَ : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস مضارع معروف বাবে فتح মাসদার اَلْقِرَاءَةُ মাদ্দাহ ق ر ء জিনসে مَهْمُوْزُ لَامٌ অর্থ, তোমরা পাঠ করতেছ বা করবে।

اِمَامٌ : শব্দটি اسم جامد ও একবচন, বহুবচনে ائمة অর্থ, নেতা, সর্দার।

لَاتَفْعَلُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস نفى فعل مضارع معروف বাবে فتح মাসদার اَلْفَعْلُ মাদ্দাহ ف ع ل জিনসে مَهْمُوْزُ لَامٌ অর্থ, তোমরা করবে না।

لَمْ يَقْرَأْ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাবে فتح মাসদার اَلْقِرْاَءَةُ মাদ্দাহ ق ر ء জিনসে مَهْمُوْزُ لَامٌ অর্থ, সে পড়েনি।

فَرَغَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাবে نصر মাসদার اَلْفَرَاغُ মাদ্দাহ ف ر غ জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, সে অবসর হলো।

قُرْاٰنٌ : শব্দটি فعلان ওজনে বাবে فتح-এর মাসদার। মাদ্দাহ ق ر ء জিনসে مَهْمُوْزُ لَامٌ শব্দটি مقروء (পঠিত) অর্থে ব্যবহৃত।

تَقْرَأُ : সিগাহ واحد مؤنث غائب বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে فتح মাসদার اَلْقِرَاءَةُ মাদ্দাহ ق ر ء জিনসে مَهْمُوْزُ لَامٌ অর্থ, সে পড়লো।

خَلْفَ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে خَلُوْفٌ اَخْلَافٌ অর্থ, পেছনে।

প্রশ্ন-৩০ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।.

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ : يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى اِلَى الْمُصَلّٰى فَاَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ وَاِنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ اَوْ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ اَمَرَ بِهٖ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. (مُتَفَقٌ عَلَيْهِ)

উত্তর : ভূমিকা : ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে, ঈদের সালাত ওয়াজিব। নবী করিম (স) ইহা কখনো তরক করেননি। প্রত্যেক মু'মিনের ওপর কর্তব্য অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে প্রতি বছর এ সালাত আদায় করা।

উৎস : আলোচ্য হাদিসটি সহিহ মিশকাত শরিফের الصَّلَاةُ শীর্ষক পর্বের بَابُ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে নবী কারিম (স) কর্তৃক (প্রতি বছর) ঈদের সালাত আদায় করা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

অনুবাদ : আবু সাইদ খুদরি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহের দিকে বের হতেন। প্রথম কাজ হিসেবে তিনি যা করতেন সেটা হলো সালাত। সালাত থেকে অবসর হয়ে তিনি জনতার সামনে দাঁড়াতেন। জনতা তখন নিজ নিজ সারিতে বসা থাকতো। রাসূল (স) তখন তাদেরকে উপদেশ দিতেন, নসিহত করতেন এবং প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করতেন। যদি কোথাও সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করতেন, তাদেরকে যাত্রার নির্দেশ করতেন, অথবা যদি কাউকে কোনো বিশেষ নির্দেশ দেয়ার থাকতো, তবে তিনি নির্দেশ দিতেন। অতঃপর খুতবা শেষে বাড়ি ফিরতেন।

সমাপনী : ঈদের সালাত প্রত্যেক মু'মিনের ওপর ওয়াজিব। কাজেই প্রত্যেকের উচিত অত্যন্ত ঐকান্তিকতার সাথে তা আদায় করা। উল্লেখ্য যে, নারীদের ওপর এটা ওয়াজিব নয়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : لِمَ خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلِمَ خُطْبَةُ الْعِيْدَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ؟ بَيِّنْ.

প্রশ্ন-১ : জুম'য়ার খুতবা পূর্বে এবং ঈদের খুতবা পরে পড়ার কারণ কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর : জুম'য়ার খুতবা পূর্বে এবং ঈদের খুতবা পরে পড়ার কারণ :

জুম'য়ার খুতবা প্রদান করা হয় সালাতের পূর্বে, কিন্তু ঈদের খুতবা প্রদান করা হয় সালাতের পরে, এর মধ্যে বিশেষজ্ঞগণ নিম্নোক্ত কারণ খুঁজে বের করেছেন।

ক. জুম'য়ার সালাত ফরয, ঈদের সালাত ওয়াজিব, মতান্তরে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। হুকুমের এই পার্থক্যের জন্যেই উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. কেউ কেউ বলেন, জুম'য়ার খুতবা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্যে শর্ত। যা ঈদের সালাতের জন্যে নয়। এ কারণেই জুম'য়ার সালাত পূর্ণ হওয়ার জন্যে সালাতের পূর্বে খুতবার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

গ. কেউ কেউ বলেন, ঈদের সালাতের সময় জুম'য়ার সালাতের সময় থেকে অনেক বেশি। এ কারণেই জুম'য়ার খুতবা পূর্বে এবং ঈদের খুতবা সালাতের পরে প্রদান করা হয়।

ঘ. আবার কেউ কেউ বলেন, জুম'য়ার খুতবা ওয়াজিব, ইহা শ্রবণ করাও ওয়াজিব। কিন্তু এ খুতবা সালাতের পরে যদি প্রদান করা হয়, তবে অনেক লোক চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে; যাতে তারা গুনাহগার হবে। আর এজন্যেই জুমুয়ার খুতবা সালাতের পূর্বে প্রদান করা হয় ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৩০ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।.

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ : يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى اِلَى الْمُصَلّٰى فَاَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ وَاِنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ اَوْ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ اَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

উত্তর : ভূমিকা : ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে, ঈদের সালাত ওয়াজিব। নবী করিম (স) ইহা কখনো তরক করেননি। প্রত্যেক মু'মিনের ওপর কর্তব্য অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে প্রতি বছর এ সালাত আদায় করা।

উৎস : আলোচ্য হাদিসটি সহিহ মিশকাত শরিফের الصَّلَاةُ শীর্ষক পর্বের بَابُ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে নবী কারিম (স) কর্তৃক (প্রতি বছর) ঈদের সালাত আদায় করা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে।

অনুবাদ : আবু সাইদ খুদরি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহের দিকে বের হতেন। প্রথম কাজ হিসেবে তিনি যা করতেন সেটা হলো সালাত। সালাত থেকে অবসর হয়ে তিনি জনতার সামনে দাঁড়াতেন। জনতা তখন নিজ নিজ সারিতে বসা থাকতো। রাসূল (স) তখন তাদেরকে উপদেশ দিতেন, নসিহত করতেন এবং প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করতেন। যদি কোথাও সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করতেন, তাদেরকে যাত্রার নির্দেশ করতেন, অথবা যদি কাউকে কোনো বিশেষ নির্দেশ দেয়ার থাকতো, তবে তিনি নির্দেশ দিতেন। অতঃপর খুতবা শেষে বাড়ি ফিরতেন।

সমাপনী : ঈদের সালাত প্রত্যেক মু'মিনের ওপর ওয়াজিব। কাজেই প্রত্যেকের উচিত অত্যন্ত ঐকান্তিকতার সাথে তা আদায় করা। উল্লেখ্য যে, নারীদের ওপর এটা ওয়াজিব নয়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : لِمَ خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلِمَ خُطْبَةُ الْعِيْدَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ؟ بَيِّنْ.

প্রশ্ন-১ : জুম'য়ার খুতবা পূর্বে এবং ঈদের খুতবা পরে পড়ার কারণ কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর : জুম'য়ার খুতবা পূর্বে এবং ঈদের খুতবা পরে পড়ার কারণ :

জুম'য়ার খুতবা প্রদান করা হয় সালাতের পূর্বে, কিন্তু ঈদের খুতবা প্রদান করা হয় সালাতের পরে, এর মধ্যে বিশেষজ্ঞগণ নিম্নোক্ত কারণ খুঁজে বের করেছেন।

ক. জুম'য়ার সালাত ফরয, ঈদের সালাত ওয়াজিব, মতান্তরে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। হুকুমের এই পার্থক্যের জন্যেই উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. কেউ কেউ বলেন, জুম'য়ার খুতবা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্যে শর্ত। যা ঈদের সালাতের জন্যে নয়। এ কারণেই জুম'য়ার সালাত পূর্ণ হওয়ার জন্যে সালাতের পূর্বে খুতবার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

গ. কেউ কেউ বলেন, ঈদের সালাতের সময় জুম'য়ার সালাতের সময় থেকে অনেক বেশি। এ কারণেই জুম'য়ার খুতবা পূর্বে এবং ঈদের খুতবা সালাতের পরে প্রদান করা হয়।

ঘ. আবার কেউ কেউ বলেন, জুম'য়ার খুতবা ওয়াজিব, ইহা শ্রবণ করাও ওয়াজিব। কিন্তু এ খুতবা সালাতের পরে যদি প্রদান করা হয়, তবে অনেক লোক চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে; যাতে তারা গুনাহগার হবে। আর এজন্যেই জুমুয়ার খুতবা সালাতের পূর্বে প্রদান করা হয় ইত্যাদি।

اَلسُّؤَالُ (٢) : مَا مَعْنَى الْعِيْدِ؟ بَيِّنْ حُكْمَ صَلَاةِ الْعِيْدِ مَعَ وَجْهِ تَسْمِيَتِهٖ.

প্রশ্ন-২ : ঈদ শব্দের অর্থ কী? নামকরণসহ ঈদের হুকুম বর্ণনা করুন।

উত্তর : ঈদ শব্দের অর্থ : اَلْعِيْدُ শব্দটি اَلْعَوْدُ হতে উদ্ভূত এর আভিধানিক অর্থ– اَلرُّجُوْعُ অর্থাৎ, প্রত্যাবর্তন করা। وَاوْ-কে পূর্ববর্তী যেরের কারণে يَاءْ দ্বারা পরিবর্তন করে اَلْعِيْدُ করা হয়েছে। এর বহুবচন اَعْيَادٌ মূলতঃ এর বহুবচন اَعْوَادٌ হওয়া দরকার ছিল' কিন্তু اَلْعُوْدُ (কাঠ)-এর বহুবচন হতে পার্থক্য করার নিমিত্তে এর বহুবচন اَعْيَادٌ নেয়া হয়েছে, আরবদের পরিভাষায় আনন্দের সমাবেশকে عِيْدٌ বলা হয়।

নামকরণ : ঈদকে 'ঈদ' করে নামকরণের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যথা–

১. ঈদের দিন আল্লাহ তা'য়ালার অফুরন্ত অনুগ্রহ, অনুকম্পা অবতীর্ণ হতে থাকে, এজন্যে একে ঈদ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

২. অথবা, এ দিনে লোকেরা একের পর এক পরস্পর মিলিত হয় বলে একে ঈদ করে নামকরণ করা হয়েছে।

৩. অথবা, বলা যায় যে, ঈদ প্রতি বছর প্রত্যাবর্তন করে, এ জন্যে একে ঈদ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

৪. অথবা, বলা যায় যে, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা প্রতি বছরই নতুন করে আগমন করে।

৫. কিংবা বলা যায় যে, ঈদের সালাতে বারবার তাকবীর বলতে হয় বিধায় একে ঈদ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

ঈদের সালাতের হুকুম : ঈদের সালাতের হুকুমের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে–

১. ইমাম শাফেয়ি ও জুমহুরের মতে, ঈদের সালাত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।

২. শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারী আবু সাইদ আসতাখারির মতে, ঈদের সালাত ফরযে কিফায়া।

৩. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে, ঈদের সালাত ওয়াজিব।

৪. ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, ইমাম আবূ হানিফার (র)-এর ন্যায় ওয়াজিব।

৫. ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ইমাম শাফেয়ি (র)-এর ন্যায় সুন্নত।

اَلسُّؤَالُ (٣) : اُكْتُبْ نَبْذًا مِنْ حَيَاةِ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالْاِخْتِصَارِ.

প্রশ্ন-৩ : আবু সাইদ খুদরি (রা)-এর জীবনী সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : আবু সাইদ খুদরি (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী :

নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম সাদ। উপনাম আবু সাইদ। নিসবতি নাম খুদরি। পিতার নাম মালেক। মাতার নাম আনিসা বিনতে আবুল হারিস। তিনি আনসার সাহাবি। তাঁর পূর্বপুরুষ খুদরা ইবনে আওফের নামানুসারে তাঁকে খুদরি বলা হয়।

জন্ম : তিনি হিজরতের ১০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : তাঁকে পারিবারিক সূত্রেই মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতা-মাতা দুজনই মুসলমান হন। ফলে বাল্যকাল হতেই তিনি ইসলামি পরিবেশে গড়ে ওঠেন।

বাল্যকাল : তাঁর পিতা সা'দ ওহুদ যুদ্ধে শহিদ হন। কিন্তু তিনি তাঁর সন্তানের জন্যে ধন-সম্পদ কিছুই রেখে যাননি। ফলে বাল্যকালেই তিনি অর্থনৈতিক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়েন। কিন্তু তা

সত্ত্বেও তিনি রাসূল (স)-এর বৈঠক থেকে সামান্য সময়ের জন্যেও অনুপস্থিত থাকেন নি; বরং দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে হাদিস কণ্ঠস্থ করতে থাকেন।

জিহাদে অংশগ্রহণ : বয়সের স্বল্পতার কারণে তিনি বদর ও ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। খন্দকের যুদ্ধ হতে শুরু করে পরবর্তী বারটি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৩০ জন সাহাবি দ্বারা পরিচালিত একটি সারিয়ায় দলপতি ছিলেন।

হাদিসশাস্ত্রে তাঁর অবদান : ইবনুল আসির বলেন, তিনি সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা ১১৭০। ইমাম বুখারি (র) ও ইমাম মুসলিম (র) যৌথভাবে ৪৬টি, এককভাবে ইমাম বুখারি ১৬টি এবং ইমাম মুসলিম ৫২টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল : তিনি ৭৪ হিজরি সনে জুমাবার মদিনায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৪ বছর। জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। রাসূল (স)-এর ওফাতের পর তিনি ৬৪ বছর বেঁচে থাকেন।

প্রশ্ন-৪ : শব্দ-বিশ্লেষণ করুন। **اَلسُّؤَالُ (٤): حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ: يَبْدَأُ، يَنْصَرِفُ، يَقْطَعُ، اَلْمُصَلِّ، جُلُوْسٌ.**

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

يَبْدَأُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে فتح মাসদার اَلْبَدْءُ মাদ্দাহ ب د ء জিনসে مَهْمُوْزُ لَامْ অর্থ, সে আরম্ভ করে।

يَنْصَرِفُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাবে انفعال মাসদার اَلْاِنْصِرَافُ মাদ্দাহ ص ر ف জিনসে اَلصَّحِيْحُ অর্থ তিনি ফিরছেন, প্রত্যাবর্তন করছেন।

يَقْطَعُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات معروف مثبت مضارع বাবে فَتَحَ মাসদার اَلْقَطْعُ মাদ্দাহ ق ط ع জিনসে صَحِيْحٌ অর্থ, তিনি কর্তন করেন, এখানে অর্থ তিনি প্রেরণ করেন।

اَلْمُصَلِّ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহস اسم فاعل বাবে تفعيل মাসদার اَلصَّلَاةُ মাদ্দাহ ص ل ى জিনসে نَاقِصْ يَائِيٌّ অর্থ, মুসল্লি বা সালাত আদায়কারী।

جُلُوْسٌ : শব্দটি বাবে ضرب-এর মাসদার। অর্থ, উপবেশন করা, বসা।

৩. কিতাবুল আদব

প্রশ্ন-৩১ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمُ عَلٰى صُوْرَتِهٖ طُوْلُهٗ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهٗ قَالَ اِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى اُوْلٰئِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ جُلُوْسٌ فَاسْتَمِعْ مَايُحَيُّوْنَكَ فَاِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَذَهَبَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ اٰدَمَ وَطُوْلُهٗ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهٗ حَتّٰى الْاٰنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

উত্তর : সূচনা : মানব জাতির ইতিহাস সূচিত হয়েছে মূলত আদম (আ)-এর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। আর তাই মানব সভ্যতার উৎসও হচ্ছেন আদম (আ)। মানব সভ্যতার ইতিহাস একারণেই গৌরবোজ্জ্বল।

উৎস : আলোচ্য হাদিসটি রাসূল (স)-এর মুখ নিঃসৃত বাণী গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ গ্রন্থের'কিতাবুল আদাবের অন্তর্গত بَابُ السَّلَامِ থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : উক্ত হাদিসে আদম (আ)-এর সৃষ্টি ও গঠনপ্রকৃতির বর্ণনা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষার্থে সালাম বিনিময়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অনুবাদ : রাবিকুল-শিরোমণি আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ)-কে তাঁর মৌলিক আকৃতিতে সৃষ্টি করেন। তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। সৃষ্টি করে তিনি তাঁকে বললেন, ঐ দলটির প্রতি সালাম কর। তাঁরা হচ্ছেন ফেরেশতাদের উপবিষ্ট একটি দল। অত:পর তাঁরা তোমার অভিবাদনের জবাব কিভাবে দেয়, তা মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর। কেননা, এটিই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের অভিবাদন-রীতি। আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে তিনি তথায় গিয়ে বললেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ, 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক'। তাঁরা প্রত্যুত্তরে বললেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ অর্থাৎ, 'তোমার প্রতিও শান্তি এবং আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক'। রাসূল (স) বললেন, ফেরেশতাগণ উত্তরে وَرَحْمَةُ اللّٰهِ শব্দটুকু বৃদ্ধি করলেন। নবী করিম (স) আরো ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে আদম (আ)-এর ন্যায় ৬০ হাত লম্বা আকৃতিতে প্রবেশ করবে। আদম (আ)-এর পর হতে সৃষ্টির আকৃতিতে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে পেতে বর্তমান আকৃতিতে পৌছেছে।

(হাদিসটি ইমাম বুখারি ও মুসলিম (র)-এর ঐক্য সূত্রে বর্ণিত)

উপসংহার : পারস্পরিক সাক্ষাতে সালাম বিনিময় করা প্রতিটি মানুষের সৃষ্টিগত ঐতিহ্য ও ইসলামি সংস্কৃতির প্রতীক। সুতরাং, দেখা-সাক্ষাতে পারস্পরিক সালাম বিনিময় করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : مَا مَعْنَى اَبُوْ هُرَيْرَةَ؟ مَا سَبَبُ شُهْرَتِهٖ بِهٰذَا الْاِسْمِ؟

প্রশ্ন-১ : اَبُوْ هُرَيْرَةَ শব্দের অর্থ কী? আবু হুরায়রা (রা)-এ নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ কী?

উত্তর : اَبُوْ هُرَيْرَةَ শব্দের اَبُوْ শব্দের অর্থ পিতা, অধিকারী। আর هُرَيْرَةَ শব্দটি هِرَّةٌ-এর তাসগীর। যার অর্থ বিড়ালছানা ও বিড়ালের বাচ্চা। সুতরাং, শব্দদ্বয়ের সমন্বিত অর্থ দাঁড়ালো– বিড়াল ছানার

পিতা বা অধিকারী। এটা আবু হুরায়রা (রা)-এর প্রতি রাসূল (স) প্রদত্ত উপনাম। মূলত তাঁর নাম হচ্ছে– আবদুল্লাহ/আবদুর রহমান।

এ নামে **প্রসিদ্ধি লাভের কারণ :** একদা তিনি রাসূলের দরবারে আগমন করার সময় জামার আস্তিনে করে একটি বিড়ালছানা নিয়ে আসেন। রাসূল (স) এ দৃশ্য দেখে কৌতুক করে বললেন, يَا اَبَا هُرَيْرَةَ অর্থাৎ, হে বিড়াল ছানার পিতা বা অধিকারী! রাসূলের মুখনিঃসৃত উপনামটি তাঁর নিকটে খুব পছন্দনীয় ছিল এবং এ নামে ডাকলে তিনি গৌরববোধ করতেন। ফলে তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

অথবা, বিড়ালছানাকে তিনি বেশি ভালোবাসতেন হেতু একদা নবী করিম (স) তাঁকে তাঁর নামে না ডেকে اَبُوْ هُرَيْرَةَ বলে ডেকেছিলেন। রাসূল (স)-এর ডাকা দেখে সাহাবিগণও তাঁকে এ নামে ডাকতে লাগলেন। ফলে তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

اَلسُّؤَالُ (٢) : مَا هُوَ الْغَرْضُ لِقَوْلِهٖ : «خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ»؟

প্রশ্ন-২ : خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

উত্তর : خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য :

রাসূল (স)-এর উক্তি خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ-এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ আদম (আ)-কে তাঁর আকৃতির ওপর সৃষ্টি করেছেন। এ বাক্যটির ব্যাখ্যা হাদিস বিশারদগণ থেকে বিভিন্ন রকম পাওয়া যায়। যথা– যদি صُوْرَتِهٖ-এর "ه" সর্বনামটি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তখন এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে।

১. اَلصُّوْرَةُ-এর অর্থ اَلصِّفَةُ তথা গুণ। তখন অর্থ হবে, আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ)-কে নিজস্ব গুণে ও প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।

২. অথবা, اَلْاِضَافَةُ لِلتَّشْرِيْفِ তথা আদমের মহত্ত্বের জন্যে صُوْرَةٌ-কে আল্লাহর দিকে اِضَافَتْ করা হয়েছে। যেমন– رُوْحُ اللّٰهِ، وَبَيْتُ اللّٰهِ।

আর صُوْرَتِهٖ-এর "ه" সর্বনামটি আদমের দিকে প্রত্যাবর্তিত হলে তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

ক. আদম (আ)-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে।

খ. আদম (আ)-কে ঐ আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা আল্লাহর অনন্ত জ্ঞানে ধৃত ছিল।

গ. আদম (আ) যে আকারে এসেছেন, অনুরূপ আকৃতিতেই আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন।

কেউ বলেছেন, উক্ত "ه"-এর প্রত্যাবর্তন স্থল হলো উহ্য عَبْدٌ শব্দ।

কেউ কেউ বলেছেন, এটা مُتَشَابِهَاتْ-এর অন্তর্ভুক্ত। এর সঠিক ভাব সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালাই ভাল জানেন।

اَلسُّؤَالُ (٣) : مَا مَعْنَى السَّلَامِ لُغَةً وَ اصْطِلَاحًا؟ **প্রশ্ন-৩ : سَلَامٌ-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?**

উত্তর : سَلَامٌ পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ : سَلَامٌ শব্দটি تَسْلِيْمٌ মাসদারের ইসমে মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. اَلسَّلَامَةُ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْعُيُوْبِ তথা দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকা। ২. اَلْاَمَانُ তথা নিরাপত্তা দেয়া।

৩. শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা। যেমন– يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ।

৪. اَلتَّحِيَّةُ-স্বাগতম ও অভিবাদন জানানো। যেমন– سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَّحِيْمٍ

৫. আনুগত্য প্রকাশ করা ও সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা।

আল্লামা রাগেব আস্পাহানি (র) বলেন, সালাম শব্দটি আল্লাহর একটি নাম। কেননা, আল্লাহ যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। যেমন– اَلسَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় মুসলমানদের পরস্পর সাক্ষাতে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে মঙ্গল কামনা, নিরাপত্তা দান ও কুশল বিনিময় করাকে সালাম বলা হয়। কাউকে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে সম্ভাষণ করার ভাবার্থ হলো–

ক. আল্লাহ তা'য়ালা তোমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত, সুতরাং তুমি তাঁর ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ো না।

খ. তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমার পক্ষ থেকে তোমাকে নিরাপত্তা দেয়া হলো, তুমিও আমাকে নিরাপত্তা দান কর।

গ. আল্লাহর 'সালাম' গুণটি তথা তাঁর নিরাপত্তা তোমার জন্যে অবধারিত হোক। যেমন আমরা বলে থাকি, اَللّٰهُ مَعَكَ; এ মর্মে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে–

"اَلسَّلَامُ اِسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَضَعَهُ اللّٰهُ فِى الْاَرْضِ فَافْشُوْهُ بَيْنَكُمْ".

প্রশ্ন-৪ : সালাম ও তার জবাবের হুকুম কী? اَلسُّؤَالُ (٤) : مَا هُوَ حُكْمُ السَّلَامِ وَرَدِّهٖ؟

উত্তর : سَلَامٌ-এর হুকুম/বিধান : سَلَامٌ ইসলামের অন্যতম شِعَارٌ। ওলামায়ে কেরামের ইজমা হয়েছে যে, সালাম দেয়া সুন্নত। সালামের বাক্য হচ্ছে, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এ সংক্রান্ত কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য হচ্ছে–

١. وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا. ٢. اَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. (الْحَدِيْثُ)

উল্লেখ্য যে, কাফির মুশরিকদেরকে সালাম প্রদান করা হারাম।

▶ **سَلَامٌ-এর জবাবের হুকুম :** سَلَامٌ-এর জবাবের ফিকহি বিধান সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। যথা–

১. কারো কারো মতে, সালামের ন্যায় জবাব দেয়া সুন্নত।

২. জুমহুরে আহনাফের মতে, সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব।

৩. সালাত, কুরআন তিলাওয়াত ও মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সালাম দেয়া ও উত্তর প্রদান উভয়টি মাকরূহ। প্রণিধানযোগ্য যে, সালামের জবাবের ক্ষেত্রে প্রথম সালাম প্রদানকারীর শব্দের চেয়ে বেশি শব্দ প্রদান করা উত্তম। কুরআনের ভাষায়, وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا

প্রশ্ন-৫ : মহিলাদের সালাম প্রদানের বিধান কী? اَلسُّؤَالُ (٥) : مَا هُوَ حُكْمُ السَّلَامُ لِلنِّسَاءِ؟

উত্তর : মহিলাদেরকে সালাম প্রদানের বিধান :

সালাম প্রদানকারী ও সালাম প্রদত্ত মহিলার ব্যক্তি বিবেচনায় সালাম প্রদানের বিধান নিম্নরূপ–

১. মুসলিম মিল্লাতের ঐকমত্যে রাসূল (স)-এর জন্যে মহিলাদেরকে সালাম দেয়া নির্বিশেষে জায়েয ছিল। কেননা, উম্মতের সকল মহিলা لَهٗ كَالْبَنَاتِ তথা তাঁর কন্যা সদৃশ ছিল।

২. ইবনে মালেক প্রমুখ কোনো কোনো মনীষী বলেছেন যে, রাসূল (স) ছাড়া অন্যদের জন্যে ফিতনার আশংকামুক্ত বৃদ্ধা মহিলাদের ব্যতীত আগন্তুকা মহিলাদেরকে সালাম দেয়া মাকরূহে তাহরীমী।

৩. বিবাহ নিষিদ্ধ মহিলাদেরকে নির্বিশেষে সালাম দেয়া জায়েয।

৪. সুধী মহলের অনেকে বলেছেন যে, নর-নারী যুবক-যুবতী নির্বিশেষে একে অপরকে পর্দার আড়ালে সালাম দেয়া মাকরূহ হওয়া ছাড়াই জায়েয। তবে গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের মতে, যুবতীদের ক্ষেত্রে এ অভিমত বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়।

প্রশ্ন-৬ : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-এর অর্থ কী? اَلسُّؤَالُ (٦) : مَا مَعْنَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؟

উত্তর : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-এর অর্থ : "مُتَّفَقٌ" শব্দটি اِتِّفَاقٌ মাসদার হতে مَفْعُوْلٌ-এর পদ। আভিধানিক অর্থ– ঐকমত্যপূর্ণ, আর عَلَيْهِ-এর অর্থ যার ওপর। অতএব, উভয়ের সমন্বিত অর্থ হচ্ছে, যার ওপর ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে।

"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ" শব্দটি মুহাদ্দিসগণের বিশেষ এক পরিভাষা। এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। যথা–

১. জুমহুরে মুহাদ্দিসিনের মতে, هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ অর্থাৎ, যে হাদিস ইমাম বুখারি (র) ও ইমাম মুসলিম (র) স্ব-স্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তা-ই مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ হাদিস।

২. ইবনে হাজার আসকালানি (র) বলেন, যে হাদিসটি ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম একই সাহাবি থেকে একই সনদে বর্ণনা করেছেন, তাকেই مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ বলা হয়।

اَلسُّؤَالُ (٧) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : صَلَّى، ذِرَاعٌ، يُحَيُّوْنَ، زَادُوْا، صَوْرَةٌ، يَنْقُصُ.

প্রশ্ন-৭ : নিম্নোক্ত শব্দাবলির তাহকিক করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

صَلَّى : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহস اثبات فعل ماضى معروف, বাব تَفْعِيْلٌ, মাসদার اَلتَّصْلِيَةُ, মাদ্দাহ ص ل ي, জিনস نَاقِصْ يَائِيٌّ অর্থ– সে রহমত বর্ষণ করলো।

ذِرَاعٌ : إسم একবচন, বহুবচন اَذْرَعٌ, ذِرَعَانٌ অর্থ– গজ, হাত, হস্ত পরিমিত। আরবিতে ১৮ ইঞ্চিকে গজ বলা হয়।

يُحَيُّوْنَ : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাব تفعيل মাসদার اَلتَّحِيَّةُ মাদ্দাহ ح ي ي জিনস لفيف مقرون অর্থ– তাঁরা অভিবাদন করবে, তাঁরা সম্মান করবে।

زَادُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহস اثبات فعل ماضي معروف বাব ضَرَبَ يَضْرِبُ মাসদার اَلزِّيَادَةُ মাদ্দাহ ز ي د জিনস اجوف يائي। অর্থ-তারা বৃদ্ধি করলো।

صُوْرَةٌ : إسم একবচন, বহুবচন صور অর্থ– আকার-আকৃতি, গুণ।

يَنْقُصُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাব نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার اَلنُّقْصَانُ মাদ্দাহ ن ق ص জিনস صَحِيْحٌ অর্থ– লোপ পাবে, হ্রাস পাবে, কমবে।

প্রশ্ন-৩২ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

উত্তর : ভূমিকা : ইসলাম হচ্ছে মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ হচ্ছে ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য। অভুক্তকে খাবার খাওয়ানো ও সালামের প্রচলন ইসলামেরই মহান বৈশিষ্ট্য।

উৎস : এ হাদিসটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর 'কিতাবুল আদবের' অন্তর্গত بَابُ السَّلَامِ থেকে চয়িত।

প্রসঙ্গ : এ হাদিসে সালাম প্রদান ও অন্নহীনদের প্রতি খাদ্য প্রদানকে ইসলামের অন্যতম গুণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অনুবাদ : বিশিষ্ট সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের মধ্যে কোন্ কাজটি সর্বোত্তম? তিনি জবাবে বললেন, অভুক্তকে খাদ্য খাওয়ানো এবং তোমার পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া ইসলামের মধ্যে সর্বোত্তম কাজ। –বুখারি ও মুসলিম

উপসংহার : একটি সুন্দর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে অবহেলিত ও দুস্থ লোকদেরকে খাদ্য দান করা ও সালাম বিনিময় করা প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : مَا الْمُرَادُ بِـ «اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ»؟

প্রশ্ন-১ : اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ দ্বারা কী বুঝনো হয়েছে?

উত্তর : اَىُّ الْاِسْلَامِ দ্বারা উদ্দেশ্য :

১. اَىُّ الْاِسْلَامِ-এর অর্থ হচ্ছে, اَىُّ اٰدَابِ الْاِسْلَامِ অর্থাৎ, ইসলামের কোন্ শিষ্টাচারিতা উত্তম? লোকটি এ প্রশ্ন দ্বারা তা-ই জানতে চেয়েছে।

২. অথবা, اَىُّ الْاِسْلَامِ দ্বারা ইসলামের নির্দেশনাবলি বুঝানো উদ্দেশ্য।

৩. কেউ কেউ বলেন, اَىُّ الْاِسْلَامِ দ্বারা মুসলমানদের কোন স্বভাব উত্তম, এ কথাটি জানার জন্যে প্রশ্ন করা হয়েছে।

৪. অথবা, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, اَىُّ الْمُسْلِمِ خَيْرٌ অর্থাৎ, কোন্ মুসলমান উত্তম?

মূলকথা, প্রশ্নকারী এ প্রশ্ন দ্বারা ইসলামের মধ্যে কোন কাজ ও কোন আচার-আচরণ উত্তম ও ভাল, তা জানতে চেয়েছেন। আর রাসূল (স) সে হিসেবেই উত্তর দিয়েছেন।

اَلسُّؤَالُ (٢) : مَنِ الَّذِيْ يُشَارُ اِلَيْهِ بِـ «وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ»؟

প্রশ্ন-২ : وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ দ্বারা কার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

উত্তর : مَنْ لَمْ تَعْرِفْ-এর ইঙ্গিত : مَنْ لَمْ تَعْرِفْ-এর অর্থ হচ্ছে তুমি যাকে চেন না তাকেও সালাম দেবে। এ অংশটি যদিও দেখতে ছোট দেখা যায়; কিন্তু এটা খুবই গুরুত্বের দাবি রাখে। কেননা, মানুষ সাধারণত: পরিচিত লোককে سَلَامٌ দিয়ে থাকে। তাই রাসূল (স) وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ দ্বারা অপরিচিত লোককেও সালাম দিতে বলেছেন। তবে অপরিচিত লোককে মুসলমান বলে বুঝা গেলে সালাম দিতে হবে। এতে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পাবে।

অথবা, প্রশ্নকারী সালামে অভ্যস্ত ছিল না বিধায় তাকে সালামের প্রতি অভ্যস্ত করার জন্যে অপরিচিত লোককেও সালাম দিতে বলেছেন।

উল্লেখ্য যে, যাকে মুসলমান বলে বুঝা যায় না, তাকে সালাম না দেয়াই উত্তম।

اَلسُّؤَالُ (٣) حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : سَأَلَ، اَلْاِسْلَامُ، خَيْرٌ، لَمْ تَعْرِفْ، تُطْعِمُ، تَقْرَأُ.

প্রশ্ন-৩ : নিম্নোক্ত শব্দাবলির তাহকিক করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

سَأَلَ : সিগাহ واحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাব فتح يفتح মাসদার اَلسُّؤَالُ মাদ্দাহ س ء ل জিনস مَهْمُوْزُ عَيْنٌ অর্থ– সে জিজ্ঞেস করলো, প্রত্যাশা করলো।

اَلْاِسْلَامُ : এ শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার। মাদ্দাহ س ل م জিনসে সহিহ। অর্থ– আত্মসমর্পণ করা, ইসলাম ধর্ম। اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ

خَيْرٌ : মাদ্দাহ خ ي ر জিনস اجوف يائى বহুবচনে خِيَارٌ اَخْيَارٌ এ শব্দটি মূলে ছিল اَخْيَرُ। সহজ করণার্থে همزه-কে বিলুপ্ত করতঃ তার হরকতটি خاء বর্ণে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ

لَمْ تَعْرِفْ : সিগাহ واحِدٌ مُذَكَّرٌ حاضر বহস نفى جحد بلم معروف বাব ضَرَبَ يَضْرِبُ মাসদার اَلْمَعْرِفَةُ মাদ্দাহ ع ر ف জিনস صَحِيْحٌ অর্থ– তুমি চিন নি।

تُطْعِمُ : সিগাহ واحِدٌ مُذَكَّرٌ حاضر বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطْعَامُ মাদ্দাহ ط ع م জিনস صَحِيْحٌ অর্থ– তুমি খাওয়াবে, তুমি খাদ্য দান করবে।

تَقْرَأُ : সিগাহ واحِدٌ مُذَكَّرٌ حاضر বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْرَاءُ মাদ্দাহ ق ر ء জিনস مَهْمُوْزُ لَامٌ অর্থ– তুমি পাঠ করবে।

প্রশ্ন-৩৩ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَاتُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَ لَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ وَاَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) [শি. নি. প. '২০১৪]

উত্তর : সূচনা : সাক্ষাতে পারস্পরিক সালাম বিনিময় করা ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম প্রতীক, পরস্পরে ঈমানের বহি:প্রকাশ, জান্নাতের প্রত্যাশা মু'মিন জীবনের চূড়ান্ত মিশন।

উৎস : প্রশ্নে প্রদত্ত হাদিসটি বিশ্ব বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর كِتَابُ الْاٰدَابِ-এর بَابُ السَّلَامِ থেকে গৃহীত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে সালাম বিনিময়, ভালোবাসার জন্য, ভালোবাসা থেকে ঈমানের দৃঢ়তা এবং ঈমানের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা, এ বিষয়কে পর্যায়ক্রমে গেঁথে দেয়া হয়েছে।

অনুবাদ : বিখ্যাত সাহাবি আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, হে লোক সকল! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ঈমান আনবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যতক্ষণ না তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না।

অতঃপর রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের সন্ধান দেব না? যা তোমরা বাস্তবায়ন করলে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। আর তা হলো তোমরা পরস্পর একে অপরকে সালাম দেবে। –বুখারি ও মুসলিম

উপসংহার : সালামের ব্যাপক প্রচলন করার মাধ্যমেই পূর্ণাঙ্গ ঈমান লাভ, পারস্পরিক ভালোবাসা অর্জন, সর্বোপরি জান্নাত লাভ করা সম্ভব।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : اُكْتُبْ مَعْنٰى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : «وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا».

প্রশ্ন-১ : রাসূল (স)-এর বাণী, وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا-এর মর্মার্থ লিখুন।

অথবা, لَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا-এর মর্মার্থ লিখুন। [শি. নি. প. '২০১৪]

উত্তর : وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا-এর মর্মার্থ : রাসূলে আকরাম (স)-এর বাণী, «وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا»-এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা যতক্ষণ না একে অপরকে ভালবাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না। রাসূল (স)-এর একথা দ্বারা বুঝা যায় যে, مَحَبَّتْ হচ্ছে, اِيْمَانِ كَامِلْ-এর অন্যতম শর্ত। তবে এ ভালবাসাটি নিরেট আল্লাহর জন্যে হতে হবে। ব্যক্তি স্বার্থ-চরিতার্থ করার জন্যে ভালবাসা হলে তা ঈমানের পূর্ণাঙ্গতার জন্যে বিবেচ্য হবে না। এজন্যে অন্য হাদিসে বলা হয়েছে–

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ

অতএব, যে লোক আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলে, তাকে সে কারণে ভালো জানলে, মহব্বত করলে ঈমানের পরিপূর্ণতা আসবে। আর সালাম হলো সে ভালবাসা বিনিময়ের প্রথম মাধ্যম ও সেঁতু বন্ধন। এতে ভালোবাসা গভীর হয়ে থাকে।

اَلسُّؤَالُ (٢) : كَيْفَ السَّلَامُ يَخْلُقُ الْحُبَّ؟ [শি. নি. প. ,'১৪]

প্রশ্ন-২ : সালামের দ্বারা কীভাবে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়?

উত্তর : সালাম দ্বারা ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার উপায় : সালামের মাধ্যমে মু'মিনদের অন্তরে ভালোবাসার বীজ বপিত হয় এবং ক্রমে তা অংকুরিত হয়ে বিশাল মহিরূহে পরিণত হয়। কেননা, এক মু'মিন যখন অপর মু'মিনকে সালাম দেয় তখন পারস্পরিক পরিচিতি হয় এবং সহানুভূতি ও আন্তরিকতার ভাব জাগ্রত হয়। ক্রমান্বয়ে তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বিরাট বন্ধন সৃষ্টি হয়ে যায়। শত্রুতা থাকলেও তা অপসৃত হয়। বলা বাহুল্য, শত্রুতা এবং মনোমালিন্য দূর করার জন্যে সালামের কোনো বিকল্প নেই। এর মাধ্যমে পরস্পরে আস্থাশীল হয়। এজন্যে নবী করিম (স) সর্বাধিক সালাম দিতেন এবং সাথীদেরকেও সালাম দেয়ার নির্দেশ দিতেন। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, মদিনার ইসলামি প্রজাতন্ত্রে সালামের ব্যাপক প্রচলন থাকায় ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসাপূর্ণ এক জান্নাতী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

اَلسُّؤَالُ (٣): اُكْتُبْ مَعْنٰى «اَفْشُوا السَّلَامَ».

প্রশ্ন-৩ : اَفْشُوا السَّلَامَ-এর মর্মার্থ লিখুন।

উত্তর : اَفْشُوا السَّلَامَ-এর মর্মার্থ : اِفْشُوا السَّلَامَ-এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা সালামের প্রচলন কর। اِفْشَاءٌ-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, প্রকাশ করা, ছড়িয়ে দেয়া। যেহেতু সালাম হচ্ছে সম্প্রীতির বহি:প্রকাশ, সেহেতু এক্ষেত্রে اِفْشَاءٌ-এর ব্যবহার করা হয়েছে।

অতএব পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দিতে হবে। তবে অপরিচিত লোকের ক্ষেত্রে এতটুকু শনাক্তকরণ চিহ্ন থাকতে হবে যে, লোকটি মুসলমান। যতবার সাক্ষাত হবে ততবারই সালাম দিতে হবে। এটিই ভ্রাতৃত্ববোধ বিনিময়ের অন্যতম মাধ্যম। এ মর্মে রাসূল (স)-এর নিম্নোক্ত বাণী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য–

١. وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. ٢. فَاِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ اَوْ جِدَارٌ اَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَسَلَّمْ.

প্রশ্ন-৪ : সালামের অর্থ ও উপকারিতা বর্ণনা করুন। **اَلسُّؤَالُ (٤) : بَيِّنْ مَعْنَى السَّلَامِ وَفَوَائِدَهُ.**

উত্তর : سَلَامٌ-এর **অর্থ :** سَلَامٌ শব্দটি বাবে تَفْعِيْلٌ-এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ– শান্তি কামনা করা, সোপর্দ করা, শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা। যেমন কুরআনের বাণী, «يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِيْمَ»

শরিয়তের পরিভাষায়, কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাত হলে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে দোয়া করা ও কুশল বিনিময় করাকে সালাম বলা হয়।

سَلَامٌ-এর **উপকারিতা :** সালাম ইসলামি আচরণের অন্যতম নিদর্শন। অন্যান্য ধর্মে সাদর সম্ভাষণের জন্যে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয় সেগুলোর চেয়ে سَلَامٌ-এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া অতুলনীয়। ইসলামে সালাম প্রথা প্রবর্তনের পেছনে কতিপয় উপকারিতা নিহিত রয়েছে। যথা–

১। অপরিচিত লোকের সাথে পরিচয় ঘটে।
২। পরিচিত লোকের সাথে সম্পর্ক আরো প্রগাঢ় হয়।
৩। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ও মনোমালিন্য বিদূরিত হয়।
৪। বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। ৫। বিধর্মীদের অন্তরে সালামের তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।
৬। সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। ৭। আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়।
৮। সালামের দ্বারা অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-৫ : নিম্নোক্ত শব্দাবলির তাহকীক করুন।

اَلسُّؤَالُ (٢) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : لَاتَدْخُلُوْنَ، اَلْجَنَّةَ، تُؤْمِنُوْا، تَحَابُّوْا، اَدُلُّ، فَعَلْتُمْ، تَحَابَبْتُمْ، أَفْشُوْا.

উত্তর : **শব্দ-বিশ্লেষণ :**

لَاتَدْخُلُوْنَ : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ, বহস نَفْى فِعْلِ مُضَارِعٍ مَعْرُوْف, বাব نَصَرَ يَنْصُرُ, মাসদার اَلدُّخُوْلُ, মাদ্দাহ د خ ل, জিনসে সহিহ। অর্থ– তোমরা প্রবেশ করবে না।

اَلْجَنَّةَ : সিগাহ اسم جامد ও একবচনের সিগাহ। বহুবচনে اَلْجَنَّاتُ ও اَلْجِنَانُ অর্থ– বাগান, উদ্যান, বেহেশত। যেমন– قَالَ يَا اٰدَمُ اُسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ

تُؤْمِنُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ, বহস اثبات فعل مضارع معروف, বাব افعال, মাসদার اَلْإِيْمَانُ, মাদ্দাহ أ م ن, জিনস مهموز فاء, অর্থ– তোমরা ঈমান আনয়ন করবে।

تَحَابُّوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ, বহস اِثْبَاتُ فِعْلِ مَضَارِعْ مَعْرُوْف, বাব تَفَاعُلٌ, মাসদার اَلتَّحَابُبُ, মাদ্দাহ ح ب ب, জিনস مُضَاعَفُ ثُلَاثِيٌّ, অর্থ– তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে।

اَدُلُّ : সিগাহ واحد متكلم, বহস اثبات فعل مضارع معروف, বাব نَصَرَ, মাসদার اَلدَّلَالَةُ, মাদ্দাহ د ل ل জিনস مُضَاعَفُ ثُلَاثِيٌّ, অর্থ- আমি পথ দেখাবো।

فَعَلْتُمْ : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ, বহস اِثْبَاتُ فِعْلِ مَاضِىْ مَعْرُوْف, বাব فتح, মাসদার اَلْفَعْلُ, মাদ্দাহ ف ع ل, জিনস সহিহ, অর্থ- তোমরা করলে।

تَحَابَبْتُمْ : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ, বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف, বাব تَفَاعُلٌ, মাসদার اَلتَّحَابُبُ, মাদ্দাহ ح ب ب, জিনসে مُضَاعَفُ ثُلَاثِيٌّ, অর্থ– তোমরা পরস্পর ভালোবাসবে।

أَفْشُوْا : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ, বহস اَمَرٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ, বাব اِفْعَالٌ, মাসদার اَلْإِفْشَاءُ, মাদ্দাহ ف ش ي, জিনস ناقص يائى, অর্থ- তোমরা প্রচলন কর।

প্রশ্ন-৩৪ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا؟ قَالَ فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ- قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذٰى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

উত্তর : ভূমিকা : গাল-গল্প ও আলোচনা-সমালোচনার জন্যে স্থান-কালের উপযোগিতা থাকতে হয়। সাধারণ গমনাগমনের রাস্তা এর জন্যে উপযোগী নয়। অতঃপর রাস্তাতে যদি উক্ত কাজ করতেই হয়, তবে রাস্তার স্বতন্ত্র হক আগে পূরণ করতে হবে।

উৎস : উদ্ধৃত হাদিসখানা مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর কিতাবুল আদাবের অন্তর্গত بَابُ السَّلَامِ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : উক্ত হাদিসে রাস্তায় চলাকালীন শিষ্টাচারিতা রক্ষার বর্ণনা এবং তথায় গাল-গল্পের আসর না জমানোর জন্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

অনুবাদ : আবু সাইদ খুদরি (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী কারিম (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) ইরশাদ করেন, তোমরা রাস্তায় আসর জমানো থেকে বিরত থাক। সাহাবিগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্যে রাস্তা ছাড়া এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে বসে আমরা আলাপ আলোচনা করবো। রাসূল (স) জবাবে বললেন, রাস্তায় বসা ছাড়া যদি তোমাদের কোনো গত্যন্তর না থাকে, তাহলে রাস্তার হক আদায় করার শর্তে বসতে পার। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, রাস্তার হক হচ্ছে, চক্ষু অবনমিত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তা থেকে দূর করা, সালামের জবাব দেয়া, সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা। −বুখারি ও মুসলিম

উপসংহার : রাস্তায় এমন কোনো কাজ বা আচরণ করা উচিত নয়, যাতে পথচারির জন্যে কোনো বিঘ্নের সৃষ্টি হয় এবং নিজের ব্যক্তিত্বও ক্ষুণ্ন হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١): اَوْضِحْ قَوْلَهُ «اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بَالطُّرُقَاتِ».

প্রশ্ন-১ : اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ -এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : حُقُوْقُ الطُّرُقَاتِ (রাস্তার হকসমূহ) :

রাসূল (স) হাদিসের মধ্যে রাস্তার ৫টি হকের কথা বর্ণনা করেছেন। যথা−

১. غَضُّ الْبَصَرِ তথা অপরিচিতা নারী বা দৃষ্টিকটু বিষয় হতে চক্ষুকে অবনমিত করে রাখা। কেননা, তার প্রতি দৃষ্টি করা চোখের যেনা এবং কবিরা গুনাহ। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

২. كَفُّ الْاَذٰى তথা কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে দূরে থাকা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা।

৩. رَدُّ السَّلَامِ তথা কেউ সালাম দিলে তার উত্তর দেয়া।

৪. اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ তথা সৎ কাজের আদেশ দেয়া।

৫. اَلنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ তথা অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা। যেমন আল্লাহর বাণী−

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

اَلسُّؤَالُ (٢) : مَنْ هُمْ صَحَابَةٌ؟ وَ هَلْ كَانَ أَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ صَحَابِيًّا؟ قَدِّمْهُ بِإِيْجَازٍ.

প্রশ্ন-২ : صَحَابَة কারা? আবু সাইদ খুদরি কি সাহাবি ছিলেন? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

উত্তর : صَحَابَة-এর সংজ্ঞা : صَحَابَة শব্দটি صَاحِبٌ-এর বহুবচন। صُحْبَةٌ ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত হয়েছে। আভিধানিক অর্থ– সাথীগণ ও সঙ্গীগণ। সাহাবির সংজ্ঞায় ইবনে হাজার আসকালানি (র) বলেন, مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهٖ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ.

অর্থাৎ, যিনি ঈমানসহকারে রাসূল (স)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন। যেমন– আবু বকর (রা), ওসমান (রা) প্রমুখ। তাঁদের ব্যাপারে নবী কারিম (স) ইরশাদ করেছেন, اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ أَصْحَابِيْ! لَا تَتَّخِذُهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِيْ

আবু সাইদ খুদরি (রা)-এর জীবনী :

আবু সাইদ খুদরি (রা) একজন বিশিষ্ট সাহাবি ছিলেন। তাঁর নাম সা'দ। পিতার নাম মালেক। মাতার নাম আনিসা। তাঁর পিতা-মাতা হিজরতের পূর্বে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম কবুল করেন। তিনি বাল্যকাল হতে ইসলামি পরিবেশে গড়ে ওঠেন এবং সর্বমোট ১২টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ফকিহ। রাসূল (স) থেকে তিনি সর্বমোট ১১৭০টি হাদিস বর্ণনা করেন। এজন্যে তাকে مُكْثِرِيْنَ -এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হিজরি ৬৪ অথবা ৭৪ সালে এ মর্যাদা-সম্পন্ন সাহাবি মদিনায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বা ৮৬ বছর। তাঁকে جَنَّةُ الْبَقِيْعِ তে দাফন করা হয়।

اَلسُّؤَالُ (٣): بَيِّنْ حَقَّ الطَّرِيْقِ فِيْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : «فَاعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهٗ».

প্রশ্ন-৩ : নবী কারিম (স)-এর বাণী, فَاعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهٗ-এর মধ্যে রাস্তার যে حَقٌّ-এর কথা বলা হয়েছে তা আলোচনা করুন।

উত্তর : حُقُوْقُ الطُّرُقَاتِ : রাসূলে আকরাম (স) হাদিসের মধ্যে রাস্তার ৫টি হকের কথা বলেছেন। যথা–

১. غَضُّ الْبَصَرِ তথা অপরিচিতা নারী হতে চক্ষুকে অবনমিত করে রাখা।

২. كَفُّ الْأَذٰى তথা কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলা।

৩. رَدُّ السَّلَامِ তথা সালাম আদান-প্রদান করা।

৪. اَلْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ তথা সৎ কাজের আদেশ দেয়া।

৫. اَلنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ তথা অসৎ কাজ হতে বিরত রাখা।

اَلسُّؤَالُ (٤): مَا مَعْنَى اَلْمَعْرُوْفِ و اَلْمُنْكَرِ اَلْمَذْكُوْرَيْنِ فِي الْحَدِيْثِ؟

প্রশ্ন-৪ : হাদিসে বর্ণিত اَلْمَعْرُوْفُ এবং اَلْمُنْكَرُ বলতে কী বুঝেন?

উত্তর : اَلْمَعْرُوْفُ-এর উদ্দেশ্য : اَلْمَعْرُوْفُ শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রসিদ্ধ, যশবহ বিষয় ও ভাল কাজ। হাদিসে اَلْمَعْرُوْفُ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে اَلْأَعْمَالُ الْمَشْرُوْعَةُ তথা শরিয়তসম্মত কাজসমূহ। অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও অনুমোদিত কাজকে مَعْرُوْفٌ বলা হয়। সৎ কাজের আদেশ দান একজন মু'মিনের ঈমানি দায়িত্ব।

اَلْمُنْكَرُ-এর উদ্দেশ্য : اَلْمُنْكَرُ শব্দটির অর্থ হচ্ছে অপছন্দনীয়, ঘৃণিত ও মন্দকাজ। শরিয়তের পরিভাষায়, اَلْمَنْهِيَاتُ তথা নিষিদ্ধ ও কদর্য বিষয়সমূহকে مُنْكَرَاتٌ বলা হয়। অসৎ কাজ হতে বাধা দান মু'মিনের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ মর্মে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

اَلسُّؤَالُ (٥): اُكْتُبْ شَرْحَ : "فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ".

প্রশ্ন-৫ : فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ-এর ব্যাখ্যা লিখুন।

উত্তর : فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ-এর ব্যাখ্যা : নবী কারিম (স)-এর উক্তি فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ-এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের যখন রাস্তায় বসা ছাড়া কোনো উপায় না থাকে তখন তোমরা রাস্তায় বসতে পার। রাসূল (স)-এর বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, রাস্তায় বসে কথা বলা ও দ্বীনি আলাপ-আলোচনা কোনোটাই সঙ্গত নয়। কেননা, এতে পথচারীদের পথ চলতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়ে থাকে। অপর দিকে রাস্তায় ধ্বংসকারী প্রাণী থাকতে পারে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের আরজের প্রেক্ষিতে রাসূলে কারিম (স) অপারগ অবস্থায় রাস্তায় বসে দ্বীনি মাসয়ালাসমূহ আলোচনা করার অনুমতি দিয়েছেন। তাতে রাস্তার হকসমূহ আদায় করতে বলেছেন। অতএব, প্রয়োজনের সময়ে রাস্তার এক পাশে বসে আলোচনা করা জায়েয।

اَلسُّؤَالُ (٦) حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : اَلْجُلُوْسَ، مَجَالِسُنَا، نَتَحَدَّثُ، أَبِيْتُمْ، اُعْطُوْا، حَقٌّ، غَضٌّ، كَفٌّ، رَدٌّ، مَعْرُوْفٌ، اَلْمُنْكَرُ.

প্রশ্ন-৬ : শব্দাবলির তাহকীক করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

اَلْجُلُوْسُ : এ শব্দটি বাবে ضَرَبَ يَضْرِبُ-এর মাসদার। মাদ্দাহ ج ل س জিনসে সহিহ। অর্থ– বসা, উপবেশন করা।

مَجَالِسُنَا : সিগাহ جمع বহস مجلس বাব ضَرَبَ يَضْرِبُ মাসদার الْجُلُوْسُ মাদ্দাহ ج ل س জিনস (صَحِيْحٌ) হচ্ছে ضَمِيْرٌ مَجْرُوْرٌ مُتَّصِلٌ অর্থ– সভার স্থানসমূহ ও বসার জায়গাসমূহ।

نَتَحَدَّثُ : সিগাহ جَمْعٌ مُتَكَلِّمٌ বহস اِثْبَاتُ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مَعْرُوْفٍ বাব تفعل মাসদার اَلتَّحَدُّثُ মাদ্দাহ ح د ث জিনস صَحِيْحٌ অর্থ– আমরা পরস্পর কথাবার্তা বলি।

أَبَيْتُمْ : সিগাহ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ বহস اثبات فعل ماضى معروف বাব فَتَحَ يَفْتَحُ মাসদার اَلْإِبَاءُ মাদ্দাহ ا ب ى জিনস مركب অর্থ– তোমরা অস্বীকার করলে।

اُعْطُوْا : সিগাহ جمع مذكر বহস اَمْرٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাব افعال মাসদার اَلْإِعْطَاءُ মাদ্দাহ ع ط ي জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা দাও, আদায় কর।

حَقٌّ : এ শব্দটি বাবে اسم جامد-এর এক বচনের পদ। বহুবচনে حقوق অর্থ– অধিকার, কর্তব্য, কর্তব্যনিষ্ঠা।

غَضٌّ : এটি বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ-এর মাসদার। মাদ্দাহ غ ض ض জিনস مُضَاعَفٌ ثُلَاثِيٌّ। অর্থ– অবনমিত রাখা, নীচু করা, বন্ধ করা।

كَفٌّ : এটা বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ-এর মাসদার। মাদ্দাহ ك ف ف জিনসে مُضَاعَفٌ ثُلَاثِيٌّ। অর্থ– বিরত থাকা।

رَدٌّ : এটা বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। মাদ্দাহ ر د د জিনসে مُضَاعَفٌ ثُلَاثِيٌّ। অর্থ– ফিরিয়ে দেয়া, প্রত্যাখ্যান করা, উত্তমভাবে দেয়া।

مَعْرُوْفٌ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহস إِسْمُ مَفْعُوْلٍ বাবে ضَرَبَ يَضْرِبُ-এর মাসদার اَلْعُرْفُ মাদ্দাহ ع ر ف জিনস صَحِيْحٌ অর্থ– উত্তম. শ্রেষ্ঠ, সৎ, খ্যাতিমান ইত্যাদি।

اَلْمُنْكَرُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহস إِسْمُ مَفْعُوْلٍ বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِنْكَارُ মাদ্দাহ ن ك ر জিনস صَحِيْحٌ অর্থ– অপছন্দনীয় কথা বা কাজ।

প্রশ্ন-৩৫ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوْفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

উত্তর : সূচনা : ইসলাম মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব রক্ষার সেতু-বন্ধন। কিন্তু এ ভ্রাতৃত্বের সুরক্ষা এমন ছয়টি আচরণের ওপর নির্ভরশীল, যেগুলো আলোচ্য হাদিসে বিধৃত হয়েছে।

উৎস : আলোচ্য পবিত্র হাদিসটি সুপ্রসিদ্ধ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ নামক হাদিস গ্রন্থের كِتَابُ الْأَدَابِ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে মুসলমানদের মধ্যকার পারস্পরিক ৬টি অধিকারের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

অনুবাদ : চতুর্থ খলিফা আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, একজন মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের ন্যায়সঙ্গত ৬টি অধিকার রয়েছে। যথা–

১. যখন তার সাথে দেখা হবে তখন তাকে সালাম দেবে।
২. যখন সে কোনো কাজে বা নিমন্ত্রণে ডাকবে তখন তার আহ্বানে সাড়া দেবে।
৩. কোনো মুসলমান হাঁচি দিলে তার জবাব দেবে।
৪. কোনো মুসলমান অসুস্থ হলে তার সেবা করবে।
৫. কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরিক হবে।
৬. নিজের জন্যে যা পছন্দ করবে অপর ভাইয়ের জন্যেও তা পছন্দ করবে। –তিরমিযি ও দারেমি

উপসংহার : হাদিসে বর্ণিত মুসলমানদের পারস্পরিক নৈতিক দায়িত্বাবলি পালন করলেই সমাজের সর্বস্তরে সুখ ও শান্তির সমীরণ প্রবাহিত হবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١): اُذْكُرِ الْحُقُوْقَ السِّتَّةَ الْمَذْكُوْرَةَ فِي الْحَدِيْثِ؟

প্রশ্ন-১ : হাদিসে উল্লিখিত ছয়টি حَقٌّ-এর উল্লেখ করুন।

উত্তর : اَلْحُقُوْقُ السِّتَّةُ-এর বর্ণনা : হাদিসে যে ছয়টি হক ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ–

১. সালাম দেয়া। ২। আহ্বানে সাড়া দেয়া। ৩। হাঁচির উত্তর দেয়া।
৪. রোগীর সেবা করা। ৫। মৃত্যুবরণ করলে জানাযায় শরিক হওয়া।
৬. নিজের জন্যে যা পছন্দ করবে অন্যজনের জন্যেও তা পছন্দ করা।

اَلسُّؤَالُ (٢): اَوْضِحْ قَوْلَهُ: «وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ الخ»

প্রশ্ন-২ : وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ الخ-এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ-এর ব্যাখ্যা : মু'মিনের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে রাসূল (স) যে ৬টি কাজের বর্ণনা দিয়েছেন তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি হচ্ছে, وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ অর্থাৎ, কোনো মু'মিন দাওয়াত দিলে বা কোনো কল্যাণমূলক কাজে ডাক দিলে সাড়া দেয়া আবশ্যক। এটা ঈমানের অনিবার্য দাবি। রাসূল (স) ও সাহাবিগণ সর্বদা অপরের আহ্বানে সাড়া দিতেন এবং অন্যের কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতেন। কোনো গরিব ও নিঃস্ব লোক রাসূল (স)-কে খাওয়ার দাওয়াত দিলে তাকে তিনি তুচ্ছজ্ঞান করতেন না। বরং তিনি বলতেন– لَوْ دُعِيْتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ অন্যদিকে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে, وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى এতে পারস্পরিক সৌহার্দ বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-৩ : সালাম ও উহার জবাবের حُكْمً লিখুন। اَلسُّؤَالُ (٣) : اُكْتُبْ حُكْمَ السَّلَامَ وَ رَدَّہٖ؟

উত্তর : سَلَامْ-এর হুকুম : سَلَامْ ইসলামের অন্যতম নিদর্শন। উলামায়ে কিরামের ইজমা হয়েছে যে, সালাম দেয়া সুন্নত। সালামের বাক্য হচ্ছে- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ। এ সংক্রান্ত কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য হচ্ছে-

١. اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا. ٢. اَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

উল্লেখ্য যে, কাফির, মুশরিকদেরকে সালাম প্রদান করা হারাম।

سَلَامْ-এর জবাবের হুকুম : سَلَامْ-এর জবাবের ফিকহি বিধান সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। যথা-

১. কারো কারো মতে সালামের ন্যায় জবাব দেয়া সুন্নত।

২. জুমহুরে আহনাফের মতে, সালামের জবাব দান করা ওয়াজিব।

৩. সালাত, কুরআন তেলাওয়াত ও মলমূত্র ত্যাগের সময় সালাম দেয়া ও উত্তর প্রদান উভয়টি মাকরূহ।

৪. প্রণিধানযোগ্য যে, সালামের জবাবের ক্ষেত্রে প্রথম সালাম প্রদানকারীর শব্দের চেয়ে বেশি শব্দ প্রয়োগ করা উত্তম। কুরআনের ভাষায়, اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا

اَلسُّؤَالُ (٤): اُذْكُرِ الْمُرَادَ بِقَوْلِهٖ: وَيُشَمِّتُهٗ اِذَا عَطَسَ.

প্রশ্ন-৪ : وَيُشَمِّتُهٗ اِذَا عَطَسَ-এর মর্ম উল্লেখ করুন।

উত্তর : وَيُشَمِّتُهٗ اِذَا عَطَسَ-এর মর্ম : রাসূল (স)-এর বাণী وَيُشَمِّتُهٗ اِذَا عَطَسَ-এর মর্ম হচ্ছে, একজন মু'মিন হাঁচি দিলে হাঁচিদাতা নিজেই বলবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ; আর অপর মু'মিন তার জবাবে বলবে, يَرْحَمُكَ اللّٰهُ তথা আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুক অর্থাৎ, এ বাক্য বলে তার জন্যে দোয়া করবে। এটা একজন মু'মিনের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। শ্রোতার উত্তরের পর হাঁচিদাতার يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ এ বাক্য বলা মুস্তাহাব।

হাঁচির উত্তর দানের জন্যে বিশেষ দু'টি শর্ত রয়েছে।

১. عَاطِسٌ : হাঁচিদাতাকে প্রথমে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলতে হবে।

২. জবাবদাতাকে হাঁচির শব্দ শুনতে হবে। কেননা, নবীর বাণী হচ্ছে-

كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهٗ اَنْ يَقُوْلَ لَهٗ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ.

উল্লেখ্য যে, হাঁচির জবাব দানের হুকুম নিয়ে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা-

১. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে, হাঁচিদাতা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললে, তার উত্তর দেয়া ওয়াজিব।

২. কারো কারো মতে, ফরযে আইন। ৩. ইমাম শাফেয়ি (র) বলেন, সুন্নতে কিফায়া।

اَلسُّؤَالُ (٣) حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : لَقِيَ، يَجِبُ، يَشْمِتُ، عَطَسُ، يَعُوْدُ، يَتْبَعُ، مَرَضٌ، مَاتَ، يُجِيْبُ.

প্রশ্ন-৫ : শব্দাবলির তাহকিক করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

لَقِيَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ বহস اثبات فعل ماضى معروف বাব سمع يسمع মাসদার اَللِّقَاءُ মাদ্দাহ ل ق ي জিনস نَاقِصْ يَائِيٌّ অর্থ- সে সাক্ষাত করলো, মিলিত হলো।

يُجِيْبُ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস مَعْرُوْفٍ مُضَارِعٍ فِعْلٍ اِثْبَاتُ বাব افعال মাসদার اَلْاِجَابَةُ মাদ্দাহ ج و ب জিনস اجوف واوى অর্থ– সে উত্তর দেবে, সাড়া দেবে। আল্লাহর বাণী– اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ.

يُشَمِّتُ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস مَعْرُوْفٍ مُضَارِعٍ فِعْلٍ اِثْبَاتُ বাব تفعيل মাসদার اَلتَّشْمِيْتُ মাদ্দাহ ش م ت জিনস صَحِيْحٌ অর্থ– হাঁচির জবাব দেবে।

عَطَسَ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস معروف ماضى مطلق বাব ضرب মাসদার اَلْعَطْسُ মাদ্দাহ ع ط س জিনস صَحِيْحٌ অর্থ– সে হাঁচি দিল।

يَعُوْدُ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস مَعْرُوْفٍ مُضَارِعٍ فِعْلٍ اِثْبَاتُ বাব نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার اَلْعِيَادَةُ মাদ্দাহ ع و د অর্থ– সে সেবা শুশ্রূষা করবে।

يَتَّبِعُ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস مَعْرُوْفٍ مُضَارِعٍ فِعْلٍ اِثْبَاتُ বাব افتعال মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মাদ্দাহ ت ب ع জিনস صَحِيْحٌ অর্থ– সে অনুগমন করবে, পিছে চলবে।

مَرِضَ : সিগাহ غائب واحد مزكر বাহাস اثبات فعل ماضى معروف বাব سمع মাসদার اَلْمَرَضُ জিনস صَحِيْحٌ অর্থ– সে অসুস্থ হলো।

مَاتَ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার اَلْمَوْتُ মাদ্দাহ م و ت জিনস اجوف واوى অর্থ– মৃত্যুবরণ করলো।

يُحِبُّ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বাহাস مَعْرُوْفٍ مُضَارِعٍ فِعْلٍ اِثْبَاتُ বাবে افعال মাসদার اَلْاِحْبَابُ মাদ্দাহ ح ب ب জিনসে مُضَاعَفٌ ثُلَاثِيٌّ অর্থ– তিনি ভালোবাসেন।

প্রশ্ন-৩৬ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اَتَانَا اَبُوْ مُوْسٰى قَالَ : اِنَّ عُمَرَ اَرْسَلَ اِلَىَّ اَنْ اٰتِيَهُ فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلٰثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَأْتِيَنَا فَقُلْتُ اِنِّىْ اَتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلٰى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ تَرُدُّوْا عَلَيَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَأْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهٗ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ اَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَقُمْتُ مَعَهٗ فَذَهَبْتُ مَعَهٗ فَذَهَبْتُ اِلٰى عُمَرَ فَشَهِدْتُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

উত্তর : প্রারম্ভিকা : ইসলাম হচ্ছে এমন এক জীবন বিধানের নাম, যেখানে ব্যক্তি তথা সমাজের সামান্যতম অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয় না। ইহা ব্যক্তি ও সমাজের স্বাধীনতা, অধিকার, সর্বোপরি সার্বিক বিষয়ে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বিধান করে।

উৎস : প্রশ্নোদ্ধৃত হাদিসটি আল্লামা শেখ অলিউদ্দিন কর্তৃক প্রণীত مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর কিতাবুল আদাবের অন্তর্গত بَابُ الْاِسْتِيْذَانِ থেকে চয়িত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে অন্যের গৃহে প্রবেশের সময় অনুমতি নেয়ার শরয়ী নিয়ম-কানুন বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ : জলিলুল ক্বদর সাহাবি আবু সাইদ খুদরি (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু মুসা আশ'য়ারি (রা) আমাদের নিকটে এসে বললেন, ওমর (রা) একজন লোক আমার নিকট পাঠালেন, যেন আমি তার দরবারে উপস্থিত হই। সে মতে আমি ওমরের গৃহের দরজায় গিয়ে

পরপর তিনবার সালাম দিলাম, কিন্তু ঘর থেকে সালামের উত্তর দেয়া হয় নি। ফলে আমি নিজ বাড়িতে ফিরে এলাম। পরবর্তী সময়ে ওমরের (রা) সাথে দেখা হলে তিনি বললেন, হে আবু মুসা! কিসে তোমাকে আমাদের নিকট আসতে বাধা দিয়েছে? আমি বললাম, আমি আপনার ঘরের দ্বারদেশে গিয়েছি এবং দরজায় দাঁড়িয়ে তিনবার সালাম দিয়েছি। কিন্তু আপনারা আমার সালামের উত্তর দেন নি। যার কারণে আমি বাড়িতে ফিরে এলাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও অনুমতি না পায় তবে সে যেন ঐ ঘরে প্রবেশ না করে ফিরে আসে।

হাদিসটি শ্রবণান্তে ওমর (রা) বললেন, এ হাদিসের উপর তুমি প্রমাণ পেশ কর। হাদিসের বর্ণনাকারী আবু সাইদ খুদরি (রা) বললেন, আমি আবু মুসা আশ'য়ারি (রা)-এর সাথে উঠে পড়লাম এবং ওমরের নিকট গেলাম এবং সাক্ষ্য দিলাম যে, হাদিসটি সহিহ। আবু মুসা আশ'য়ারি মিথ্যা বলেন নি। আমিও নবী কারিম (স) থেকে এ হাদিসটি শুনেছি। –বুখারি ও মুসলিম

উপসংহার : অনুমতি ব্যতীত কারো গৃহে প্রবেশ করা হলে গৃহবাসীদের অধিকার খর্ব হয় এবং তা ভদ্রতার পরিপন্থি। তাই আমাদের উচিত, অনুমতি নিয়ে কারো ঘরে প্রবেশ করা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١): مَنْ هُمْ صَحَابَةٌ؟ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ ﷺ كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ؟

প্রশ্ন-১ : صَحَابَةٌ কারা? আবু সাইদ খুদরি (রা) কি সাহাবি ছিলেন?

উত্তর : সাহাবা পরিচিতি : صَحَابَةٌ শব্দটি صَاحِبٌ-এর বহুবচন। صُحْبَةٌ ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত হয়েছে। আভিধানিক অর্থ– সাথীগণ ও সঙ্গীগণ। সাহাবির সংজ্ঞায় ইবনে হাজার আসকালানি (র) বলেন–

اِنَّ الصَّحَابِيَّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهٖ وَمَاتَ عَلَى الْاِسْلَامِ.

অর্থাৎ, সাহাবি সেই ব্যক্তি যিনি ঈমানসহকারে রাসূল (স)-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন। যেমন আবু বকর (রা), ওসমান (রা) প্রমুখ। তাঁদের ব্যাপারে নবী করিম (স) ইরশাদ করেছেন, **اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذِيْ هِمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِيْ**

আবু সাইদ খুদরি (রা)-এর জীবনী :

আবু সাইদ খুদরি (রা) একজন বিশিষ্ট সাহাবি ছিলেন। তাঁর নাম সা'দ। পিতার নাম মালিক। মাতার নাম আনিসা। তাঁর পিতা-মাতা হিজরতের পূর্বে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম কবুল করেন। তিনি বাল্যকাল হতে ইসলামি পরিবেশে গড়ে ওঠেন। তিনি সর্বমোট ১২টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

সাহাবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ফকিহ। রাসূল (স) থেকে সর্বমোট ১১৬০টি হাদিস বর্ণনা করেন। এজন্যে তাকে مُكْثِرِيْنَ-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হিজরি ৬৪ অথবা ৭৪ সালে এ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবি মদিনায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়ে ছিল ৮৪ বা ৮৬ বছর। তাঁকে جَنَّةُ الْبَقِيْعِ তে দাফন করা হয়।

اَلسُّؤَالُ (٢) : مَا سَبَبُ ذِكْرِ الْاِسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا فِي الْحَدِيْثِ؟ اِشْرَحْ.

প্রশ্ন-২ : হাদিসে তিনবার অনুমতি চাওয়ার কথা উল্লেখ করার কারণ কী? বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর : তিনবার অনুমতি চাওয়ার কারণ : কারো গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ বৈধ নয়। এজন্যে পুনঃ পুনঃ সালাম দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি প্রবেশের অনুমতি না দেয়া হয় কিংবা প্রত্যুত্তর না আসে তাহলে ফিরে আসতে হবে। যেমন নবীর বাণী–

اِذَا اسْتَأْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلٰثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهٗ فَلْيَرْجِعْ.

তিনবার অনুমতি চাওয়ার হিকমত বর্ণনায় মেশকাতের টীকায় বলা হয়েছে–

فَاِنَّ الْاَوَّلَ لِلتَّعَرُّفِ وَالثَّانِيْ لِلتَّأَمُّلِ وَالثَّالِثَ لِلْاِذْنِ اَوْ عَدَمِهٖ.

অর্থাৎ, ১. প্রথমবার সালাম দ্বারা অনুমতি প্রার্থনা করা হবে পরিচিতি জ্ঞাপনের জন্যে।

২. দ্বিতীয়বার অনুমতি প্রার্থনা করা হবে চিন্তা করার জন্যে।

৩. তৃতীয়বার অনুমতি প্রার্থনা করা হবে প্রবেশের অনুমতির জন্যে।

কেউ কেউ বলেন, তাকিদার্থে তিনবার অনুমতি চাইতে হবে।

অথবা, বলা যায় যে, ঘরের লোক নিজের কাজে ব্যস্ত থাকলে প্রথমে ও দ্বিতীয়বারে নাও শুনতে পারে। তাই কমপক্ষে তিনবার অনুমতি চাইতে হবে। তাহলে না শোনার আর সম্ভাবনা থাকে না।

اَلسُّؤَالُ (٣): مَا حُكْمُ الْاِسْتِئْذَانِ فِيْ دُخُوْلِ بَيْتِ الْغَيْرِ؟

প্রশ্ন-৩ : অন্যের গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার বিধান কী?

উত্তর : অন্যের ঘরে প্রবেশ করার নিয়ম : অন্যের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা জায়েয নেই। অনুমতি নিয়েই প্রবেশ করতে হবে। যেমন আল্লাহর বাণী–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا الخ.

তাই এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

১. প্রথমে ঘরে অবস্থানকারী ব্যক্তিদেরকে সালাম দিতে হবে। কেননা, আল্লাহর বাণী, وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا

২. এর পরে ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করবে। যেমন এভাবে বলবে, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ آاَدْخُلُ অর্থাৎ, আস্সালামু আলাইকুম আমি কি ঘরে প্রবেশ করতে পারি?

৩. অনুমতি পাওয়া গেলে প্রবেশ করা যায়। অনুমতি চাওয়ার পর উত্তর না আসলে পর পর তিন বার সালাম দিয়ে অনুমতি চাইতে হবে। এরপরও অনুমতি পাওয়া না গেলে ফিরে আসতে হবে। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী, اِذَا اسْتَأْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلٰثًا فَلَمْ يُرَدَّ فَلْيَرْجِعْ

৪. গৃহবাসীরা যদি ফিরে যাওয়ার জন্যে বলে তাহলে চলে আসতে হবে– যেমন কোরআনে বলা হয়েছে।

"وَاِنْ قِيْلَ لَكُمْ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ".

اَلسُّؤَالُ (٤) حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : اَتَانَا، اَرْسَلَ، لَمْ يَرُدَّ، رَجَعْتُ، مَا مَنَعَكَ، اِسْتَأْذَنَ، لِيَرْجِعْ، اَقِمْ، شَهِدْتُ.

প্রশ্ন-৪ : শব্দাবলির তাহকিক করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

اَتَانَا : (نا) পদটি ضمير منصوب متصل যার অর্থ হলো– আমাদেরকে, আমাদের, اتى সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস ماضى مطلق مثبت معروف বাব ضرب মাসদার اَلْاِتْيَانُ মাদ্দাহ ت ى । জিনসে مَهْمُوْزُ فَاءٌ ও ناقص يائى অর্থ– সে আমাদের নিকট এলো। আল্লাহর বাণী "اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ"

اَرْسَلَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْسَالُ মাদ্দাহ ر س ل জিনসে সহিহ। অর্থ– সে প্রেরণ করলো, পাঠালো। যেমন–

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ.

لَمْ يَرُدَّ : সিগাহ غَائِبٌ مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস نفى جحد بلم در فعل مستقبل مجهول বাব نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার اَلرَّدُّ মাদ্দাহ ر د د জিনসে مُضَاعَفُ ثُلَاثِيٌّ অর্থ– উত্তর দেয়া হয় নি, প্রত্যুত্তর করা হয় নি।

رَجَعْتُ : সিগাহ واحد متكلم বহস ماضى مطلق مثبت معروف বাব ضرب মাসদার رَجُوْعٌ মাদ্দাহ ر ج ع জিনসে সহিহ অর্থ– প্রত্যুত্তর করনি।

مَا مَنَعَكَ : ما শব্দটি اَىُّ شَيْءٍ (কোন জিনিস)-এর অর্থে ব্যবহৃত। "ك" শব্দটি ضمير منصوب متصل আর منع সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস اثبات فعل ماضى معروف বাব فَتَحَ يَفْتَحُ মাসদার اَلْمَنْعُ মাদ্দাহ م ن ع জিনসে সহিহ। অর্থ– কোন জিনিস তোমাকে বাধা দিল?

اِسْتَأْذَنَ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস ماضى مطلق مثبت معروف বাব استفعال মাসদার اَلْاِسْتِيْذَانُ মাদ্দাহ ا ذ ن। জিনসে مَهْمُوْزٌ فَاءٌ অর্থ– আমি ফিরে এলাম।

لِيَرْجِعْ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস اَمْرٌ غَائِبٌ مَعْرُوْفٌ বাব ضَرَبَ يَضْرِبُ মাসদার اَلرُّجُوْعُ মাদ্দাহ ر ج ع জিনসে সহিহ। অর্থ– সে যেন ফিরে আসে।

اَقِمْ : সিগাহ غائب مُذَكَّرٌ وَاحِدٌ বহস اَمْرٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقَامَةُ মাদ্দাহ ق و م জিনসে اجوف واوى অর্থ– তুমি প্রতিষ্ঠা কর, উপস্থাপন কর। যেমন–

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ اللَّيْلِ.

شَهِدْتُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُتَكَلِّمٌ বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব سَمِعَ يَسْمَعُ মাসদার اَلشَّهَادَةُ মাদ্দাহ ش ه د জিনসে সহিহ। অর্থ–আমি সাক্ষ্য দিলাম। যেমন–

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ.

প্রশ্ন-৩৭ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : فَوَجَدَ لَبَنًا فِىْ قَدَحٍ فَقَالَ يَا اَبَا هِرٍّ اَلْحَقْ بِاَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ اِلَيَّ فَاَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَاَقْبَلُوْا فَاسْتَأْذَنُوْا فَاَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

উত্তর : সূচনা : ইসলাম অন্যের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখতে জোর তাকিদ দিয়েছে। কারো আচরণে যদি ব্যক্তি বা সমাজের সামান্যতমও ক্ষতি হয়, তাহলে ইসলাম সেখানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

উৎস : উদ্ধৃত হাদিসখানি সুপ্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর কিতাবুল আদবের অন্তর্গত اِسْتِيْذَانٌ অধ্যায় থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : এ হাদিসে অতিথি সেবার স্বরূপ এবং অন্যের ঘরে প্রবেশের প্রাক্কালে অনুমতি চাওয়ার নির্দেশনা দান করা হয়েছে।

অনুবাদ : বিশিষ্ট সাহাবি আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাঁর গৃহে প্রবেশ করলাম। তিনি ঘরে এক পেয়ালা দুধ দেখতে পেলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আবু হুরায়রা (রা)! আহলে সুফ্ফার নিকটে গিয়ে তাদেরকে ডেকে

আন। রাসূলের নির্দেশ পেয়ে আমি তাদের নিকটে গিয়ে দাওয়াত পৌঁছে দিলাম। তারা নবীর দাওয়াত পেয়ে তৎক্ষণাৎ চলে এলো এবং গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইল। রাসূল (স) তাদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তখন তাঁরা সকলেই প্রবেশ করলো। –সহিহ্ বুখারি

উপসংহার : দুস্থদের প্রয়োজনের প্রতি সদা নজর রাখা এবং অপর কোনো ব্যক্তির ঘরে প্রবেশ করতে হলে অনুমতি নেয়া কর্তব্য।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : أُكْتُبْ تَعْرِيْفِ «اَهْلِ الصُّفَّةِ».

প্রশ্ন-১ : اَهْلُ الصُّفَّةِ-এর পরিচয় দিন।

উত্তর৷ اَهْلُ الصُّفَّةِ-এর পরিচয় : আভিধানিক অর্থে اَهْلُ শব্দের অর্থ অধিবাসী, অধিকারী ও পরিবার। আর اَلصُّفَّةُ শব্দের অর্থ চত্বর ও বারান্দা। অতএব, اَهْلُ الصُّفَّةِ-এর সমন্বিত অর্থ হবে 'বারান্দাবাসী'। পরিভাষায় اَهْلُ الصُّفَّةِ হচ্ছে, هُمُ الْفُقَرَاءُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْكُنُوْنَ فِي صُفَّةِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ

অর্থাৎ, যে সকল গরিব সাহাবিগণ মসজিদে নববির বারান্দায় পড়ে থাকতেন, তাদেরকেই اَهْلُ الصُّفَّةِ বলা হতো। তারা সব সময় নবীর উপদেশাবলি শুনতেন, কেউ খাবার দিলে খেতেন অন্যথায় ক্ষুধার জ্বালা নিয়ে পড়ে থাকতেন, কারো নিকট কিছু চাইতেন না। এদের অধিকাংশ লোক মুহাজির ছিলেন। এদের সংখ্যা প্রায় ৭০ জন হবে। অবশ্য কখনো এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেতো, আবার হ্রাসও পেতো। কুরআনে তাদের শানে বলা হয়েছে, «لَايَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا»

اَلسُّؤَالُ (٢) : إِلٰى أَيِّ بَيْتٍ دَخَلَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ.

প্রশ্ন-২ : আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স)-এর সাথে করে ঘরে প্রবেশ করেছিলেন?

উত্তর : আবু হুরায়রা (রা) রাসূলের সাথে কার ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। ১. রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘরে প্রবেশ করেছিলেন।
২. কারো কারো মতে, তাঁরা সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করেছিলেন।

اَلسُّؤَالُ (٣) : أَوْضِحْ تَحْلِيْلَ «اَبَا هِرٍّ».

প্রশ্ন-৩ : اَبَاهِرٍّ-এর বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : اَبَاهِرٍّ-এর বিশ্লেষণ : اَبَا هِرٍّ এ শব্দটি মূলে ছিল اَبَا هُرَيْرَةَ (আবা হুরায়রা।) هُرَيْرَةَ শব্দকে সংক্ষেপ করে هِرٌّ করা হয়েছে। এরপর اَبَا যোগে اَبَا هِرَّ ও يَا যোগে يَا اَبَا هِرَّ হয়েছে। যেমন يَا عَائِشُ-এর স্থলে عَائِشَةُ এবং يَا مَالِكُ-এর স্থলে يَامَالُ বলা হয়। একে مُنَادٰى مُرَخَّمْ বলা হয়।

اَلسُّؤَالُ (٣) : أَوْضِحْ تَحْلِيْلَ «فَاَقْبَلُوْا فَاسْتَأْذَنُوْا».

প্রশ্ন-৪ : فَاَقْبَلُوْا فَاسْتَأْذَنُوْا-এর বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : فَاَقْبَلُوْا فَاسْتَأْذَنُوْا-এর বিশ্লেষণ : فَاَقْبَلُوْا فَاسْتَأْذَنُوْا-এর অর্থ হলো– আহলে সুফ্ফার লোকজন রাসূল (স)-এর দরবারে দাওয়াত পেয়ে আগমন করলো এবং অনুমতি চাইল। আল্লামা তিবি (র) বলেন, এ হাদিসাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, যাকে কোনো ভোজ সভায় আমন্ত্রণ করা হয়, তার ঘরে প্রবেশের জন্যে নিছক আমন্ত্রণ পাওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং প্রবেশের জন্যে পৃথকভাবে অনুমতি নিতে হবে। তাঁর ভাষায়–

فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلٰى مَنْ دُعِىَ اِلٰى وَلِيْمَةٍ اَوْ طَعَامٍ لَا يَكْفِيْهِ الدُّعَاءُ بَلْ لَابُدَّ لَهُ مِنَ الْاِسْتِيْذَانِ.

اَلسُّؤَالُ (٥)حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : دَخَلْتُ، وَجَدَ، لَبَنٌ، قَدْحٌ، اَلْحِقْ، اَلصُّفَّةُ، اُدْعُ، اَقْبَلُوْا، اَذِنَ، اِسْتَأْذَنُوْا.

প্রশ্ন-৫ : শব্দাবলির তাহকিক করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

دَخَلْتُ : সিগাহ واحد متكلم বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف, বাব نَصَرَ يَنْصُرُ, মাসদার اَلدُّخُوْلُ, মাদ্দাহ دَ خَ لَ জিনস صَحِيْحٌ অর্থ– আমি প্রবেশ করলাম। আল্লাহর বাণী–

فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَادْخُلِي جَنَّتِيْ

وَجَدَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف, বাব ضرب মাসদার اَلْوِجْدَانُ মাদ্দাহ و ج د জিনস مِثَالِ وَاوِيْ অর্থ– তিনি পেলেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا اَلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا.

لَبَنٌ : এটি اسم একবচন, বহুবচনে اَلْبَانٌ অর্থ– দুধ।

قَدْحٌ : পেয়ালা, পাত্র, এটি একবচন, বহুবচনে اَقْدَاحٌ।

اَلْحِقْ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ حاضر বহস اَمْرٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْحَاقُ মাদ্দাহ ل ح ق জিনস صَحِيْحٌ অর্থ– তুমি মিলিত হও।

اَلصُّفَّةُ : এটি একবচন, বহুবচনে صِفَافٌ, صُفُفٌ হাদিসে আছে, اَلْحِقْ بِأَهْلِ الصُّفَّةِ অর্থ– চত্বর, বারান্দা।

اُدْعُ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ حاضر বহস اَمْرٌ حَاضِرٌ مَعْرُوْفٌ বাব نَصَرَ يَنْصُرُ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মাদ্দাহ د ع و জিনস نَاقِصٌ وَاوِيٌّ অর্থ– তুমি ডাক।

اَقْبَلُوْا : সিগাহ جمع مذكر غائب, বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف, বাব افعال, মাসদার اَلْاِقْبَالُ, মাদ্দাহ ق ب ل, জিনস صَحِيْحٌ, অর্থ– তারা এগিয়ে এল। যেমন–

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُوْنَ.

اَذِنَ : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাব سمع يسمع মাসদার اَلْاِذْنُ মাদ্দাহ ا ذ ن। জিনস مَهْمُوْزٌ فَاءٌ অর্থ– তিনি অনুমতি দিলেন।

اِسْتَأْذَنُوْا : সিগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাব استفعال মাসদার اَلْاِسْتِئْذَانُ মাদ্দাহ أ ذ ن জিনস مهموز فاء অর্থ– দূত, বার্তাবাহক।

প্রশ্ন-৩৮ : **নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।**

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهٖ وَلٰكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْاَيْمَنِ اَوِ الْاَيْسَرِ فَيَقُوْلُ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ اَنَّ الدُّوْرَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا سُتُوْرٌ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ). وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَنَسٍ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ فِيْ بَابِ الضِّيَافَةِ.

উত্তর : ভূমিকা : বাহির হতে আগত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে স্বীয় ঘরে প্রবেশের পূর্বে যে কোন প্রকারে গৃহাভ্যন্তরের সকলকে সতর্ক করে দেয়া কর্তব্য, যাতে তারা আগন্তুকের দৃষ্টিতে কোনোরূপ অপ্রস্তুত অবস্থার সম্মুখীন না হয়।

উৎস : প্রশ্নে প্রদত্ত হাদিসটি মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থের কিতাবুল আদবের অন্তর্গত بَابُ الْاِسْتِيْذَانِ থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : এ হাদিসে মায়ের কক্ষে প্রবেশের প্রয়োজন হলেও তৎপূর্বে অনুমতি প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে।

অনুবাদ : আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন কোনো গোত্রের দরজায় (বাড়িতে) যেতেন, তখন ঘরের দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন না। বরং দরজার ডান দিকে বা বাম দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং (অনুমতি গ্রহণের উদ্দেশে) আস্‌সালামু আলাইকুম, আস্‌সালামু আলাইকুম বলতেন। আর এটা এজন্যে হতো যে, সে যুগে দরজার সামনে পর্দা ঝুলানো থাকতো না। (ইমাম আবু দাউদ (র) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।) আর মেহমানদারীর অধ্যায়ে আনাস (রা) হতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী কারিম (স) বলেছেন আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

উপসংহার : আমাদের উচিত অনুমতি প্রার্থনার সময় রাসূল (স)-এর শেখানো নীতি অবলম্বন করা।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : اِشْرَحْ لِقَوْلِهٖ : لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهٖ.

প্রশ্ন-১ : لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهٖ-এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ-এর বিশ্লেষণ : রাসূল (স) কারো বাড়িতে গেলে দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন না। কারণ, ইসলামের প্রথম যুগে দরজায় পর্দা ঝুলানোর প্রথা ছিলো না। দরজার মধ্যে মুখ করে দাঁড়ালে অন্দর মহল পর্যন্ত দৃষ্টি পড়তো। যা খেয়ানত মাত্র। এ কারণে তিনি দরজার ডান, কিংবা বাম দিকে দাঁড়িয়ে অনুমতি গ্রহণের উদ্দেশে সালাম করতেন।

যদি ঘরের দরজার মধ্যে পর্দা ঝুলানো থাকে, তাহলে দরজা বরাবর দাঁড়ালে কোনো ক্ষতি নেই। তবে মূল হাদিসের দিকে দৃষ্টি রেখে ডানে বা বামে দাঁড়ানোই উত্তম।

اَلسُّؤَالُ (٢) : اِشْرَحْ لِقَوْلِهٖ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

প্রশ্ন-২ : فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ-এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ : আলোচ্য হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল (স) অনুমতি গ্রহণের উদ্দেশে দু'বার সালাম করতেন। অথচ অন্য হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর অভ্যাস ছিল তিনবার সালাম করা।

সম্ভবতঃ এখানে বর্ণনাকারী সংক্ষেপ করে দু'বার উল্লেখ করেছেন। অথবা, এর দ্বারা সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং একাধিকবার তিনি সালাম দিতেন, এটাই উদ্দেশ্য'। অথবা, সেদিন দু'বার সালাম দেয়ার পর অনুমতি পেয়েছেন। তৃতীয়বার সালাম দিতে হয় নি।

প্রশ্ন-৩ : রাসূল (স) দরজা বরাবর না দাঁড়াবার কারণ কী?

উত্তর : রাসূল (স) দরজা বরাবর না দাঁড়াবার কারণ : হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল (স) কারো বাড়িতে গেলে দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন না। এর কারণ হলো ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলানোর প্রথা ছিলো না। দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়ালে অন্দর মহল পর্যন্ত দৃষ্টি পড়তো, তাই রাসূল (স) দরজার ডান বা বাম দিকে দাঁড়িয়ে সালাম করতেন।

প্রশ্ন-৩৯ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ﷺ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَسْتَأْذِنُ عَلٰى اُمِّىْ؟ فَقَالَ : نَعَمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ مَعَهَا فِى الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ خَادِمُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا اَتُحِبُّ اَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا. (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا)

উত্তর : ভূমিকা : বের হতে আগত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে স্বীয় ঘরে প্রবেশের পূর্বে যে কোনো প্রকারে গৃহাভ্যন্তরের সকলকে সতর্ক করে দেয়া কর্তব্য, যাতে তারা আগন্তুকের দৃষ্টিতে কোনোরূপ অপ্রস্তুত অবস্থার সম্মুখীন না হয়।

উৎস : প্রশ্নে প্রদত্ত হাদিসটি মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থের কিতাবুল আদবের অন্তর্গত بَابُ الْاِسْتِيْذَانِ থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : এ হাদিসে মায়ের কক্ষে প্রবেশের প্রয়োজন হলেও তৎপূর্বে অনুমতি প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে।

অনুবাদ : প্রখ্যাত তাবেয়ি আতা ইবনে ইয়াসার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক লোক এসে নবী কারিম (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি কি আমার মায়ের কক্ষে বা ঘরে প্রবেশ করতে অনুমতি প্রার্থনা করব? রাসূল (স) বললেন, হাঁ, অনুমতি নিতে হবে।
তখন লোকটি পুনরায় বললো, আমি তো আমার মায়ের সাথে একই ঘরে থাকি। তাহলে অনুমতির দরকার কি? রাসূল (স) এবারো বললেন, তুমি তোমার মায়ের ঘরে যাওয়ার আগে অনুমতি নাও। তখন লোকটি বললো, আমি তো আমার মায়ের একজন খাদেম। অনুমতির প্রয়োজন কী? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি তার নিকট অনুমতি চাও। তুমি কি তোমার মাকে বস্ত্রশূন্যভাবে দেখতে ভালোবাসবে? (হয়ত তোমার মায়ের শরীরে কাপড় থাকবে না। তুমি অতর্কিতে গেলে তা দেখে ফেলবে)। লোকটি বলল না, আমি আমার মাকে উলঙ্গ দেখতে চাই না। তখন রাসূল (স) বললেন, অতএব তুমি তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করো। (ইমাম মালিক মুরসাল হিসেবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

উপসংহার : অপরের ঘর তো দূরের কথা, স্বীয় মাতা বা কোনো মুহরিমা নারীর কক্ষে বা ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি নেয়া আবশ্যক, যাতে অবস্থার প্রেক্ষিতে কাউকেই অপ্রস্তুত হতে না হয়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : اِنِّىْ مَعَهَا فِى الْبَيْتِ-এর ব্যাখ্যা লিখুন। اَلسُّؤَالُ (١) : اِشْرَحْ لِقَوْلِهٖ : اِنِّىْ مَعَهَا فِى الْبَيْتِ.

উত্তর : اِنِّىْ مَعَهَا فِى الْبَيْتِ-এর ব্যাখ্যা : রাসূলে আকরাম (স) প্রশ্নকারী লোকটিকে বললেন, اِسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا অর্থাৎ, 'তুমি তোমার মায়ের নিকট প্রবেশের প্রাক্কালে অনুমতি চাও'। তখন লোকটি বিস্মিত হয়ে বললো, اِنِّىْ مَعَهَا فِى الْبَيْتِ অর্থাৎ, আমি ও আমার মা একই ঘরে থাকি, যদি ভিন্ন ঘরে থাকতাম,

হলে অনুমতির প্রশ্ন আসতো। রাসূল (স) তার কথা গ্রহণ না করে এবারও বললেন, একই ঘরে থাকলেও অনুমতি নিতে হবে। কেননা, হতে পারে তোমার মা অপ্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। অতএব, বোঝা গেল, মা ভিন্ন ঘরে থাকুক বা একই ঘরে থাকুক, তাঁর নিকটে যাওয়ার আগে অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে বর্তমানের মুসলমানেরা এ নীতি অবলম্বন করে না। তারা নিজ গৃহে প্রবেশ করে বলেই অনুমতি চায় না। এ হাদিস থেকে আরো প্রতীয়মান হয় যে, যে কোনো মাহরাম বা গায়রে মাহ্রাম নারীর কক্ষে প্রবেশের আগে অনুমতি চাইতে হবে।

اَلسُّؤَالُ (٢): اِشْرَحْ لِقَوْلِهٖ: اَتُحِبُّ اَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً.

প্রশ্ন-২ : اَتُحِبُّ اَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً-এর বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : اَتُحِبُّ اَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً-এর ব্যাখ্যা : প্রশ্নকারী লোকটি বারবার বিভিন্ন আঙ্গিকে রাসূল (স)-কে বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ! মায়ের কক্ষে প্রবেশ করতে অনুমতির দরকার কি? তখন রাসূলুল্লাহ (স) এক পর্যায়ে বললেন যে, اَتُحِبُّ اَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً অর্থাৎ, তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে চাও? কেননা, সব সময় মানুষের সতর আবৃত থাকে না। বিশেষ করে গরমের সময়ে গৃহাভ্যন্তরে একাকী থাকা অবস্থায় শরীরের সব অঙ্গ আবৃত থাকে না। আর ছেলের জন্যে মায়ের সাথে দেখা বৈধ হলেও তাঁর সতর দেখা তো জায়েয নেই।

এমতবস্থায় অতর্কিতে মায়ের নিকটে গেলে মা লজ্জা পাবেন। তাই মায়ের কক্ষে প্রবেশের আগে সালাম দিয়ে অনুমতি চেয়ে নিতে হবে।

اَلسُّؤَالُ (٣): بَيِّنْ شَرْطَ إِذْنِ الْاِبْنِ لِدُخُوْلِ غُرَفَةِ الْأُمِّ.

প্রশ্ন-৩ : মায়ের কক্ষে প্রবেশের জন্যে পুত্রের অনুমতির বিধান আলোচনা করুন।

উত্তর : মায়ের কক্ষে প্রবেশের আগে পুত্রের অনুমতির বিধান : মা চির مُحَرَّمَةٌ হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের পারিবারিক নিয়মের অন্যতম বিধান হচ্ছে, পুত্র কর্তৃক মায়ের ঘরে বা কক্ষে প্রবেশের আগে অনুমতি নিতে হবে। এ অনুমতি নেয়া ওয়াজিব। কারণ, সব সময় মানুষের সতর আবৃত থাকে না। এমতাবস্থায় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে হয়ত মাকে বস্ত্রশূন্য অবস্থায় দেখা যাবে। অথচ মার সাথে দেখা বৈধ হলেও তার সতর দেখা জায়েয নেই।

প্রশ্নকারী যত কথাই বলুক না কেনো, আল্লাহর রাসূল বারবার অনুমতি গ্রহণের উপর তাকিদ দিয়েছেন। তাই আমাদের উচিত মা হোক বা যে কোনো মাহরাম নারী হোক, তার নিকটে যাওয়ার আগে সালাম দিয়ে অনুমতি নেয়া। অনুমতি দিলেই প্রবেশ করতে হবে। অন্যথায় ফিরে যেতে হবে।

اَلسُّؤَالُ (٤): اُكْتُبْ مَا تَعْرِفُهٗ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ.

প্রশ্ন-৪ : আতা ইবনে ইয়াসার সম্পর্কে যা জান লিখুন।

উত্তর : আতা ইবনে ইয়াসারের পরিচিতি : নাম– আতা; উপনাম– আবু মুহাম্মদ। পিতা-ইয়াসার। তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনিন মায়মুনাহ (রা)-এর গোলাম। মদিনার প্রসিদ্ধ তাবেয়িদের মধ্যে পরিগণিত হন। হাদিসে নববীর এক বিরাট খেদ্‌মত করেছেন।

রেওয়ায়াত : তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বহুসংখ্যক হাদিস রেওয়ায়াত করেছেন।

ইন্তেকাল : তিনি ৯৭ হিজরিতে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

اَلسُّؤَالُ (٥): مَاذَا يُسَمَّى الْمُرْسَلُ؟ وَمَا حُكْمُهٗ؟

প্রশ্ন-৫ : اَلْمُرْسَلُ কাকে বলে? উহার হুকুম কী?

উত্তর : اَلْمُرْسَلُ শব্দটি সিগাহ وَاحِدِ مُذَكَّرْ বহস اِسْمِ مَفْعُوْلْ বাবে اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِرْسَالُ মাদ্দাহ ر-س-ل জিনসে صَحِيْح অর্থ– প্রেরিত।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : তাবেয়ির পর ইসনাদ থেকে কোনো বর্ণনাকারী বাদ পড়লে ঐ হাদিসকে মুরসাল হাদিস বলা হয়। যেমন কোনো তাবেয়ি সাহাবিকে বাদ দিয়ে বলে আল্লাহর রাসূল বলেছেন বা করেছেন।

قَالَ مُسْلِمٌ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا حَجِيْنٌ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.

উক্ত সনদে সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব তাবেয়ি মধ্যখানে অন্যের নাম ছেড়ে দিয়ে সরাসারি রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

حُكْمُ الْمُرْسَلِ : হাদিস গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে তিনটি মতামত দেখা যায়।

১. অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকিহগণের মতে, মুরসাল দুর্বল ও নিক্ষেপিত। কেননা, ছেড়ে দেয়া বর্ণনাকারীর অবস্থা জানা নেই।

২. ইমাম আবু হানিফা (র), মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল ও একদল আলেমের নিকট ঐ মুরসাল গ্রহণ যোগ্য, যা ثِقَةٌ ব্যক্তির মুরসাল হয়। তাদের মতে, তাবেয়ি কোন সময়ে আস্থা না থাকলে বলতে পারেন না।

৩. ইমাম শাফেয়ি (র) ও কতক আলেমের মতে, কতক শর্তে তা গ্রহণযোগ্য।

ক. যিনি مُرْسَلْ করেন, তিনি অবশ্যই প্রথম কাতারের তাবেয়ি হবেন।

খ. যাকে ছেড়ে রাখা হয়েছে তার নাম অন্য সনদে এলে।

গ. সঠিক হাদিসের বিপরীত হতে পারবে না।

ঘ. উপরিউক্ত তিনটি শর্তের সাথে নিম্নোক্ত তিনটির যে কোনো একটির মিলন ঘটতে হবে।

ক. অন্যভাবে হাদিসটি পূর্ণ সনদে আসবে। খ. সাহাবির কথার অনুরূপ হবে।

গ. এ অনুযায়ী অধিক সংখ্যক আলেম ফতোয়া দিবে।

اَلسُّؤَالُ (٦) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : اَتٰى، قَوْمٌ، لَمْ يَسْتَقْبِلْ، وَجْهٌ، تِلْقَاءُ، سُتُوْرٌ.

প্রশ্ন-৫ : শব্দাবলির তাহকিক করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো–

اَتٰى : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাবে ضرب মাসদার اَلْاِتْيَانُ মাদ্দাহ ت ى । জিনসে ناقص يائى ও مهموز فاء অর্থ – তিনি এলেন।

قَوْمٌ : একবচন, একে اسم جمع বলা হয়। বহুবচনে اقوام। অর্থ– গোত্র, জাতি, সম্প্রদায়।

لَمْ يَسْتَقْبِلْ : সিগাহ واحد مذكر غائب, বহস نفى جحد بلم معروف, বাব استفعال, মাসদার الاستقبال, মাদ্দাহ ق ب ل, অর্থ– তিনি সম্মুখীন হননি।

وَجْهٌ : একবচন, বহুবচনে وجوه অর্থ– চেহারা, মুখ।

تِلْقَاءُ : এটি فعلان-এর ওজনে বাবে تفعيل-এর মাসদার اللقاء, অর্থ– সামনা সামনি সাক্ষাত বা মিলিত হওয়া।

سُتُوْرٌ : এটি اسم, বহুবচন, একবচন ستر, অর্থ– পর্দাসমূহ।

প্রশ্ন-৪০ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ اَنْ يَضَعَ اَحَدُكُمْ يَدَهٗ عَلٰى جَبْهَتِهٖ اَوْ عَلٰى يَدِهٖ فَيَسْئَلُهٗ كَيْفَ هُوَ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ.

উত্তর : **ভূমিকা :** স্নেহাস্পদ ব্যক্তির প্রতি মমতার আকর্ষণ মানুষের স্বভাবগত বিষয়। দীর্ঘ বিরহের পর স্নেহাস্পদের দর্শন লাভ মানুষকে অধিক আবেগপ্রবণ করে তোলে। তারই বহি:প্রকাশ ঘটে مُعَانَقَةٌ-এর মধ্য দিয়ে। এটা শরিয়তের অনুমোদিত সুন্নত।

উৎস : প্রশ্নে প্রদত্ত হাদিসখানা সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ **مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ**-এর 'কিতাবুল আদব'-এর অন্তর্গত **بَابُ الْمُصَافَحَةِ وَالْمُعَانَقَةِ** থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : এ হাদিসে নবী কারিম (স) কর্তৃক তাঁর পোষ্য পুত্র যায়েদ ইবনে হারেছাকে চুমু দেয়া ও আলিঙ্গন করার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুবাদ : আবু উমামাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, রোগীর সেবার পূর্ণতা হচ্ছে, তোমাদের কেউ স্বীয় হাত তার কপালের ওপর অথবা তার হাতের ওপর রেখে জিজ্ঞেস করবে সে কেমন আছে। (অর্থাৎ, তুমি কেমন আছ?) আর তোমাদের পারস্পরিক অভিবাদনের পরিপূর্ণতা হচ্ছে সালামের পর করমর্দন করা।

সূত্র : ইমাম আহমদ ও তিরমিযি (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযি (র) একে দুর্বল হাদিস বলে আখ্যায়িত করছেন।

উপসংহার : হাদিসের নির্দেশনা মতে সালামের সাথে মুসাফাহা সালামের উদ্দেশ্য সম্পাদনে বিরাট ভূমিকা রাখে। তাই মুসাফাহা করাও আমাদের কর্তব্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : اِشْرَحْ لِقَوْلِهٖ : تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ.

প্রশ্ন-১ : تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ-এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করুন।

উত্তর : **تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ-এর ব্যাখ্যা :** নবী কারিম (স) ইরশাদ করেছেন, রোগীর সেবার পরিপূর্ণতা হলো রোগীর কপালে অথবা হাতের উপর হাত রেখে খোঁজ-খবর নেয়া, কুশলাদি বিনিময় করা এবং তার সার্বিক অবস্থা জানতে চেষ্টা করা। আর শরীরের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ব্যথা-বেদনা, আঘাত বা ক্ষত থাকলে তথায় হাত রেখে কুশল জিজ্ঞেস করা। এভাবে হাত রেখে অবস্থা জানতে চাইলে রোগীর মন আনন্দিত হয়, তার ব্যথা কিছুটা লাঘব হয় এবং উভয়ের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে।

اَلسُّؤَالُ (٢) : اِشْرَحْ لِقَوْلِهٖ : تَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ.

প্রশ্ন-২ : تَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ-এর বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : **تَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ-এর বিশ্লেষণ :** আলোচ্য হাদিসাংশের অর্থ হচ্ছে– তোমাদের পারস্পরিক সালামের পরিপূর্ণতা হচ্ছে মুসাফাহা করা। অর্থাৎ, সালামের মধ্যে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য থাকে; তাতে কোন কোন সময় ফাঁক-ফোঁকর থেকে যেতে পারে; কিন্তু **مُصَافَحَةٌ** দ্বারা ঐ ফাঁক-ফোঁকর সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং মনের ক্লেদ দূর হয়ে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে, **تَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ**।

প্রশ্ন-৩ : এ হাদিসের শিক্ষা বর্ণনা করুন। اَلسُّؤَالُ (٣) : وَصِّف تَدْرِيْس هٰذَا الْحَدِيْثِ.

উত্তর : হাদিসের শিক্ষা : আলোচ্য হাদিস হতে আমরা নিম্ন বর্ণিত শিক্ষাগুলো গ্রহণ করতে পারি।

১. রোগীর পরিচর্যা করা ও দেখা-শোনা করা সুন্নত।

২. অবস্থাভেদে রোগীর শরিরে হাত রেখে কুশলাদি জিজ্ঞেস করা।

৩. সালামের পর মুসাফাহা করা সুন্নত।

৪. হাদিসে বর্ণিত পদ্ধতির চেয়ে বেশি করা হলে তা হবে লৌকিকতা। আর কম করা হলে তা হবে ত্রুটি।

اَلسُّؤَالُ (٣) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : تَمَامٌ، عِيَادَةٌ، مَرِيْضٌ، يَضَعُ، جَبْهَةٌ، يَسْأَلَ، ضعف.

প্রশ্ন-৪ : শব্দাবলির তাহকিক করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

تَمَامٌ : এ শব্দটি বাবে ضرب يضرب-এর মাসদার, মাদ্দাহ ت م م জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– পরিপূর্ণ হওয়া। আল্লাহর বাণী, فَتَمَّ مِيْقَاتِ رَبِّهٖ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

عِيَادَةٌ : এ শব্দটি বাবে نصر ينصر-এর মাসদার। মাদ্দাহ ع و د জিনসে اجوف واوى অর্থ– রোগীর সেবা করা, পরিচর্যা করা।

مَرِيْضٌ : সিগাহ واحد مذكر বহস صفت مشبة বাব سمع يسمع মাসদার المرض মাদ্দাহ م ر ض জিনস صحيح অর্থ– রোগী, অসুস্থ ব্যক্তি। যেমন আল্লাহর বাণী–

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ.

يَضَعُ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাব فتح يفتح মাসদার الوضع মাদ্দাহ و ض ع জিনস مثال واوى অর্থ– সে রাখবে। কুরআনের বাণী–

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ بِالْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ.

جَبْهَةٌ : এটা إسم جامد একবচন, বহুবচন جباه অর্থ– কপাল, ললাট।

يَسْأَلَ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাব فتح يفتح মাসদার اَلسُّؤَالُ মাদ্দাহ س ء ل জিনস مهموز عين অর্থ– সে জিজ্ঞেস করবে। যেমন–

يَسْئَلُهُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَأْنٍ.

ضَعَّفَ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার التضعيف মাদ্দাহ ض ع ف জিনস صحيح অর্থ– সে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করলো।

প্রশ্ন-৪১ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

উত্তর : ভূমিকা : স্নেহাস্পদ ব্যক্তির প্রতি মমতার আকর্ষণ মানুষের স্বভাবগত বিষয়। দীর্ঘ বিরহের পর স্নেহাস্পদের দর্শন লাভ মানুষকে অধিক আবেগ প্রবণ করে তোলে। তারই বহি:প্রকাশ ঘটে مُعَانَقَةٌ-এর মধ্য দিয়ে। এটা শরিয়ত অনুমোদিত সুন্নত।

উৎস : প্রশ্নে প্রদত্ত হাদিসখানা সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর 'কিতাবুল আদব'-এর অন্তর্গত اَلْمُصَافَحَةُ وَالْمُعَانَقَةُ থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : এ হাদিসে নবী কারিম (স) কর্তৃক তাঁর পোষ্য পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসাকে চুমু দেয়া ও আলিঙ্গন করার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদিসের অনুবাদ : উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পালকপুত্র যায়েদ ইবনে হারেছা (রা) সফর শেষ করে মদিনায় আগমন করেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (স) আমার ঘরে ছিলেন। যায়েদ এসে আমার গৃহের দরজায় আঘাত করলেন। আওয়াজ শুনে রাসূল (স) খালি গায়ে চাদর টানতে টানতে তার দিকে এগিয়ে গেলেন।

আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি রাসূল (স)-কে ইত:পূর্বে বা পরে কখনো খালি গায়ে দেখি নি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর সাথে কোলাকুলি করলেন ও তাঁকে চুমু দিলেন। (ইমাম তিরমিযি (র) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

উপসংহার : রাসূল (স) হচ্ছেন আমাদের জন্যে সর্বোত্তম আদর্শ। তাই তার পথ অনুসরণ করত: অন্য প্রিয়জনকে সানন্দে কোলাকুলির মাধ্যমে বরণ করে নেয়া আমাদের কর্তব্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : اِشْرَحْ مَعْنٰى قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ.

প্রশ্ন-১ : আয়েশা (রা)-এর উক্তি, وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ-এর অর্থ বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর : وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ-এর ব্যাখ্যা : আয়েশা (রা)-এর উক্তি وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ-এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'য়ালার কসম, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এর আগে বা পরে কখনো খালি শরীরে দেখি নি। অথচ আমরা জানি যে, তিনি নবীর স্ত্রী ছিলেন। তাই খালি গায়ে দেখা স্বাভাবিক। এজন্যে মুহাদ্দিসিনে কেরাম এ উক্তিটির নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১. এর পূর্বে বা পরে তিনি কোনো লোকের সাথে খালি গায়ে কোলাকুলি করেছেন, তা তিনি দেখেন নি।
২. অথবা, যায়েদের আগমনে নবী এত খুশি হয়েছেন যে, যার কারণে তিনি কাপড় টানতে টানতে দৌড়ে গিয়ে কোলাকুলি করেছেন, এরূপ অবস্থা আর কখনো তিনি দেখেন নি।

মূলকথা, এ উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, শরীর খালি রাখা তাকওয়ার পরিপন্থি।

اَلسُّؤَالُ (٢) : بَيِّنْ حُكْمَ تَقْبِيْلِ الرِّجَالِ لِبَعْضِهِمُ الْبَعْضِ.

প্রশ্ন-২ : تَقْبِيْلُ الرَّجُلِ অর্থাৎ পুরুষের পরস্পর চুমু খাওয়ার حُكْمٌ বর্ণনা করুন।

উত্তর : পুরুষকে চুম্বন দেয়ার বিধান : এক পুরুষ কর্তৃক অন্য পুরুষকে চুমু দেয়ার বিধান নিম্নরূপ–

১. বিনা কামভাবে শুধু মহত্ত্ব, করুণা ও সওয়াবের আশায় চুমু দেয়া বৈধ। যেমন হাদিসে আছে–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ فَاَتَاهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ.

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : اَلرَّجُلُ مِنَّا يَلْقٰى اَخَاهُ اَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ نَعَمْ.

২. ইমাম নববী (র) বলেন, ছোট শিশুকে কামোত্তেজনা ছাড়া চুমু দেয়া ওয়াজিব। আর কামভাব থাকলে চুমু দেয়া হারাম। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা (র) এক পুরুষের অন্য পুরুষকে চুমু দেয়া মাকরূহ বলেছেন।

اَلسُّؤَالُ (٣) : اِشْرَحْ : عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ-

প্রশ্ন-৩ : عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ-এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ-এর ব্যাখ্যা : عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ-এর অর্থ হচ্ছে– রাসূল (স) চাদর টানতে টানতে খালি গায়ে দৌড়ে গেলেন। যায়েদকে তিনি এত বেশি ভালোবাসতেন যে, দীর্ঘ দিন পরে এসে যখন দরজায় আঘাত দিলেন তখন রাসূল (স) বসে থাকতে পারেন নি; বরং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চাদর টানতে টানতে ছেলেকে স্বাগত জানানোর জন্যে চলে গেলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এভাবে খালি গায়ে দৌড়ে গিয়ে কারো সাথে কোলাকুলি করতে দেখি নি। তবে এর অর্থ এ নয় যে, আয়েশা (রা) রাসূলকে বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখেন নি। কেননা, তিনি রাসূলের জীবনসঙ্গিনী ছিলেন। তাই খালি গায়ে দেখা স্বাভাবিক।

اَلسُّؤَالُ (٤) : مَاذَا تَقْصَدُ بِـ «مُصَافَحَةٌ»؟ اُكْتُبْ حُكْمَهَا.

প্রশ্ন-৪ : مُصَافَحَةٌ বলতে কী বুঝেন? তার حُكْمٌ লিখুন।

উত্তর : مُصَافَحَةٌ-এর সংজ্ঞা : مُصَافَحَةٌ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ করমর্দন করা, ঐধহফংযধশব হাত মেলানো। শরিয়তের পরিভাষায় দু'জন মুসলমানের পরস্পর সাক্ষাতের পর একে অপরের সাথে হাত মিলিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করাকে مُصَافَحَةٌ বলা হয়।

مُصَافَحَةٌ-এর বিধান : জুমহুর ফিকহ বিশারদদের মতে, সাক্ষাতকালে মুসাফাহা করা সুন্নত। কেননা, তা حَدِيْثِ قَوْلِيْ ও حَدِيْثِ فِعْلِيْ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু ফজর ও আসর সালাতের পরে বিশেষ সময়ে مُصَافَحَةٌ করার যে একটি জাহেলি প্রচলন রয়েছে, তা বিদ'য়াত; বরং যে কোন সময়ে মুসাফাহা করা যায়। বিবাহ নিষিদ্ধ যুবতী মহিলার সাথে مُصَافَحَةٌ বৈধ, যদি ফেতনার আশংকা না থাকে। আর যদি ফেতনার আশংকা থাকে, তাহলে مُصَافَحَةٌ করা বৈধ নয়। যেমন আবূ বকর (রা)-এর উক্তি, «وَيَنْبَغِيْ اَنْ يَحْتَرِزَ عَنْ مُصَافَحَةِ الْاَمْرَدِ وَالْحَسَنِ الْوَجْهَ»

اَلسُّؤَالُ (٥) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : قَدِمَ، قَرَعَ، قَامَ، عُرْيَانُ، يَجُرُّ، قَبْلَ، اِعْتَنَقَ.

প্রশ্ন-৫ : **শব্দাবলির তাহকিক করুন :**

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

قَدِمَ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস ماضى مطلق معروف বাব سمع মাসদার القدوم মাদ্দাহ ق د م জিনস, সহিহ। অর্থ– সে আগমন করলো।

قَرَعَ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাবে فتح يفتح মাসদার القرع মাদ্দাহ ق ر ع জিনস صحيح অর্থ– সে করাঘাত করলো, সে দরজায় আওয়াজ করলো।

قَامَ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস ماضى مطلق معروف বাব نصر মাসদার قيام মূলধাতু ق و م জিনস, সহিহ। অর্থ– দাঁড়ালেন।

عُرْيَانُ : এটি صفت مشبه-এর সিগাহ ও একবচন, বহুবচনে عرايا অর্থ– বস্ত্রহীন, অনাবৃত।

يَجُرُّ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাব نصر ينصر মাদ্দাহ ج ر ر জিনস, مضاعف ثلاثى অর্থ– সে টেনে আনছে।

قَبْلَ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস ماضى مطلق معروف বাব تفعيل মাসদার التقبيل মাদ্দাহ ق ب ل জিনস, সহিহ। অর্থ– তিনি চুম্বন করলেন।

اِعْتَنَقَ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাব افتعال মাসদার الاعتناق মাদ্দাহ ع ن ق জিনস صحيح অর্থ– আলিঙ্গন করলেন।

প্রশ্ন-৪২ : **নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।**

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيْ ﷺ قَالَ : قَالَ نَزَلَتْ بَنُوْ قُرَيْظَةَ عَلٰى حُكْمِ سَعْدٍ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِ وَكَانَ قَرِيْبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْاَنْصَارِ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

উত্তর : সূচনা : যথাযোগ্য সম্মান, মর্যাদা, স্নেহ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা প্রদর্শন ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানুষের মর্যাদা রক্ষায় রাসূল (স) ছিলেন উদার ব্যক্তিত্ব। এক্ষেত্রে রাসূল (স)-এর অনুসরণ অনিবার্য।

উৎস : প্রশ্নে প্রদত্ত হাদিসটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ -এর كِتَابُ الْاٰدَابِ-এর অন্তর্গত بَابُ الْقِيَامِ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে নেতা তথা মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে সম্মান করার বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

অনুবাদ : আবু সাঈদ খুদরি (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন বনু কুরাইজা সা'দ ইবনে মু'য়াযের রায় মেনে নেয়ার শর্তে দুর্গ হতে অবতরণ করলো, তখন রাসূলুল্লাহ (স) সা'দকে ডেকে

পাঠালেন। আর সা'দ তখন রাসূল (স)-এর নিকটবর্তীই ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে তিনি আহত হয়ে পড়ায় পায়ে হেঁটে আসতে পারেন নি; বরং সাধারণ গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করে এসেছেন। অতপর সা'দ যখন সাময়িক প্রতিষ্ঠিত মসজিদের নিকটে এলেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) আনসারদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানার্থে বা সাহায্যার্থে উঠে দাঁড়াও। (হাদিসটি ইমাম বুখারি ও মুসলিম (র)-এর যৌথ বর্ণনা)

উপসংহার : সমাজের নেতা, মুরববি অথবা কোনো আলেম তথা মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে যথার্থ সম্মান করা উচিত।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : كَمْ قِسْمًا لِلْقِيَامِ؟ بَيِّنْ كُلَّ اَقْسَامٍ مَعَ الْحُكْمِ؟

প্রশ্ন-১ : اَلْقِيَامُ কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের হুকুমসহ বর্ণনা করুন।

উত্তর : قِيَامُ-এর প্রকারভেদ ও বিধান : قِيَامٌ অর্থ– দাঁড়ানো। এখানে اَلْقِيَامُ الْمُطْلَقُ তথা নিছক দাঁড়ানো আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়; বরং আলোচ্য বিষয় হলো, **اَلْقِيَامُ عَلٰى بِنَاءِ الْغَرْضِ** তথা উদ্দেশ্য-ভিত্তিক দাঁড়ানো। এরূপ দাঁড়ানো উদ্দেশ্যের বৈধাবৈধতার বিবেচনায় প্রধানতঃ দুপ্রকার।

১. اَلْقِيَامُ الْجَائِزُ অর্থাৎ, বৈধতা প্রদত্ত দাঁড়ানো।

২. اَلْقِيَامُ الْمُحَرَّمُ অর্থাৎ, নিষিদ্ধ দাঁড়ানো।

▶ اَلْقِيَامُ الْجَائِزُ তথা বৈধতা প্রদত্ত দাঁড়ানো। যথা–

১. قِيَامٌ لِاِكْرَامِ السَّادَاتِ তথা মান্যবরদের সম্মান প্রদর্শনের জন্যে দাঁড়ানো।

২. قِيَامٌ لِاِكْرَامِ الْاَضِيَافِ তথা অতিথিদেরকে স্বাগত জানানোর জন্যে দাঁড়ানো।

৩. قِيَامٌ عَلٰى اقْتِضَاءِ الْمُحَبَّةِ তথা ভালোবাসার টানে দাঁড়ানো।

৪. قِيَامٌ لِلْاَسَاتِذَةِ وَاَهْلِ الْفَضْلِ তথা উস্তাদ ও শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো।

৫. قِيَامٌ لِخِدْمَةِ الْاَكَابِرِ তথা বড়দের সেবার জন্যে দাঁড়ানো।

৬. قِيَامٌ لِتَالِيْفِ الْقُلُوْبِ তথা মন আকর্ষণের জন্যে দাঁড়ানো।

৭. قِيَامٌ عَلٰى بِرِّ الْوَالِدَيْنِ তথা মাতা-পিতার সাথে সদাচরণের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো।

৮. قِيَامٌ لِاِعَانَةِ الْمَعْذُوْرِ তথা মা'যুর ব্যক্তির সাহায্য করার জন্যে দাঁড়ানো ইত্যাদি।

▶ اَلْقِيَامُ الْمُحَرَّمِ তথা নিষিদ্ধ দাঁড়ানো। যেমন–

১. قِيَامٌ كَالْمُتَمَثِّلِ لِلْجَبَابِرَةِ তথা স্বৈরাচারীদের উদ্দেশে মূর্তিবৎ দাঁড়ানো।

২. قِيَامٌ عَلٰى بِنَاءِ التَّكَلُّفِ তথা চাটুকারিতার ভিত্তিতে দাঁড়ানো।

৩. قِيَامٌ لِاِكْرَامِ رُوْحِ الْفَائِتِ اَوِ الْغَائِبِ তথা মৃত ব্যক্তির আত্মার ও অনুপস্থিত ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়ানো।

৪. قِيَامٌ عَلٰى تَخَيُّلِ حُضُوْرِ رُوْحِ النَّبِيِّ ﷺ তথা রাসূল (স)-এর রূহের উপস্থিতির ধারণা করে দাঁড়ানো ইত্যাদি।

اَلسُّؤَالُ (٢): مَا هُوَ الْمَسْجِدُ الْمَقْصُوْدُ بِـ «دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ فِي الْحَدِيْثِ»؟ اُكْتُبْ.

প্রশ্ন-২ : হাদিসে دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ দ্বারা কোন মসজিদ বুঝানো হয়েছে? লিখুন।

উত্তর : دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ উক্তিতে اَلْمَسْجِدِ দ্বারা উদ্দেশ্য :

আলোচ্য হাদিসে دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ উক্তির মধ্যে اَلْمَسْجِدِ দ্বারা কোন্ মসজিদকে বুঝানো হয়েছে, সে ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা–

১. কেউ কেউ বলেন, মসজিদে নববী।

২. ইবনুল মালিক (র) বলেন, যে কোনো সালাতের স্থানকে বুঝানো হয়েছে।

৩. বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, اَلْمُرَادُ بِهٖ هُوَ الْمَسْجِدُ الَّذِيْ اِتَّخَذَهُ الرَّسُوْلُ عِنْدَ مُحَاصَرَةِ بَنِيْ قُرَيْظَةَ

অর্থাৎ, বনু কুরাইজাকে অবরুদ্ধ করার সময়ে রাসূল (স) যে স্থানটিকে সালাতের জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন, সেটিই উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন-৩ : قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ-এর ব্যাখ্যা করুন। اَلسُّؤَالُ (٣): اِشْرَحْ : «قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ».

উত্তর : ভূমিকা : বক্ষ্যমাণ উক্তিটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে। নিম্নে এর কিঞ্চিৎ বিবরণ রয়েছে।

▶ **قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ-এর মর্ম :** সা'দ ইবনে মু'য়ায (রা) যখন গাধার পিঠে আরোহণ করে বনু কুরায়জার পল্লীতে সাময়িকভাবে নির্মিত মসজিদের সামনে এলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) আনসারদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের নেতার উদ্দেশে দাঁড়িয়ে যাও। নবীর এ উক্তিটি নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাগুলোর অবকাশ রাখে।

১. যেহেতু সা'দ ইবনে মু'য়ায (রা) খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়েছেন, সেহেতু তাঁকে ধরে নামানোর জন্যে দাঁড়াতে বলেছেন। অতএব, মূল বাক্য হলো قُوْمُوْا لِاَعَانَةِ سَيِّدِكُمْ অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের নেতার সাহায্যার্থে দাঁড়িয়ে যাও। অতএব, এখানে قِيَامُ تَعْظِيْمِ উদ্দেশ্য নয়। কেননা, যদি قِيَامُ تَعْظِيْمِ হতো, তাহলে اِلٰى سَيِّدِكُمْ না বলে لِسَيِّدِكُمْ বলতেন। অর্থাৎ, قِيَامْ শব্দের প্রযোজ্য অব্যয় اِلٰى না হয়ে لَامْ হতো।

২. অথবা, সা'দ (রা) আউসি ছিলেন। আউস গোত্রের নেতা এবং سَيِّدُ الْاَنْصَارِ হওয়ার কারণে, রাসূল (স) তাঁর সম্মানে দাঁড়াতে বলেছেন। অতএব, মূল বাক্য এরূপ হবে, «قُوْمُوْا لِتَعْظِيْمِ سَيِّدِكُمْ» যেমন অন্য হাদিসে আছে, «فَاِذَا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ قُمْنَا قِيَامًا حَتّٰى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوْتِ اَزْوَاجِهٖ» সুতরাং বুঝা গেল যে, নেতার সম্মানে দাঁড়ানো জায়েয।

৩. অথবা, বাক্যটির অর্থ হলো, সা'দ ইবনে মু'য়ায (রা)-এর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনার্থে দাঁড়াও। যেমন– হাদিসে আছে, «اِذَا دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهِ قَامَ اِلَيْهَا فَاَخَذَ بِيَدِهَا»

উপসংহার : হাদিসের মর্মানুসারে বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্যে উঠে পড়ে লাগা আমাদের কর্তব্য।

اَلسُّؤَالُ (٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : نَزَلَتْ، بَعَثَ، قَرِيْبٌ، جَاءَ، دَنَا، الْمَسْجِدُ، الْأَنْصَارُ، قَوْمُوْا، سَيِّدٌ.

প্রশ্ন-৪ : শব্দাবলি তাহকিক করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো–

نَزَلَتْ : সিগাহ واحد مؤنث غائب বহস ماضى مطلق معروف বাব ضرب মাসদার النزول মাদ্দাহ ن ز ل জিনস সহিহ। অর্থ– সে অবতরণ করলো।

بَعَثَ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস ماضى مطلق معروف বাব فتح মাসদার البعثة মাদ্দাহ ب ع ث জিনস সহিহ। অর্থ– তিনি প্রেরণ করলেন।

قَرِيْبٌ : সিগাহ واحد مذكر বহস إسم فاعل বাব كرم মাসদার القرب মাদ্দাহ ق ر ب জিনস صحيح অর্থ– নিকটবর্তী।

جَاءَ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل ماضي معروف বাব ضرب يضرب মাসদার المجئ মাদ্দাহ ج ي ء জিনস مركب مهموز لام ও اجوف يائى। অর্থ– সে এলো।

دَنَا : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل ماضي معروف বাব نصر ينصر মাসদার الدنو মাদ্দাহ د ن و জিনস ناقص واوى অর্থ– সে নিকটবর্তী হলো।

الْمَسْجِدُ : এটি একবচন, বহুবচনে مَسَاجِدُ ব্যবহৃত হয়। অর্থ– মসজিদ, নামায আদায় করার স্থান।

الْأَنْصَارُ : এটি বহুবচন, একবচন الناصر অর্থ– সাহায্যকারীগণ।

قَوْمُوْا : সিগাহ جمع مذكر বহস امر حاضر معروف বাব نصر ينصر মাসদার القيام মাদ্দাহ ق و م জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা দাঁড়িয়ে যাও।

سَيِّدٌ : সিগাহ واحد مذكر বহস صفت مشبة এটি سيادة (নেতৃত্ব) থেকে নির্গত হয়েছে। বহুবচনে سادة ও اسياد অর্থ– নেতা, সরদার।

প্রশ্ন-৪৩ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا اِحْدٰى قَدَمَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلٰى ظَهْرِهٖ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

উত্তর : ভূমিকা : রাসূল (স) প্রয়োজনমত বিভিন্ন অবস্থায় শয়ন করে উম্মতের জন্যে বিশেষার্থে বৈধতার অবকাশ রেখে গেছেন। বক্ষ্যমাণ হাদিস দু'টি তারই প্রমাণ।

উৎস : প্রশ্নে উল্লিখিত রাসূল (স)-এর অমীয় বাণীটি মিশকাত শরিফের «بَابُ الْجُلُوْسِ وَالنَّوْمِ وَالْمَشْيِ» থেকে গৃহীত।

প্রসঙ্গ : উদ্ধৃত হাদিস দু'টিতে শয়ন করার নিয়ম-নীতি বিবৃত হয়েছে।

প্রথম হাদিসের অনুবাদ : আব্বাদ ইবনে তামিম তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর চাচা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে মসজিদে চিৎ হয়ে এক পা অপর পায়ের ওপর রেখে শয়ন করতে দেখেছি। (হাদিসটি ইমাম বুখারি ও মুসলিম (র)-এর ঐক্য সূত্রে বর্ণনা)

দ্বিতীয় হাদিসের অনুবাদ : জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কোনো লোককে এক পা অপর পায়ের ওপর রেখে পৃষ্ঠোপরি চিৎ হয়ে শয়ন করতে নিষেধ করেছেন। (ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

উপসংহার : রাসূল (স)-এর উক্ত বাণী দু'টি যদিও পরস্পর বিরোধী তবুও বর্ণিত অবস্থা দু'টি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হিকমতপূর্ণ। কেননা প্রবাদে আছে, فِعْلُ الْحَكِيْمِ لَا يَخْلُوْ عَنِ الْحِكْمَةِ

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : আলোচ্য হাদিস দু'টির মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসন করুন।

উত্তর : হাদিসদ্বয়ের দ্বন্দ্বের নিরসন : উপরিউক্ত হাদিসদ্বয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়; হাদিস বিশারদগণ তা নিরসনে নিম্নোক্ত সমাধান দিয়েছেন। যেমন–

১. রাসূল (স) কখনো ক্লান্তি দূরীকরণের জন্যে এক পায়ের ওপর অপর পা তুলে চিৎ হয়ে শয়ন করতেন। এটা ছিল তাঁর অনিয়মিত অভ্যাস। আর জাবের (রা)-এর হাদিসের নিষেধাজ্ঞা নিয়মিত অভ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২. ইমাম খাত্তাবি (র)-এর মতে, জাবের (রা)-এর হাদিস মানসূখ হয়ে গেছে। কেননা, স্বয়ং রাসূল (স) এর বিপরীত করার আদেশ করেছেন।

৩. অথবা, রাসূল (স) এক পা দাঁড় করে অপর পা তদুপরি রেখে শয়ন করেন নি। হয়তবা তিনি এপাশ-ওপাশ করার সময় এমনটা করেছিলেন। বর্ণনাকারী যে অবস্থাটি অবলোকন করেছিলেন তাই বর্ণনা করেছেন।

৪. ইমাম নববী (র) বলেছেন, এমন শয়ন সম্পর্কে রাসূল (স)-এর নিষেধাজ্ঞা সতর খুলে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্যে। আর স্বয়ং ঐভাবে শয়ন করা এটা প্রমাণ করার জন্যে যে, এমনভাবে শয়ন বৈধ রয়েছে।

৫. অথবা, রাসূল (স) নিষেধাজ্ঞা প্রদানের আগে এমনভাবে শয়ন করেছিলেন, নিষেধাজ্ঞা প্রদানের পর আর-এমনভাবে শয়ন করেন নি।

৬. জাবের (রা)-এর হাদিস সেখানেই প্রযোজ্য হবে, যেখানে সতর প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; অন্যথায় নয়।

উপরিউক্ত সমাধানের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আলোচ্য হাদিস দু'টির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

প্রশ্ন-২ : শয়ন কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : শয়নের প্রকারভেদ : হাদিস বিশারদদের মতে শয়ন চার প্রকার। যেমন–

১. চিৎ হয়ে শয়ন করা। এ প্রকার শয়ন দ্বারা মহান রাব্বুল আলামিনের সীমাহীন কুদরত ও কৌশলের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করা সম্ভব হয়।

২. ডান কাতে শয়ন করা। এ প্রকার শয়নই ইবাদতকারীর শয়ন।

৩. বাম কাতে শয়ন করা। এ প্রকার শয়ন বিলাসীদের।

৪. উপুড় হয়ে শয়ন। এ প্রকার শয়ন ভ্রান্তলোকদের ও শয়তানী চরিত্রের। এটা শরিয়তে অপছন্দনীয়, কারণ এ অবস্থায় বুক ও মুখ আল্লাহর পরিবর্তে মাটির দিকে অবনত করা হয়। আবার এটা পুংমৈথুনকারীদের কাজেও অধিক সাহায্য করে।

প্রশ্ন-৩ : শোয়ার সুন্নত তরীকাহ বর্ণনা করুন।

উত্তর : ভূমিকা : অবস্থাভেদে হাদিসে বর্ণিত শোয়ার সুন্নত তরীকাসমূহ নিম্নরূপ–

১. **চিৎ হয়ে শোয়া :** এ প্রকারের শোয়া উপদেশ গ্রহীতাদের শোয়া। কেননা, এভাবে আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির দিকে তাকিয়ে গবেষণা করা যায় এবং আল্লাহ তা'য়ালার অসীম কুদরত ও কৌশল সম্বন্ধে প্রমাণ লাভ করা যায়।

২. **ডান কাত হয়ে শোয়া :** এ প্রকারের শোয়া আবেদ ব্যক্তিদের শোয়া। এরূপ শয়ন করলে ইবাদতের উদ্দেশ্যে রাত্রিতে নির্দিষ্ট সময় জাগা সম্ভব হয় এবং সময়মতো উঠে ইবাদত বন্দেগী করা যায়।

৩. **বাম কাত হয়ে শোয়া :** এ প্রকারে শোয়া আরাম বিলাসীদের শোয়া। এতে খাদ্যদ্রব্য সহজে হযম হয় এবং অধিক আরাম লাভ করা যায়।

৪. **উপুড় হয়ে শোয়া :** আরেক ধরনের শয়ন হলো উপুড় হয়ে শোয়া, এ ধরনের শোয়া ভ্রান্ত লোকদের শোয়া। এটা নাজায়েয ও নিন্দনীয়। কারণ, এতে বুক ও মুখ আল্লাহ তা'য়ালার দিকে হওয়ার পরিবর্তে মাটির দিকে অবনত করা হয়। আবার এ প্রকারের শোয়াতে নড়াচড়ারকালে বিছানায় লিঙ্গ ঘর্ষণে অবাঞ্ছিত কামোত্তেজনা বেড়ে যেতে পারে।

উপসংহার : শোয়ার ক্ষেত্রে রুচিসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করা এবং অরুচিকর পদ্ধতি পরিহার করা কর্তব্য।

প্রশ্ন-৪৪ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَاِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللّٰهَ كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهٗ اَنْ يَقُوْلَ لَهٗ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَاَمَّا التَّثَاؤُبُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاوَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهٗ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَثَاوَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ. -رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ.

উত্তর : সূচনা : ইসলাম সর্বক্ষেত্রে বিবেচ্য নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এমনকি হাঁচি, কাশি, হাই তোলা ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যেকের যথা করণীয় কাজের নির্দেশনা দিয়েছে, যাতে প্রত্যেকটি কাজ ইবাদতরূপে পরিগণিত হয়।

উৎস : উদ্ধৃত হাদিসটি প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ 'মিশকাতুল মাসাবিহ'-এর কিতাবুল আদাবের অন্তর্গত «بَابُ الْعُطَاسِ وَالتَّثَاؤُبِ» থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : এ হাদিসে আখেরী নবী মুহাম্মদ (স) হাঁচি ও হাই তোলার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করে বলেছেন, হাঁচি আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় এবং হাই তোলা আল্লাহর নিকট নিন্দনীয়।

অনুবাদ : আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করিম (স) হতে বর্ণনা করেন। নবী করিম (স) ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা হাঁচি দেয়াকে ভালবাসেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। সুতরাং, তোমাদের কেউ যদি হাঁচি দেয় এবং আল্লাহর প্রশংসা করত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে, তবে যে মুসলমান তা শুনবে তার ওপর প্রত্যুত্তরে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

অনন্তর হাই তোলার বৃত্তান্ত হলো– তা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অতএব যখন তোমাদের কারো হাই এসে যায়, তাহলে সে যেন সাধ্যমতো তা প্রতিহত করে। কেননা, তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে তখন শয়তান হাসতে থাকে।

হাদিসটি ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন। মুসলিম শরিফের এক বর্ণনায় আছে যে, তোমাদের কেউ যদি হাই তোলার সময় হা করে, শয়তান তা দেখে হাসতে থাকে।

উপসংহার : হাঁচি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামতস্বরূপ। তাই তার পশ্চাতে আল্লাহর প্রশংসা করা বাঞ্ছনীয়। আর হাই শয়তানের পক্ষ থেকে বিধায় তা যথাসম্ভব প্রতিহত করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : مَا مَعْنَى الْعَطَاسِ؟ لِمَاذَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْعَطَاسَ؟

প্রশ্ন-১ : عُطَاسٌ শব্দের অর্থ কী? আল্লাহ তা'য়ালা عُطَاسٌ-কে কেন ভালোবাসেন?

উত্তর : **عُطَاسٌ শব্দের অর্থ :** عُطَاسٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ يَضْرِبُ-এর মাসদার। যেমন বলা হয়– عَطَسَ يَعْطِسُ عَطَاسًا অর্থ– হাঁচি দেয়া। মু'জামুল ওয়াসিতে বলা হয়েছে–

هُوَ انْدِفَاعُ الْهَوَاءِ مِنْ اَنْفِهٖ بِعُنْفٍ لِعَارِضٍ.

হাঁচিকে আল্লাহ কর্তৃক ভালোবাসার কারণ : রাসূলে আকরাম (স) ইরশাদ করেছেন যে– «اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَطَاسَ» নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা হাঁচি দেয়াকে পছন্দ করেন। এর কারণ হচ্ছে–

১. হাঁচি দ্বারা মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয়তা দূর হয়।
২. অনুভূতিশক্তির পরিচ্ছন্নতা আসে।
৩. আল্লাহর ইবাদতে প্রফুল্লতা আসে।
৪. মন সতেজ ও তরতাজা হয়।
৫. মস্তিষ্ক থেকে ময়লা বের হয়ে আসে।
৬. এটা আল্লাহর নি'য়ামতও বটে।

উপরোল্লিখিত কারণে আল্লাহ তা'য়ালা হাঁচিকে পছন্দ করেন। তাইতো হাঁচির পরে আল্লাহর প্রশংসা করতঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলতে হয়।

اَلسُّؤَالُ (٢) : اَشْرِحِ الْمَذْكُوْرَ فِي الْحَدِيْثِ : «يَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ».

প্রশ্ন-২ : হাদিসে বর্ণিত يَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ-এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : يَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ-এর ব্যাখ্যা : «يَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ»-এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'য়ালা হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। কেননা, হাই সাধারণতঃ বিষণ্নতা ও শারীরিক অবসাদ থেকে এসে থাকে। এ অবসাদ আল্লাহর ইবাদতের প্রতিবন্ধক। শুধু তাই নয়, এটা মানুষকে কর্মের প্রতি অলস ও অক্ষম করে দেয়। যার প্রেক্ষিতে শয়তান খুশি হয়ে থাকে। যেহেতু হাই তুললে শয়তান খুশি হয়, সেহেতু হাই তোলাকে আল্লাহ অপছন্দ করেন। অতএব, আমাদের উচিত, সর্বদা স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা, যাতে কোনো অবসাদ ও ক্লান্তি না আসে। কেননা, হাই হচ্ছে অবসাদ ও ক্লান্তির ফল।

اَلسُّؤَالُ (٣) : اَشْرِحْ مَعْنَى «فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ».

প্রশ্ন-৩ : فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ-এর অর্থ বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর : **فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ-এর মর্মার্থ :** নবী কারিম (স) বলেন, فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ তথা হাই তোলা শয়তান থেকে হয়ে থাকে। কেননা, হাই তখনই আসে যখন পেট ভর্তি থাকে বা অলসতা থাকে। ফলে শরীরের মধ্যে জড়তা বিরাজ করতে থাকে, কোনো কিছু হৃদয়ঙ্গম করার মানসিকতা থাকে না এবং ইবাদত করার আগ্রহ থাকে না, এতে শয়তান আনন্দিত হয়। এজন্যে রাসূল (স) বলেছেন, এটা শয়তান থেকে হয়ে থাকে। তাইতো শয়তানি প্রতিক্রিয়া দূর করার জন্যে হাই তোলার পর বলতে হয়, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

প্রশ্ন-৪ : হাঁচির জবাবের حُكْمٌ **বর্ণনা করুন।** اَلسُّؤَالُ (٤) : بَيِّنْ حُكْمَ جَوَابِ الْعَطْسِ.

উত্তর : হাঁচির জবাবের হুকুম : হাঁচিদাতা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললে তার উত্তরে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলতে হয়। প্রত্যুত্তরে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ওয়াজিব না সুন্নাত, এতে মতানৈক্য রয়েছে। যথা–

১. ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, হাঁচির উত্তর দেয়া ওয়াজিবে কেফায়া। সকলের পক্ষ থেকে একজন উত্তর দিলে সবাই দায়িত্বমুক্ত হবে। কেউ না দিলে সকলেই গুনাহগার হবে। যেমন হাদিসে আছে, وَلْيَقُلْ اَخُوْهُ اَوْ صَاحِبُهٗ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

২. শাফেয়ি (র)-এর মতে, সুন্নতে কেফায়াহ। তবে সকলেরই উত্তর দেয়া মুস্তাহাব।

৩. ইমাম মালেক (র) থেকে সুন্নত ও ওয়াজিব উভয় অভিমত পাওয়া যায়।

৪. কেউ কেউ বলেন, ফরযে আইন।

اَلسُّؤَالُ (٥) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : يُحِبُّ، الْعَطَاسُ، يَكْرَهُ، تَثَاؤُبْ، مُسْلِمٌ، يَقُوْلُ، يَرْحَمُ، لِيَرُدُّ، اِسْتَطَاعَ، ضَحِكَ، الشَّيْطَانُ.

প্রশ্ন-৫ : শব্দাবলির তাহকিক করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো–

يُحِبُّ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাবে افعال মাসদার احباب মাদ্দাহ ح ب ب জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– সে ভালোবাসে ও পছন্দ করে।

الْعَطَاسُ : বাবে ضرب يضرب-এর মাসদার, অর্থ– হাঁচি দেয়া।

يَكْرَهُ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাবে سمع يسمع মাসদার الكراهة মাদ্দাহ ك ر ه জিনসে সহিহ। অর্থ– সে অপছন্দ করে। যেমন– عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

تَثَاؤُبْ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাব تفاعل মাসদার التثاؤب অর্থ– সে হাই তুললো।

مُسْلِمٌ : সিগাহ واحد مذكر বহস اسم فاعل বাবে افعال মাসদার الاسلام মাদ্দাহ س ل م জিনসে সহিহ। অর্থ– মুসলমান, আনুগত।

يَقُوْلُ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস إثبات فعل مضارع معروف বাব نصر ينصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق و ل জিনস أجوف واوي অর্থ– সে (পু.) বলছে।

يَرْحَمُ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাবে سمع يسمع মাসদার الرحمة মাদ্দাহ ر ح م জিনসে صحيح অর্থ– সে দয়া করে।

لِيَرُدُّ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস امر غائب معروف বাবে نصر মাসদার الرد মাদ্দাহ ر د د জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– সে যেন প্রতিহত করে।

اِسْتَطَاعَ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস ماضى مطلق مثبت معروف বাবে استفعال মাসদার استطاعة মাদ্দাহ ط و ع জিনসে اجوف واوى অর্থ– সে সামর্থ্য হলো।

ضَحِكَ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাবে سمع মাসদার الضحك মাদ্দাহ ض ح ك জিনসে صحيح অর্থ– সে হাসলো।

الشَّيْطَانُ : একবচন, বহুবচনে اَلشَّيَاطِيْنُ অর্থ– অবাধ্য, এখানে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন-৪৫ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْاٰخَرَ، فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شَمَّتَّ هٰذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِيْ قَالَ اِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللهَ وَلَمْ تَحْمَدِ اللهَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

উত্তর : ভূমিকা : হাঁচি বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। এর মাধ্যমে মস্তিষ্ক ক্লেদমুক্ত হয়। এই বিশেষ অনুগ্রহের জন্যে আল্লাহর প্রশংসা করতেই হয়।

উৎস : আলোচ্য হাদিসটি মিশকাতুল মাসাবিহ্-এর কিতাবুল আদাবের অন্তর্গত بَابُ الْعُطَاسِ وَالتَّثَاؤُبِ থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে হাঁচির বিধান বিবৃত হয়েছে।

অনুবাদ : খাদিমুন্নবী আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী কারিম (স)-এর সামনে দু'জন লোক হাঁচি দিল। রাসূল (স) তাদের একজনের হাঁচির উত্তর দিলেন এবং অন্যজনের হাঁচির উত্তর দেন নি।

যে লোকটির হাঁচির জবাব দেয়া হয় নি, সে লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ লোকটির হাঁচির উত্তর দিয়েছেন; কিন্তু আমার হাঁচির উত্তর দেন নি। রাসূল (স) উত্তরে বললেন, এ ব্যক্তি হাঁচির পরে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলেছিল, কিন্তু তুমি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বল নি। তাই তুমি আশির্বাদ বচন থেকে বঞ্চিত।

উপসংহার : হাঁচির উত্তর দেয়া হাঁচিদাতার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলার ওপর নির্ভর করবে। হাঁচিদাতা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললে শ্রোতা কর্তৃক يَرْحَمُكَ اللهُ বলা অবশ্য কর্তব্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : تَشْمِيْتٌ কাকে বলে? এর ফযিলত কী? اَلسُّؤَالُ (١) : مَا هُوَ التَّشْمِيْتُ؟ وَمَا فَضَائِلُهُ؟

উত্তর : تَشْمِيْتٌ-এর অর্থ ও ফযিলত : تَشْمِيْتٌ শব্দটি বাবে تَفْعِيْلٌ-এর মাসদার। মাদ্দাহ ش-م-ت জিনসে صَحِيْحٌ; এর অর্থ হলো– اَنْ يَقُوْلَ لِلْعَاطِسِ يَرْحَمُكَ اللهُ অর্থাৎ, হাঁচিদাতার উত্তরে يَرْحَمُكَ اللهُ বলা। হাঁচিদাতা নিয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললে উপস্থিত শ্রোতা কর্তৃক তার জন্যে দোয়া করে يَرْحَمُكَ اللهُ বলা ওয়াজিব। এটি হলো ওয়াজিবে কিফায়া। সকলের পক্ষ থেকে একজন উত্তর দিলে যথেষ্ট হবে। পক্ষান্তরে, কেউ উত্তর প্রদান না করলে সকলেই গুনাহগার হবে।

যদি হাঁচিদাতা يَرْحَمُكَ اللهُ না বলে তাহলে تَشْمِيْتٌ তথা তার উত্তরদান অপরিহার্য নয়। কেননা, যে লোকটি আল্‌হামদুলিল্লাহ বলেন নি, রাসূলুল্লাহ (স) তার উত্তর দেন নি। এমনকি তিনি বলেছেন,

وَاِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلَا تُشَمِّتُوْهُ.

প্রশ্ন-২ : হাঁচি দেয়ার সুন্নত পদ্ধতি বর্ণনা করুন। اَلسُّؤَالُ (٢) : وَصِّفِ الطَّرِيْقَةَ السُّنَّةِ لِلْعَطَاسِ.

উত্তর : হাঁচি দেয়ার সুন্নত পদ্ধতি : হাঁচি দেয়ার সুন্নত পদ্ধতি হলো, যখন কারো হাঁচি আসবে তখন সে নিজের নাকসহ মুখমণ্ডল দু'হাত বা রুমাল দিয়ে চেপে ধরবে, যাতে হাঁচির শব্দ বিকট হয়ে অন্যদের বিরক্তি উৎপাদক না হয় এবং নাক দিয়ে নির্গত ক্লেদ উপস্থিত লোকদের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক না করে।

প্রশ্ন-৩ : تَشْمِيْتٌ-এর অর্থ কী? اَلسُّؤَالُ (٣) : مَا مَعْنَي التَّشْمِيْتِ؟

উত্তর : تَشْمِيْتٌ-এর অর্থ : «تَشْمِيْتٌ» শব্দটি বাবে تَفْعِيْلٌ-এর মাসদার। মাদ্দাহ হলো شَمْتٌ-এর অর্থ হচ্ছে, «اَلدُّعَاءُ لِلْعَاطِسِ» তথা হাঁচিদাতার জন্যে দোয়া করা। যেমন বলা হয়, فُلَانٌ شَمَّتَ الْعَاطِسَ শরিয়তের পরিভাষায় তাশমিত হচ্ছে, «هُوَ اَنْ يَدْعُوْ لِلْعَاطِسِ بِقَوْلِ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ»

অর্থাৎ, হাঁচিদাতার জন্যে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (আল্লাহ তোমার ওপর দয়া করুক) বলে দোয়া করা।

প্রশ্ন-৪ : হাঁচির উত্তর দেয়ার হুকুম বর্ণনা করুন। اَلسُّؤَالُ (٤) : بَيِّنْ حُكْمَ جَوَابِ الْعَطِسِ.

উত্তর : হাঁচির উত্তরের হুকুম : হাঁচিদাতা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললে তার উত্তরে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলতে হয়। এর উত্তর দেয়া ওয়াজিব, না সুন্নত, এতে মতানৈক্য রয়েছে। যথা–

১. ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, হাঁচির উত্তর দেয়া وَاجِبِ كِفَايَةٌ সকলের পক্ষ থেকে একজন উত্তর দিলে চলবে। কেউ না দিলে সকলেই গুনাহগার হবে। যেমন হাদিসে আছে–

وَلْيَقُلْ اَخُوْهُ اَوْ صَاحِبُهٗ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ.

২. ইমাম শাফেয়ি (র)-এর মতে, সুন্নতে কেফায়াহ। তবে সকলেই উত্তর দেয়া মুস্তাহাব।

৩. ইমাম মালেক (র) থেকে سُنَّتٌ ও وَاجِبٌ উভয় বক্তব্য পাওয়া যায়।

৪. কেউ কেউ বলেন, ফরযে আইন।

اَلسُّؤَالُ (٥) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : عَطَسَ، اَلنَّبِيُّ، لَمْ تُشَمِّتْ، شَمَّتَ، لَمْ تَحْمَدْ.

প্রশ্ন-৫ : নিম্নোক্ত শব্দাবলির তাহকিক করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

عَطَسَ : সিগাহ واحد مذكر বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব ضرب يضرب মাসদার العطاس মাদ্দাহ ع ط س জিনস صَحِيح অর্থ– সে হাঁচি দিল।

اَلنَّبِيُّ : সিগাহ واحد مذكر বহস صفة مشبة বহুবচন انبياء অর্থ– সংবাদবাহক, নবী।

لَمْ تُشَمِّتْ : সিগাহ واحد مذكر حاضر বহস نفى جحد بلم معروف বাব تفعيل মাসদার التشميت মাদ্দাহ ش م ت জিনস صحيح অর্থ– সে হাঁচির উত্তর দেয় নি।

شَمَّتَ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস ماضى مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التشميت মাদ্দাহ ش م ت জিনস صحيح অর্থ– সে হাঁচির উত্তর দিলো।

لَمْ تَحْمَدْ : সিগাহ واحد مذكر حاضر বহস نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব سمع يسمع মাসদার الحمد মাদ্দাহ ح م د জিনস صحيح অর্থ– তুমি প্রশংসা কর নি।

প্রশ্ন-৪৬ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقُوْمُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ فِيْهِ الصُّبْحَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ فَيَأْخُذُوْنَ فِىْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُوْنَ وَيَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِىِّ وَيَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ)

উত্তর : ভূমিকা : বিগত জীবনের হিসাব-নিকাশ করা এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের চর্চা করা ভবিষ্যত জীবনের জন্যে আলোকবর্তিকা স্বরূপ। আলোচ্য হাদিসটি তারই ইঙ্গিতবহ।

উৎস : উদ্ধৃত হাদিসটি সহিহ হাদিস সংকলন মিশকাতুল মাসাবিহের كِتَابُ الْاٰدَابِ-এর অন্তর্গত بَابُ الضِّحْكِ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে সালাতুল ফজরের পর রাসূল (স)-এর স্বাভাবিক কার্যাবলি সংক্রান্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

অনুবাদ : জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যে স্থানে বসে ফজরের সালাত আদায় করতেন সে স্থান থেকে সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত উঠতেন না। সূর্য উদিত হলে তিনি অন্যান্য কাজ-কর্মের জন্যে ওঠে যেতেন। আর এর মধ্যে সাহাবিগণ বিভিন্ন কথা-বার্তা বলতেন এবং জাহেলি যুগের লোকজনের ইতিবৃত্তের প্রসঙ্গ তুলে কদর্য দিকগুলো নিয়ে খিলখিল হাসাহাসি করতেন, আর রাসূলুল্লাহ (স) মুচকি হাসতেন। ইমাম মুসলিম হাদিসখানা সহিহ মুসলিমে উল্লেখ করেছেন। আর তিরমিযি শরিফের এক বর্ণনায় আছে যে, সাহাবিগণ তখন পরস্পর কবিতা ও ছন্দ আবৃত্তি করতেন।

উপসংহার : সালাতান্তে অতীতের বিষয়াদি নিয়ে শিক্ষামূলক আলোচনা করা জায়েয। বক্তার আলোচনায় শ্রোতাদের সীমার ভেতরে থেকে হাসা বৈধ। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন এই হাসি قَهْقَهَةٌ পর্যায়ে না পৌঁছে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الضَّحْكِ وَالتَّبَسُّمِ؟

প্রশ্ন-১ : اَلتَّبَسُّمُ এবং اَلضَّحْكُ-এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন।

উত্তর : ভূমিকা : ضَحْكٌ ও تَبَسُّمٌ-এর মধ্যে পার্থক্য : ضَحْكٌ শব্দটি বাবে سَمِعَ يَسْمَعُ-এর মাসদার। অর্থ– হাসা। আর تَبَسُّمٌ শব্দটি বাবে تَفَعُّلٌ -এর মাসদার, অর্থ– মুচকি হাসা।

পরিভাষায় অধিকাংশ দাঁত প্রদর্শন করে শব্দসহকারে এবং কপোল ও কপাল ভাঁজ করে হাসাকে ضَحْكٌ বলা হয়। আর সম্মুখের দাঁত দেখিয়ে বিনা শব্দে চেহারায় হাসির ভাব দেখিয়ে হাসাকে تَبَسُّمٌ বলা হয়।

অতএব উভয়ের মাঝে নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলো দেখা যায় :

১. ضَحْكٌ-এর মধ্যে অধিকাংশ দাঁত দেখা যায় এবং শব্দ উত্থিত হয়, আর تَبَسُّمٌ-এর মধ্যে সম্মুখের দাঁত দেখা যায়; কিন্তু শব্দ আদৌ উত্থিত হয় না।

২. تَبَسُّمٌ -এর মধ্যে শব্দ হয় না, কিন্তু ضَحْكٌ-এর মধ্যে মৃদু শব্দ হয়।

প্রশ্ন-৪৬ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَقُوْمُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ فِيْهِ الصُّبْحَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ فَيَأْخُذُوْنَ فِىْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُوْنَ وَيَتَبَسَّمُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِىِّ وَيَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ)

উত্তর : ভূমিকা : বিগত জীবনের হিসাব-নিকাশ করা এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের চর্চা করা ভবিষ্যত জীবনের জন্যে আলোকবর্তিকা স্বরূপ। আলোচ্য হাদিসটি তারই ইঙ্গিতবহ।

উৎস : উদ্ধৃত হাদিসটি সহিহ হাদিস সংকলন মিশকাতুল মাসাবিহের كِتَابُ الْاٰدَابِ-এর অন্তর্গত بَابُ الضَّحْكِ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে সালাতুল ফজরের পর রাসূল (স)-এর স্বাভাবিক কার্যাবলি সংক্রান্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

অনুবাদ : জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যে স্থানে বসে ফজরের সালাত আদায় করতেন সে স্থান থেকে সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত উঠতেন না। সূর্য উদিত হলে তিনি অন্যান্য কাজ-কর্মের জন্যে ওঠে যেতেন। আর এর মধ্যে সাহাবিগণ বিভিন্ন কথা-বার্তা বলতেন এবং জাহেলি যুগের লোকজনের ইতিবৃত্তের প্রসঙ্গ তুলে কদর্য দিকগুলো নিয়ে খিলখিল হাসাহাসি করতেন, আর রাসূলুল্লাহ (স) মুচকি হাসতেন। ইমাম মুসলিম হাদিসখানা সহিহ মুসলিমে উল্লেখ করেছেন। আর তিরমিযি শরিফের এক বর্ণনায় আছে যে, সাহাবিগণ তখন পরস্পর কবিতা ও ছন্দ আবৃত্তি করতেন।

উপসংহার : সালাতান্তে অতীতের বিষয়াদি নিয়ে শিক্ষামূলক আলোচনা করা জায়েয। বক্তার আলোচনায় শ্রোতাদের সীমার ভেতরে থেকে হাসা বৈধ। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন এই হাসি قَهْقَهَةٌ পর্যায়ে না পৌঁছে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الضَّحْكِ وَالتَّبَسُّمِ؟

প্রশ্ন-১ : اَلتَّبَسُّمُ এবং اَلضَّحْكُ-এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন।

উত্তর : ভূমিকা : ضِحْكٌ ও تَبَسُّمٌ-এর মধ্যে পার্থক্য : ضِحْكٌ শব্দটি বাবে سَمِعَ يَسْمَعُ-এর মাসদার। অর্থ– হাসা। আর تَبَسُّمٌ শব্দটি বাবে تَفَعُّلٌ -এর মাসদার, অর্থ– মুচকি হাসা।

পরিভাষায় অধিকাংশ দাঁত প্রদর্শন করে শব্দসহকারে এবং কপোল ও কপাল ভাঁজ করে হাসাকে ضِحْكٌ বলা হয়। আর সম্মুখের দাঁত দেখিয়ে বিনা শব্দে চেহারায় হাসির ভাব দেখিয়ে হাসাকে تَبَسُّمٌ বলা হয়।

অতএব উভয়ের মাঝে নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলো দেখা যায় :

১. ضِحْكٌ-এর মধ্যে অধিকাংশ দাঁত দেখা যায় এবং শব্দ উত্থিত হয়, আর تَبَسُّمٌ-এর মধ্যে সম্মুখের দাঁত দেখা যায়; কিন্তু শব্দ আদৌ উত্থিত হয় না।

২. تَبَسُّمٌ -এর মধ্যে শব্দ হয় না, কিন্তু ضِحْكٌ-এর মধ্যে মৃদু শব্দ হয়।

৩. تَبَسُّمٌ-এর কারণে সালাত নষ্ট হয় না, কিন্তু ضِحْكٌ-এর কারণে সালাত নষ্ট হয়ে যায়।

৪. تَبَسُّمٌ রাসূল ও বুযর্গদের স্বভাব, আর ضِحْكٌ সাধারণ মু'মিনদের স্বভাব।

৫. মুচকি হাসা উত্তম, আর ضِحْكٌ না করাই উত্তম, যদিও তা জায়েয।

اَلسُّؤَالُ (٢): كَمْ قِسْمًا لِلضِّحْكِ؟ اَيُّ الضِّحْكِ اَفْضَلُ؟

প্রশ্ন-২ : হাসি কত প্রকার ও কী কী? কোন প্রকার হাসি উত্তম?

উত্তর : হাসির প্রকারভেদ : হাসি তিন প্রকার। যথা–

১. اَلضِّحْكُ : খিলখিল হাসি, ২. اَلتَّبَسُّمُ : মুচকি হাসি, ৩. اَلْقَهْقَهَةُ : অট্টহাসি।

নিম্নে এদের পরিচিতি ও হুকুম প্রদান করা হলো–

১. اَلضِّحْكُ : ضِحْكٌ হচ্ছে, هُوَ فَكُّ الْاَسْنَانِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ بِالصَّوْتِ

কোনো কিছুতে মুগ্ধ হয়ে দাঁত ফাঁক করে শব্দসহকারে হাসা। এ ধরনের হাসা বৈধ হলেও উচিত নয়। নামাযে এ ধরনের হাসলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে, তবে অযূ নষ্ট হবে না। কুরআনের বাণী, فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا

২. اَلتَّبَسُّمُ : বিনা শব্দে ও সম্মুখের দাঁত দেখিয়ে চেহারায় হাসির ভাব দেখানোকে تَبَسُّمٌ বলা হয়। এ ধরনের হাসা সুন্নত। নবী কারিম (স) এরূপ হাসতেন। যেমন হাদিসে আছে–

مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৩. اَلْقَهْقَهَةُ : মুখ-গহ্বর উন্মুক্ত করে উচ্চৈঃস্বরে আলা জিহ্বা প্রদর্শন করতঃ হাসাকে অট্টহাসি বলা হয়। এটা শরিয়তে হারাম। কেননা, রাসূল (স) বলেছেন, اِنَّمَا الْقَهْقَهَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ এ ধরনের হাসি সালাতে হলে অযু ও সালাত উভয়টিই নষ্ট হয়ে যায়।

কোন প্রকার হাসি উত্তম : উপরে বর্ণিত হাসির প্রকারগুলোর মধ্যে تَبَسُّمٌ তথা মুচকি হাসা উত্তম। কেননা, এটা নবীর স্বভাব। আর রাসূলগণ উত্তম কাজই করে থাকেন। যেমন হাদিসে আছে–

عَنْ جَرِيْرٍ رضي الله عنه قَالَ مَا حَجَبَنِيْ النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلَا رَءَانِيْ اِلَّا تَبَسَّمَ.

اَلسُّؤَالُ (٣): مَا حُكْمُ الْجُلُوْسِ فِيْ الْمُصَلَّى بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى طُلُوْعِ الشَّمْسِ؟

প্রশ্ন-৩ : ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মুসাল্লায় বসে থাকার হুকুম কী?

উত্তর : ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মুসাল্লায় বসে থাকার হুকুম :

১. ইমাম নববী (র) বলেন, ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত সালাতের স্থানে বসে তাসবিহ-তাহলিল ও কুরআন তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব।

২. কাজি ইয়ায (র) বলেন, এটা সুন্নত। সালাতান্তে চলে গেলেও কোনো গুনাহ হবে না।

اَلسُّؤَالُ (٤): اِشْرَحْ : فَيَأْخُذُوْنَ اَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ. **প্রশ্ন-৪ : فَيَأْخُذُوْنَ اَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ-এর ব্যাখ্যা করুন।**

উত্তর : فَيَأْخُذُوْنَ اَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ-এর ব্যাখ্যা : اَمْرٌ শব্দের অর্থ কার্যকলাপ। আর اَلْجَاهِلِيَّةُ-এর অর্থ অন্ধকার যুগ। অতএব, শব্দদ্বয়ের সমন্বিত অর্থ হচ্ছে অন্ধকার যুগের কার্যকলাপ। রাসূল (স) ও

সাহাবায়ে কেরাম সালাতুল ফজর আদায় করার পর জাহেলি যুগের বিভিন্ন কুসংস্কারমূলক ও নাক্কারজনক কাজের উল্লেখ করতেন। এতে তাঁরা হাসা-হাসি করতেন, আর রাসূল (স) মুচকি হাসতেন। রাসূল (স)-এর সান্নিধ্যে এসে সাহাবিগণের জীবনে যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা প্রত্যক্ষ করে তাঁরা অতীত জীবনের চিত্রগুলো স্মরণ করে অবাক হতেন ও হাসতেন। যেমন একদা একজন সাহাবি বললেন–

"رَأَيْتُ ثَعْلَبَيْنِ جَاءَ اَوْ صَعِدَا فَوْقَ رَأْسِ صَنَمٍ لِيْ -وَبَالَا عَلَيْهِ فَقُلْتُ اَرَبٌّ يَبُوْلُ الثَّعْلَبَانِ بِرَأْسِهِ فَجِئْتُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَاَسْلَمْتُ".

اَلسُّوَالُ (٥) : اِشْرَحْ : «يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ».

প্রশ্ন-৫ : يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ-এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ-এর ব্যাখ্যা : يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ-এর অর্থ হচ্ছে সাহাবিগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন। তৎকালে আরবে কাব্য ও সাহিত্যের খুব প্রভাব ছিল। তাঁরা তাওহিদ, রিসালাত ও ইসলামি সভ্যতার ওপর বিভিন্ন কবিতা রচনা করতেন ও তা পাঠ করতেন। এতে তাদের অন্তরে ঈমানি জয্‌বা বৃদ্ধি পেতো। এমনকি অনেক সময়ে কবিতা দ্বারা বিরুদ্ধবাদীদের জবাব দিতেন। সাহাবিদের মধ্যে হাসসান, কা'ব বিন যুহাইর, লবিদ (রা) প্রমুখ কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। নিম্নে তাঁদের দু'টো কবিতা দেয়া হলো–

اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلٌ * وَكُلُّ نَعِيْمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ.

اَتَهْجُوْهُ وَلَسْتُ لَهُ بِكَفَاءٍ * فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا الْفِدَاءُ.

اَلسُّوَالُ : (٦) حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : لَا يَقُوْمُ، يَصَلِّ، مَصَلًّ، تُطْلَعُ، يَتَحَدَّثُوْنَ، يَأْخُذُوْنَ، يَضْحَكُوْنَ، يَتَبَسَّمُ، يَتَنَاشَدُوْنَ.

প্রশ্ন-৬ : শব্দাবলির তাহকিক করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

لَا يَقُوْمُ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস فعل مضارع معروف نفى বাবে نصر মাসদার القيام মাদ্দাহ ق و م জিনসে اجوف واوى অর্থ– তিনি দাঁড়ান না।

يَصَلِّ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات مضارع معروف বাবে تفعيل মাসদার التصلية মাদ্দাহ ص ل و জিনসে ناقص واوى অর্থ– তিনি নামায আদায় করেন।

مَصَلٍّ : সিগাহ واحد বহস اسم ظرف বাবে تفعيل মাসদার تصلية মাদ্দাহ ص ل و জিনসে ناقص واوى অর্থ– নামায আদায়ের স্থান।

تَطْلَعُ : সিগাহ واحد مؤنث غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাবে نصر ينصر মাসদার طلوع মাদ্দাহ ط ل ع জিনসে সহিহ। অর্থ– সূর্য উদিত হয়।

يَتَحَدَّثُوْنَ : সিগাহ جمع مذكر غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাব تفعل মাসদার التحدث মাদ্দাহ ح د ث জিনস صحيح অর্থ– তাঁরা কথাবার্তা বলছেন।

يَأْخُذُوْنَ : সিগাহ جمع مذكر غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাবে نصر মাসদার اخذ মাদ্দাহ ا خ ذ জিনসে مهموز فا অর্থ– তারা নেয়, ধারণ করে, আরম্ভ করে।

يَضْحَكُوْنَ : সিগাহ جمع مذكر غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাব سمع يسمع মাসদার الضحك মাদ্দাহ ض ح ك জিনস صحيح অর্থ– তাঁরা হাসছেন।

يَتَبَسَّمُ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাবে تفعل মাসদার تبسم মাদ্দাহ ب س م জিনসে সহিহ। অর্থ– তিনি মুচকি হাসেন।

يَتَنَاشَدُوْنَ : সিগাহ جمع مذكر غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাব تفاعل মাসদার اَلتَّنَاشُدُ মাদ্দাহ ن ش د জিনস صحيح অর্থ-- তারা আবৃত্তি করছেন।

প্রশ্ন-৪৭ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هٰذَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَمُّوْا بِاِسْمِيْ وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ. -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

উত্তর : ভূমিকা : রাসূল (স) হচ্ছেন চূড়ান্ত মর্যাদার অধিকারী। এমন কোন কাজ বা আচরণ করা উচিত নয়, যা তাঁর শানের খেলাফ। নাম রাখার ক্ষেত্রেও তেমন।

উৎস : প্রশ্নে বর্ণিত হাদিসটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর كِتَابُ الْاٰدَابِ-এর অন্তর্গত بَابُ الْاَسَامِيْ অধ্যায় থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : এ হাদিসে নবী কারিম (স) স্বীয় নামে ডাকার অনুমতি দান করতঃ তাঁর উপনাম আবুল কাসেম দ্বারা কারো নাম রাখতে নিষেধ করেছেন।

অনুবাদ : আনাস (রা) হতে বর্ণিত। একদিন নবী কারিম (স) বাজারে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আবুল কাসেম! নবী কারিম (স) তার দিকে তাকালেন। তখন লোকটি বললো, আমি এ নামে ডেকেছি। তখন নবী কারিম (স) বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখতে পার, কিন্তু আমার উপনামে তোমাদের উপনাম রেখো না। (ইমাম বুখারি ও মুসলিম (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

উপসংহার : রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় তাঁর উপনামে নাম রাখা নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য তাঁর ইন্তেকালের পর জায়েয বলেই বিবেচিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : مَا مَعْنٰى كَلِمَةِ اِسْمٌ؟ وَصِّفْ أَهَمِّيَّةَ وُجُوْدِ السَّمْعَةِ الطَّيِّبَةِ فِي الْإِسْلَامِ.

প্রশ্ন-১ : اِسْمٌ শব্দের অর্থ কী? ইসলামে ভালো নাম রাখার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

উত্তর : اِسْمٌ শব্দের অর্থ ও ইসলামে ভালো নাম রাখার গুরুত্ব : اَلْاَسَامِيْ শব্দটি বহুবচন, একবচনে اَلْاِسْمُ, যার অর্থ হচ্ছে– নাম। হাদিসে বর্ণিত আছে যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ছেলে হোক বা মেয়ে হোক পিতামাতার কর্তব্য তার একটি অর্থবোধক নাম রাখা। তবে নবি ও ধার্মিক ব্যক্তিদের নামানুসারে নাম রাখা উত্তম। কাফির-মুশরিকদের নামানুসারে নাম রাখা হারাম। নবি কারিম (স) কোনো কোনো সাহাবি (রা)-এর জাহিলি যুগের কুৎসিত ও খারাপ অর্থপূর্ণ নাম পরিবর্তন করে ভালো নাম রাখতেন। এমনকি কোনো কোনো প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করার সময় তাদের নাম জিজ্ঞেস করতেন। যদি ভালো নাম হতো, তবে সন্তুষ্ট হতেন। আর যদি অসুন্দর ও অমার্জিত নাম

তো, তবে তিনি পছন্দসই একটি নতুন নাম রেখে দিতেন। কেননা, কোনো ব্যক্তির নাম তার ীয় ও সামাজিক রুচিবোধের পরিচয় বহন করে।

তীব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, বর্তমানে আমাদের সমাজে এর প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করা হয় ; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের নাম ও কোনো ঘৃণ্য প্রাণী বা বস্তুর নামের মধ্যেও পার্থক্য রা মুশকিল হয়ে পড়ে। আমাদের উচিত, ইসলামি শরিয়তের অনুমোদিত সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা।

اَلسُّؤَالُ (٢) : اَشْرِحْ قَوْلَ النَّبِيِّ : وَلَاتَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ.

শ্ন-২ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী, وَلَاتَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ-এর ব্যাখ্যা করুন।

ত্তর : রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী, وَلَاتَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ-এর ব্যাখ্যা : এর অর্থ হলো, তোমরা ামার উপনামে কারো উপনাম রেখো না। এ হাদিসের মর্মার্থের ব্যাপারে, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-র উপনামে কারো উপনাম রাখা জায়েয কি না? এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

. ইমাম শাফেয়ি ও আহলে জাওয়াহেরের মতে, আবুল কাসেম উপনাম রাখা বৈধ নয়, যদিও মুহাম্মদ বা আহমদ নাম রাখা বৈধ।

. কিছুসংখ্যক হাদিসবিশারদ বলেন, এ হাদিসের বিধান ইসলামের প্রথম যুগে বলবৎ ছিল, পরবর্তীকালে এটা রহিত হয়েছে। অতএব বর্তমানে আবুল কাসেম উপনাম রাখা বৈধ।

ইমাম মালেক ও জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, নবী করিম (স)-এর জীবদ্দশায় এটা বৈধ ছিলো না, তার ইন্তেকালের পর তা বৈধ হয়ে গিয়েছে।

. কেউ কেউ বলেন, হাদিসের নিষেধাজ্ঞা যেমন মানসুখ হয়নি, তেমনি এর দ্বারা হারামও বোঝানো হয়নি; বরং মাকরূহে তানযিহি বোঝানো হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, এ নিষেধাজ্ঞা নবী কারিম (স)-এর যুগে ছিল। পরে এরূপ উপনাম রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা, আলী (রা) স্বীয় পৌত্র মুহাম্মদ ইবনে হানিফার উপনাম আবুল কাসেম রেখেছিলেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, একত্রে কারো নাম মুহাম্মদ ও আবুল কাসেম রাখা জায়েয নেই। তবে ভিন্ন ভিন্নভাবে জায়েয।

اَلسُّؤَالُ (٣) : مَا هُوَ سَبَبُ لِقَوْلِهٖ : سَمُّوْا بِاِسْمِيْ وَلَاتَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ.

্ন-৩ : سَمُّوْا بِاِسْمِيْ وَلَاتَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ বলার কারণ কী? বর্ণনা করুন।

ত্তর : سَمُّوْا بِاِسْمِيْ وَلَاتَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ বলার কারণ : রাসূল (স)-এর বাণী– سَمُّوْا بِاِسْمِيْ-কে ন্দ্র করে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন। যথা–

একদল আলেমের মতে, রাসূল (স)-এর নামে নাম রাখা মুস্তাহাব।

অপর একদল আলেমের মতে, রাসূল (স)-এর নামে নাম রাখা জায়েয নেই। কারণ তা কুরআনের হুকুমের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

জমহুর আলেমের মতে, রাসূল (স)-এর নামে নাম রাখা মাকরূহ আবার নিষেধও নয়; বরং যদি মুহাম্মদ (স)-এর নামে কেউ নাম রাখতে চায় রাখতে পারে।

اَلسُّؤَالُ (٤) : مَا حُكْمُ الْإِحْتِفَاظِ بِالْاِسْمِ بَعْدَ اِسْمِ النَّبِيِّ ﷺ؟

প্রশ্ন-৪ : রাসূল (স)-এর উপনামে নাম রাখার বিধান কী?

উত্তর : রাসূল (স)-এর উপনামে নাম রাখার বিধান :

রাসূল (স)-এর উপনামে উপনাম রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম শাফেয়ি ও আহলে জাওয়াহেরের মতে, রাসূল (স)-এর উপনামে উপনাম রাখা জায়েয নেই। কারণ আবুল কাসেম উপনাম শুধু মুহাম্মদ (স)-এর জন্যে খাস। কেননা, তিনি উম্মতের মাঝে আল্লাহর পক্ষ হতে ওহির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় বণ্টন করেন।

২. ইমাম মালেক, জুমহুর সালফে সালেহিন ও মদিনাবাসী আলেমদের মতে, রাসূল (স)-এর উপনামে উপনাম না রাখার বিধান তার জীবদ্দশার সাথে খাস ছিল। বর্তমানে এ বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে।

৩. জারির (রা)-এর অভিমত হলো– আবুল কাসেম উপনামে উপনাম রাখা মাকরূহে তানযিহি।

৪. একদল সালফে সালেহিন বলেন, হাদিসে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা নাম ও উপনাম একত্র করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাসূল (স)-এর নাম না রেখে শুধু তাঁর উপনাম রাখায় কোনো অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন-৫ : ইসলামে কোন ধরনের নাম রাখা নিষিদ্ধ? اَلسُّؤَالُ (٥) : ما هو الاسم المحرم في الإسلام؟

উত্তর : ইসলামে যে ধরনের নাম রাখা নিষিদ্ধ : মানুষের গুণবাচক নামের শুরুতে عَبْدُ যোগ করে নাম রাখা জায়েয নেই। যেমন– عَبْدُ الْحَارِثِ তদ্রূপ আল্লাহর সৃষ্টি কোনো কোনো বস্তুর শুরুতে عَبْدُ যোগ করে নাম রাখা জায়েয নেই। যথা– عَبْدُ النَّجْمِ، عَبْدُ الشَّمْسِ এবং খারাপ অর্থবোধক নাম দ্বারা রাখা জায়েয নেই। যেমন– بَوْلٌ، بَرَازٌ، سُوْدٌ ইত্যাদি। আল্লাহ তা'য়ালার গুণবাচক নিষেধ নামের শুরুতে عَبْدٌ শব্দ ছাড়া নাম রাখা নিষেধ। যেমন– رَحِيْمٌ ও سَتَّارٌ ইত্যাদি।

اَلسُّؤَالُ (٦) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : اَلسُّوْقُ، الْقَاسِمُ، التَّفَتَ، دَعَوْتُ، سَمُّوْا، لَاتَكْتَنُوْا، كُنِيَّةٌ.

প্রশ্ন-৬ : শব্দাবলির তাহকিক করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

اَلسُّوْقُ : اسم جامد একবচন, বহুবচনে الأسواق অর্থ– বাজার।

الْقَاسِمُ : বহস واحد مذكر اسم فاعل বাবে ضرب يضرب মাসদার القسمة মাদ্দাহ ق س م জিনস সহিহ। অর্থ–বণ্টনকারী।

التَّفَتَ : সিগাহ বহস واحد مذكر غائب ماضى مطلق مثبت معروف বাবে افتعال মাসদার التفات মাদ্দাহ ل ف ت জিনসে সহিহ। অর্থ– তিনি লক্ষ্য করলেন, আড় চোখে দেখলেন।

دَعَوْتُ : সিগাহ বহস واحد متكلم ماضى مطلق مثبت معروف বাবে نصر মাসদার دعاء মাদ্দাহ د ع و জিনসে ناقص واوى অর্থ– আমি ডাকলাম।

سَمُّوْا : সিগাহ বহস جمع مذكر حاجر امر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার التسمية মাদ্দাহ س م و জিনস ناقص واوي অর্থ– তোমরা নাম রাখ।

لَاتَكْتَنُوْا : সিগাহ বহস جمع مذكر نهى حاضر معروف বাব افتعال মাসদার الاكتناء মাদ্দাহ ك ن ي জিনস ناقص يائي অর্থ– তোমরা উপনাম রেখো না।

كُنِيَّةٌ : এ শব্দটি একবচন, বহুবচনে كنى, আর كنى অর্থ উপনাম, যার শুরুতে بنت ابن ام اب থাকে। যেমন– ام سلمة ,ابو الفرح

প্রশ্ন-৪৮ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ. -رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

উত্তর : ভূমিকা : অধিকাংশ অপরাধের উৎসই হচ্ছে একজন ব্যক্তির জিহ্বা তথা ভাষা এবং লজ্জা স্থান। যে ব্যক্তি এ দু'টি অঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে-ই মূলত সফল। আল্লাহর রাসূল ছিলেন এক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ।

উৎস : প্রশ্নে বর্ণিত হাদিসটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর كِتَابُ الْاٰدَابِ-এর অন্তর্গত بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ وَالْغِيْبَةِ وَالشَّتْمِ অধ্যায় থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : এ হাদিসে বাগযন্ত্র, লজ্জাস্থান ও জিহ্বা হেফাজত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অনুবাদ : সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার জন্যে তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তুর অর্থাৎ, জিহ্বার এবং তার দু'উরুর মধ্যবর্তী অঙ্গ তথা লজ্জাস্থানের যিম্মাদার হবে, আমি তার জন্যে জান্নাতের যিম্মাদার হবো। (ইমাম বুখারি (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

উপসংহার : আমাদের উচিত মুখ ও লজ্জাস্থানকে সংযত রাখা। তাহলে রাসূল (স)-এর সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশের পথ সুগম হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : হাদিসাংশ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ-এর ব্যাখ্যা করুন। اَلسُّؤَالُ (١) : اَوْضِحْ : «اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ».

উত্তর : اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ-এর অর্থ হচ্ছে, আমি তার জন্যে জান্নাতের যিম্মাদার হবো। একথা দ্বারা রাসূল (স) বুঝাতে চাচ্ছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার মুখ ও লজ্জাস্থানকে খারাপ কথা ও কাজ থেকে বিরত রাখে এবং সৎপথে পরিচালিত করে; তবে আমি তার বেহেশতে প্রবেশের দায়িত্ব গ্রহণ করব। কেননা, মানুষের মুখ ও লজ্জাস্থান পাপকার্যে লিপ্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। যদি এ দুটি অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে পাপ কাজ অনেকাংশেই লোপ পাবে। আর যে ব্যক্তি পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে, তার জন্যে বেহেশত হবে সুনিশ্চিত।

প্রশ্ন-২ : হাদিসাংশ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ-এর মর্মার্থ লিখুন।

উত্তর : مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ-এর মর্মার্থ : لَحْيَةٌ শব্দের অর্থ– দাঁড়ি ও চোয়াল। অতএব, مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ-এর অর্থ হচ্ছে– দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থান তথা জিহ্বা। জিহ্বা হিফাজত করার অর্থ হচ্ছে– মিথ্যা বলা, গীবত না করা, অনর্থক কথা না বলা এবং হারাম খাদ্য না খাওয়া ইত্যাদি। যেমন কুরআনের বাণী, وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ

প্রশ্ন-৩ : হাদিসাংশ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ-এর মর্মার্থ লিখুন।

উত্তর : مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ-এর মর্মার্থ : رِجْلٌ-এর অর্থ পা। অতএব مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ-এর অর্থ হবে– দু'পায়ের মধ্যবর্তী স্থান বা যৌনাঙ্গ। যৌনাঙ্গ হেফাজত করার অর্থ হচ্ছে জিনা না করা। রাসূল (স) সরাসরি অর্থ– উল্লেখ না করে كِنَايَةٌ শব্দ দ্বারা যৌনাঙ্গ বুঝিয়েছেন।

سُؤَالٌ : (٥) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : قَالَ، صَلَّ، يَضْمَنُ، لَحْيَيْهِ، رِجْلَيْهِ.

প্রশ্ন-৫ : শব্দাবলির তাহকিক করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

قَالَ : মূলত قول ছিল। واو বর্ণটি পূর্বাক্ষরের যবরের অনুকূলে الف হয়ে গিয়েছে। সীগাহ واحد مذكر غائب বহস ماضى مثبت معروف বাব نصر মাসদার النصر মাদ্দাহ ن ص ر জিনস صحيح অর্থ তিনি বললেন।

صَلَّ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস ماضى مثبت معروف বাবে تفعيل মাসদার الصلاة মাদ্দাহ ص ل و জিনসে ناقص واوى অর্থ– (কর্তাভেদে) দোয়া করলেন, অনুগ্রহ করলেন।

يَضْمَنُ : সিগাহ واحد مذكر غائب, বহস اثبات فعل مضارع معروف, বাব سمع يسمع, মাসদার الضمن, মাদ্দাহ ض م ن, জিনস صحيح, অর্থ– সে জামিন হবে।

لَحْيَيْهِ : "ه" পদটি ضمير مجرور متصل শব্দটি দ্বিবচন, একবচনে لحية বহুবচনে لحى মাদ্দাহ ل ح ى জিনস ناقص يائى অর্থ– তার দু'চোয়াল।

رِجْلَيْهِ : "ه" পদটির ضمير مجرور متصل দ্বিবচন। একবচনে رجل বহুবচনে ارجل অর্থ– তার দু'পা।

اَضْمَنَ : সিগাহ واحد متكلم বহস اثبات فعل مضارع معروف বাবে سمع يسمع মাসদার الضمن মাদ্দাহ ض م ن জিনস সহিহ। অর্থ– আমি যিম্মাদার হব।

প্রশ্ন-৪৯ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُوْلُ لِأَخٍ لِيْ صَغِيْرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ كَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ. –مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

উত্তর : ভূমিকা : হাসি-কৌতুক মানুষের স্বভাব প্রসূত বিষয়। এজন্যেই রাসূল (স) এ বিষয়টিকেও উপেক্ষা করেন নি। যেহেতু তিনি হলেন মানুষের নবি। তবে তাঁর এতদসংক্রান্ত আচরণে ছিল শালীনতা ও সংগত সীমারেখা।

উৎস : প্রশ্নে বর্ণিত হাদিসটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর كِتَابُ الْأَدَابِ-এর অন্তর্গত بَابُ الْمِزَاحِ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : রাসূল (স) হাসি কৌতুককে উপেক্ষা করেন নি; বরং শালীনতার সীমারেখায় থেকে স্বীয় সহচরবৃন্দের সাথে হাসি-কৌতুক করতেন। এ হাদিসে তারই একটি চিত্র ভেসে উঠে।

অনুবাদ : আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি করিম (স) আমাদের সাথে মিলে মিশে উৎফুল্ল মেজাজে থাকতেন। এমনকি একদিন তিনি আমার ছোট ভাইকে (কৌতুক করে) বললেন, হে আবু উমাইর! তোমার (নুগায়ের) ছোট বুলবুল পাখিটির কি হলো? তার একটি ছোট বুলবুল পাখি ছিল, সে তা নিয়ে খেলা করত। এক সময় পাখিটি মারা গেল। (হাদিসটি ইমাম বুখারি ও মুসলিম (র)-এর যৌথ বর্ণনা।)

উপসংহার : কারো মনে আনন্দ জাগানোর উদ্দেশ্যে কৌতুক করা জায়েয। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এ কৌতুক যেন শরয়ী গণ্ডির বাইরে না যায়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : مَا مَعْنَى الْمِزَاحِ؟ وَمَا حُكْمُهُ فِي الْإِسْلَامِ؟

প্রশ্ন-১ : مِزَاحٌ অর্থ কী? ইসলামে مِزَاحٌ-এর বিধান কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর৷৷ **مِزَاحٌ -এর পরিচয় : مِزَاحٌ** শব্দটির মধ্যে مِيْمْ অক্ষরে ضَمَّةٌ অথবা كَسْرَةٌ উভয় দিয়ে পড়া যায়। ضَمَّةٌ দ্বারা পড়লে مُزَاحٌ কৌতুক আর كَسْرَةٌ দ্বারা পড়লে مَعْنَى مَصْدَرِيْ কৌতুক করা। এটি বাবে مُفَاعَلَةٌ থেকে মাদ্দাহ م-ز-ح জিনস صَحِيْح অর্থ- কৌতুক করা, রসিকতা করা, হাসি-ঠাট্টা করা, কৌতুক। কৌতুক বলতে বুঝায়, কাউকে কষ্ট না দিয়ে কোনো হাস্যকর আলাপ করা। যদি হাস্যকর বিষয় উপস্থাপনায় ঐ ব্যক্তির মনে কষ্টের উদ্রেক হয়, তবে তাকে مِزَاحٌ বলে না; বরং তাকে উপহাস বলে।

পরিভাষায়, إِنْبِسَاطٌ مَعَ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ إِيْذَاءٍ অন্যকে কষ্ট না দিয়ে কারো সাথে হাসি-ঠাট্টা করা।

مِزَاحٌ-এর বিধান : শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে مزاح দু'প্রকার। যথা–

১. যে কৌতুকের মাধ্যমে অন্যকে কষ্ট দেয়া হয় বা মিথ্যা কথার মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত হাসি আনন্দের কৌতুক করা হয়, তা হারাম হবে। কাউকে ছোট করা বা অপমানিত করার উদ্দেশ্য হলে কৌতুক করা বৈধ নয়। আর যে কৌতুকে এ ধরনের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, তা مِزَاحٌ না হয়ে তা سُخْرِيَّةٌ (উপহাস) হয়ে যায় যা হারাম। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسٰى أَنْ يَكُوْنَ خَيْرًا مِنْهُمْ কোনো সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস করবে না। সম্ভবত সে তাদের থেকে উত্তম। (সূরা হুজরাত)

২. কাউকে কষ্ট না দিয়ে, মিথ্যার সংমিশ্রণ না ঘটিয়ে যে কৌতুক করা হয় তা বৈধ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনে এধরনের مِزَاحٌ তথা কৌতুকের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ বিন হারেছ বলেন, مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مِزَاحًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

اَلسُّؤَالُ (٢) : اُشْرِحْ : اَخٌ لِّيْ صَغِيْرٌ.

প্রশ্ন-২ : হাদিসাংশ اَخٌ لِّيْ صَغِيْرٌ-এর ব্যাখ্যা লিখুন।

উত্তর : হাদিসাংশ اَخٌ لِّيْ صَغِيْرٌ-এর ব্যাখ্যা : আনাস (রা)-এর উক্তি اَخٌ لِّيْ صَغِيْرٌ-এর অর্থ হচ্ছে, আমার একজন ছোট ভাই ছিল, হাদিসাংশের মাধ্যমে আনাস (রা)-এর বৈপিত্রেয় ছোট ভাই কাবশা (আবু ওমায়ের)-কে বুঝানো হয়েছে। যাকে হুজুর (স) অধিক স্নেহ করতেন। যার কারণে তার প্রিয় বুলবুল পাখিটি মারা যাওয়ায় রাসূল (স) তাঁকে সান্তনা দেয়ার নিমিত্তে কৌতুক করে বললেন, يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ হে আবূ উমাইর! বুলবুল ছানাটি কী করলো?

আবূ উমায়েরের নাম কাবশাহ! সে আনাস (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই। উভয়ের মা এক, পিতা ভিন্ন ভিন্ন। মায়ের নাম হচ্ছে, اُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ আর আনাসের পিতা হচ্ছে, মালিক এবং আবু উমায়রের পিতার নাম আবু তালহা (রা)।

প্রশ্ন-৩ : نُغَيْرٌ-এর পরিচয় দিন। اَلسُّؤَالُ (٢) : اُذْكُرْ تَعْرِيْفَ نُغَيْرٍ.

উত্তর : نُغَيْرٌ-এর পরিচয় : نُغَيْرٌ শব্দটি نُغَرٌ-এর তাসগির। এটা একটি পাখির নাম। তবে কোন পাখি সে সম্পর্কে অনেক কথা পাওয়া যায়। যেমন–

১. طَائِرٌ يَشْبَهُ العُصْفُوْرَ اَحْمَرَ الْمِنْقَارِ-এমন লাল ঠোঁটবিশিষ্ট পাখি যা চড়ুই পাখির অনুরূপ।

২. কেউ কেউ বলেন, মদিনাবাসী বুলবুল পাখিকে نُغَيْرٌ বলে থাকে।

৩. আবার কারো কারো মতে, ছোট ঠোঁট ও লাল মাথা বিশিষ্ট পাখিকে نُغَيْرٌ বলা হয়।

প্রশ্ন-৪ : مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ-এর ব্যাখ্যা লিখুন। اَلسُّؤَالُ (٤) : اَشْرِحْ : مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ.

উত্তর : مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ-এর মধ্যে نُغَيْرٌ-এর অর্থ অভিধানে একাধিক পাওয়া যায়।

১. লাল ঠোঁট বিশিষ্ট চড়ুই পাখির মতো এক প্রকারের ছোট পাখি।

২. কেউ কেউ বলেন-লাল রঙের মাথা ও ছোট ঠোঁট বিশিষ্ট পাখি।

৩. কেউ কেউ বলেন-এটি বুলবুল পাখি।

আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর ছোট ভাই বাল্যকালে এ পাখিটি নিয়ে খেলা করত। একদিন পাখিটি মারা গেলে সে খুবই মর্মাহত হলো। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স) তার মনে আনন্দ জাগানোর জন্যে রসিকতা করে ছন্দকারে তাকে জিজ্ঞেস করেন- হে আবু ওমায়ের! তোমার নুগায়ের তথা বুলবুল পাখিটি কী করল? মহানবী (স)-এর কৌতুকে তার মুখে বিষণ্নতার ছাপ কেটে হাসির রেখা ফুটে উঠল ।

প্রশ্ন-৫ : শব্দাবলির তাহকিক করুন : اَلسُّؤَالُ (٥) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : لِيُخَالِطُنَا، صَغِيْرٌ، يَلْعَبُ، مَاتَ.

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো–

لِيُخَالِطُنَا : اثبات বহস واحد مذكر غائب সিগাহ يخالط শব্দটির তাكيد-এর জন্যে। হচ্ছে ليخالطنا সিগাহ فعل مضارع معروف বাব مفاعلة মাসদার مخالطة মাদ্দাহ خ ل ط জিনস صحيح। আর (نا) হলো ضمير منصوب متصل অর্থ– তিনি অবশ্যই আমাদের সাথে মিলে-মিশে থাকতেন।

صَغِيْرٌ : সিগাহ واحد مذكر বহস اسم فاعل বাব كرم يكرم মাসদার صغارة মাদ্দাহ ص غ ر জিনস صحيح। বহুবচনে صغار অর্থ– ছোট।

يَلْعَبُ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাব فتح মাসদার اللعب মাদ্দাহ ل ع ب জিনস صحيح অর্থ– সে খেলে বা খেলবে।

مَاتَ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাব نصر ينصر মাসদার الموت মূলবর্ণ م و ت জিনস اجوف واوى অর্থ– সে মৃত্যুবরণ করলো।

প্রশ্ন-৫০ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ فَقَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْئَلُكَ قَالَ فَاَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ بْنِ خَلِيْلِ اللهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْئَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْئَلُوْنِّىْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْاِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا. ـمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

উত্তর : ভূমিকা : ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা, জাগতিক পদবি এ সব মূলত মর্যাদার মানদণ্ড নয়; বরং ইসলামের দৃষ্টিতে মর্যাদার মানদণ্ড হলো তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয়। যে আল্লাহকে ভয় করে সে-ই সফলতা ও মর্যাদার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছতে সক্ষম হবে।

উৎস : প্রশ্নে বর্ণিত হাদিসটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ **مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ**-এর **كِتَابُ الْاَدَابِ**-এর অন্তর্গত **بَابُ الْمُفَاخَرَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ** থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স) মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ও মানদণ্ড বিশ্লেষণ করেছেন।

অনুবাদ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো কোন লোক সবচেয়ে সম্মানিত? তিনি বললেন, লোকদের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সে ব্যক্তি, যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। সাহাবিগণ বললেন, আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাকে জিজ্ঞেস করি নি। তিনি বললেন, সকল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত হলেন ইউসুফ (আ), যিনি আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর নবীর পুত্র, আল্লাহর নবীর পৌত্র এবং আল্লাহর বন্ধু ইবরাহিমের প্র-পৌত্র। সাহাবিগণ (পুনরায়) বললেন, আমরা আপনাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করি নি। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে আরবের (মহৎ ব্যক্তিরবর্গের) খনি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো? তারা বললেন, হ্যাঁ। জবাবে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা জাহেলি যুগে সম্মানিত, তারা ইসলামি যুগেও সম্মানিত। যদি তারা দ্বীনি জ্ঞানের অধিকারী হয়। (এ হাদিসটি ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম (র)-এর যৌথ বর্ণনা।)

উপসংহার : জাহেলি যুগে যারা বুদ্ধিমত্তা ও মৌলিক গুণাবলির কারণে মর্যাদাশীল তারা দ্বীনের সঠিক ছোঁয়া পেলে ইসলামের মধ্যেও মর্যাদাশীল হিসেবে বিবেচিত হন। সর্বোপরি আল্লাহর ভয় যাদের অন্তরে থাকে তারাই সবচেয়ে মর্যাদাবান।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : اَشْرِحْ : خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا.

প্রশ্ন-১ : خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا-এর ব্যাখ্যা লিখুন।

উত্তর : خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْاِسْلَامِ-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ বাণীর অর্থ হলো—তোমাদের মধ্যে যে সকল লোক জাহেলি যুগে সম্মানিত ও উত্তম ছিল তারা ইসলামি যুগেও সম্মানিত ও উত্তম। রাসূল (স)-এর বাণীটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ। সাহাবায়ে কেরাম (রা) রসূল (স) থেকে জানতে চেয়েছিলেন আরবদের মধ্যে বংশ মর্যাদার দিক থেকে কে শ্রেষ্ঠ? তখন রাসূল (স)

উপরিউক্ত বক্তব্য পেশ করেন। এর মাধ্যমে রাসূল (স) এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, বংশগত মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়। তাই বংশ মর্যাদার কোনোরূপ গর্ব চলে না; বরং ইসলাম-পূর্ব যুগে যে সকল লোক চরিত্রে, মাধুর্যে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, নেতৃত্বে-কর্তৃত্বে ও উদারতায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন ছিলেন ইসলামোত্তর যুগেও তারা শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন। যেমন আবু বকর (রা), ওমর (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম জাহেলী যুগে নিজেদের কর্মদক্ষতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন তদ্রূপ ইসলামি সমাজেও তাঁরা নিজ কর্মগুণে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছেন।

তবে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান ভিত্তি হলো, تَفَقُّهٌ فِى الدِّيْنِ তথা দ্বীনের সঠিক বুঝশক্তি থাকার ভিত্তিতে। এ জন্যেই রাসূল (স) বলেছেন, فَخِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْإِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا মানুষ অপর মানুষকে তখনই সম্মান করে যখন তার মাঝে মর্যাদার মূল উপাদানগুলো খুঁজে পায়। আলোচ্য হাদিসে মর্যাদার বেশ কয়েকটি উৎসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১. **تَقْوٰى তথা আল্লাহভীতি :** যিনি সর্বাধিক তাকওয়াবান নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত। যেমন ইরশাদ হচ্ছে, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ.।

২. দ্বীনের জ্ঞান মানুষের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে। যেমন রাসূল (স) আলোচ্য হাদিসের একাংশে বলেন–

خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْإِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا.

৩. বংশগত কারণেও মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

اَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبِيُّ اللّٰهِ بْنُ نَبِيِّ اللّٰهِ بْنِ نَبِيِّ اللّٰهِ بْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ.

৪. নিজস্ব অর্জিত গুণাবলিও মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। যেমন- বিদ্যা, বুদ্ধি, নিষ্ঠা, সততা ইত্যাদি।

اَلسُّؤَالُ (٢) : اَشْرِحْ : اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ.

প্রশ্ন-২ : اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ-এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ-এর ব্যাখ্যা : اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ -এর অর্থ হলো, লোকদের মধ্যে যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে সেই মর্যাদাশীল। রাসূল (স)-এর বাণী থেকে বোধগম্য হয় যে, تَقْوٰى হচ্ছে সম্মান ও মর্যাদা যাচাইয়ের মাপকাঠি। মুত্তাকী ব্যক্তি ও আল্লাহ ও বান্দাহ উভয়ের নিকট প্রশংসনীয়। পরহেযগার লোক পরকালে সফল। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী–

١. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. ٢. وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

اَلسُّؤَالُ (٣) : اُذْكُرْ مَأْخَذَ الْفَضْلِ بِضُوْءِ الْحَدِيْثِ.

প্রশ্ন-৩ : হাদিসের আলোকে মর্যাদার উৎস উল্লেখ করুন।

উত্তর : মর্যাদার উৎস : হাদিসের আলোকে মর্যাদার উৎসগুলো নিম্নরূপ। যেমন–

১. تَقْوَى اللّٰهِ তথা আল্লাহভীতি।
২. নবুওয়াতি ধারাবাহিকতা।
৩. প্রকৃতিগত সদাচারিতা।
৪. দ্বীনের জ্ঞান ও আমল।

কারো মধ্যে এসব গুণাবলির সমাবেশ থাকলে সে লোককে সম্মানিত ও মর্যাদাশীল হিসেবে গণ্য করা হবে।

اَلسُّؤَالُ (٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : اَتْقَى، فَقِهُوْا، اَكْرَمُ، نَسْئَلُ، مَعَادِنُ.

প্রশ্ন-৪ : শব্দাবলির তাহকিক করুন :

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

اَتْقَى : সিগাহ واحد مذكر বহস إسم تفضيل বাব ضرب মাসদার الوقاية মাদ্দাহ و ق ى জিনস لفيف مفروق অর্থ– অধিক পরহেযগার।

فَقِهُوْا : সিগাহ جمع مذكر غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাব سمع মাসদার الفقه মাদ্দাহ ف ق ه জিনস صحيح অর্থ– তারা জ্ঞান লাভ করল।

اَكْرَمُ : সিগাহ واحد مذكر বহস اسم تفضيل বাব كرم يكرم মাসদার الكرم মাদ্দাহ ك ر م জিনস صحيح অর্থ– অধিক সম্মানিত।

نَسْئَلُ : সিগাহ جمع متكلم বহস اثبات فعل مضارع معروف বাব فتح يفتح মাসদার السؤال মাদ্দাহ س أ ل জিনসে مهموز عين অর্থ– আমরা জিজ্ঞেস করবো।

مَعَادِنُ : এ শব্দটি معدن শব্দের বহুবচন, অর্থ– খনি।

প্রশ্ন-৫১ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوْكَ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ أَبُوْكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ. -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

উত্তর : **ভূমিকা :** প্রতিটি মানুষের ওপর দু'টি দায়িত্ব অপরিহার্য। প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহর হক আদায় করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বান্দার হক আদায় করা। আর বান্দার হকের মধ্যে সবচেয়ে বড় হকদার হচ্ছেন মাতা; এরপর পিতা।

উৎস : হাদিসটি দাখিল নবম-দশম শ্রেণির হাদিস শরিফ গ্রন্থের অন্তগর্ত بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ থেকে চয়িত।

উৎস : প্রশ্নে বর্ণিত হাদিসটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর كِتَابُ الْاٰدَابِ-এর অন্তর্গত بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : এ হাদিসে রাসূলে আকরাম (স) পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ তথা সন্তানের ওপর মাতা-পিতার অধিকারের কথা বর্ণনা করেছেন।

অনুবাদ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে লক্ষ্য করে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম সাহচর্যের সর্বাপেক্ষা অধিকারী কে? জবাবে তিনি বললেন, তোমার মাতা। লোকটি বললো, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। লোকটি বললো, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। লোকটি বললো, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি (রাসূল) বললেন, তোমার মা, অতঃপর

اَلسُّؤَالُ (٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : اَتْقٰى، فَقِهُوْا، اَكْرَمُ، نَسْئَلُ، مَعَادِنُ.

প্রশ্ন-৪ : **শব্দাবলির তাহকিক করুন :**

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

اَتْقٰى : সিগাহ واحد مذكر বহস إسم تفضيل বাব ضرب মাসদার الوقاية মাদ্দাহ و ق ى জিনস لفيف مفروق অর্থ– অধিক পরহেযগার।

فَقِهُوْا : সিগাহ جمع مذكر غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাব سمع মাসদার الفقه মাদ্দাহ ف ق ه জিনস صحيح অর্থ– তারা জ্ঞান লাভ করল।

اَكْرَمُ : সিগাহ واحد مذكر বহস اسم تفضيل বাব كرم يكرم মাসদার الكرم মাদ্দাহ ك ر م জিনস صحيح অর্থ– অধিক সম্মানিত।

نَسْئَلُ : সিগাহ جمع متكلم বহস اثبات فعل مضارع معروف বাব فتح يفتح মাসদার السؤال মাদ্দাহ س أ ل জিনসে مهموز عين অর্থ– আমরা জিজ্ঞেস করবো।

مَعَادِنُ : এ শব্দটি معدن শব্দের বহুবচন, অর্থ– খনি।

প্রশ্ন-৫১ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوْكَ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ أَبُوْكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ. -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

উত্তর : ভূমিকা : প্রতিটি মানুষের ওপর দু'টি দায়িত্ব অপরিহার্য। প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহর হক আদায় করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বান্দার হক আদায় করা। আর বান্দার হকের মধ্যে সবচেয়ে বড় হকদার হচ্ছেন মাতা; এরপর পিতা।

উৎস : হাদিসটি দাখিল নবম-দশম শ্রেণির হাদিস শরিফ গ্রন্থের অন্তগর্ত بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ থেকে চয়িত।

উৎস : প্রশ্নে বর্ণিত হাদিসটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর كِتَابُ الْاٰدَابِ-এর অন্তর্গত بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : এ হাদিসে রাসূলে আকরাম (স) পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ তথা সন্তানের ওপর মাতা-পিতার অধিকারের কথা বর্ণনা করেছেন।

অনুবাদ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে লক্ষ্য করে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম সাহচর্যের সর্বাপেক্ষা অধিকারী কে? জবাবে তিনি বললেন, তোমার মাতা। লোকটি বললো, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। লোকটি বললো, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। লোকটি বললো, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি (রাসূল) বললেন, তোমার মা, অতঃপর

তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, তারপর তোমার পিতা, এরপর তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজন, নিকটতম আত্মীয়-স্বজন। (হাদিসটি ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম (র)-এর যৌথ বর্ণনা।)

উপসংহার : পিতা-মাতাই হচ্ছেন সন্তান থেকে সদাচরণ পাওয়ার সর্বাপেক্ষা হকদার। তাঁদের সাথে ভালো আচরণ ঈমানী দায়িত্ব। সুতরাং আল্লাহর হক আদায়ের সাথে সাথে মাতা-পিতার হক আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : اَشْرِحْ : قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ.... ثُمَّ أَبُوْكَ.

প্রশ্ন-১ : قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ.... ثُمَّ أَبُوْكَ হাদিসাংশের ব্যাখ্যা লিখুন।

উত্তর : قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ.... ثُمَّ أَبُوْكَ হাদিসাংশের ব্যাখ্যা :

ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরে বান্দার হকের মধ্যে পিতা-মাতার হক হচ্ছে সর্বাগ্রে। এ পিতা-মাতার মধ্যে মাতার অধিকার পিতার চেয়েও বেশি যা হাদিস শরীফে স্পষ্টতই বর্ণিত হয়েছে। এর যৌক্তিক কিছু কারণ বা ব্যাখ্যা মুহাদ্দিসগণ দিয়েছেন।

১. মা-ইতো সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন। গর্ভ ধারণকালীন সময় অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে দীর্ঘ নয় মাস অতি যত্নের সাথে রক্ষণা-বেক্ষণ ও প্রসবকালীন অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেন। যে কষ্ট পিতার হয় না। আল্লাহ ইরশাদ করেন, حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا

২. সন্তানকে দীর্ঘ দু'টি বছর যাবত স্তন্য পান করান এবং লালন-পালন করেন।

৩. শৈশবকালীন সন্তানের লালন-পালন ও পরিচর্যার দায়িত্ব একমাত্র মা-ই পালন করেন। তাই হাদিস শরিফে মাকে পিতার ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

اَلسُّؤَالُ (٢) : مَا سَبَبُ ذِكْرِ الْأُمِّ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ فِيْ الْحَدِيْثِ ثُمَّ ذَكْرَ الْأَبِ؟

প্রশ্ন-২ : হাদিসে মায়ের কথা তিনবার বলে পরবর্তীতে পিতার কথা উল্লেখ করার কারণ কী?

উত্তর : মায়ের কথা তিনবার বলার কারণ : মুয়াবিয়া ইবনে হাইদা (রা) যখন নবীজীকে প্রশ্ন করলেন, হেঁ আল্লাহর রাসূল! আমার সদাচরণ পাওয়ার সর্বাপেক্ষা হকদার কে? এর উত্তরে নবীজী (স) তার মায়ের কথা একে একে তিনবার উল্লেখ করেছেন। এর কারণ নিম্নরূপ–

১. মা এমন তিনটি কষ্ট স্বীকার করে থাকেন। যা পিতা আদৌ করেন না। যথা–

ক. গর্ভধারণ, খ. প্রসবকরণ, গ. দুগ্ধপান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী–

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلَاثُوْنَ شَهْرًا.

২. অথবা, প্রশ্নকারী মায়ের হকের ব্যাপারে উদাসীন ছিল, তাই তাকিদ প্রদানের জন্যে তিনবার মায়ের কথা বলেছেন।

৩. অথবা, মায়ের অধিকার পিতার তিনগুণ একথা বুঝানো জন্যে তিন বার বলেছেন।

৪. অথবা, মায়ের গর্ভাশয় থেকে তিনটি স্তর অতিক্রম করার পর শিশুর জন্ম হয় তাই মায়ের কথা তিনবার বলা হয়েছে।

৫. সার্বিক বিচারে মায়ের অধিকার পিতা অপেক্ষা বেশি।

اَلسُّؤَالُ (٣) : مَا هُوَ سَبَبُ تَقْدِيمِ الْأُمِّ عَلَى الْأَبِ فِي الْحَدِيثِ؟ بَيِّنْ.

প্রশ্ন-৩ : হাদিসে মাতাকে পিতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার কারণ কী? বর্ণনা করুন।

উত্তর : মাতাকে পিতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার কারণ : বলা বাহুল্য, একটি শিশুকে গড়ে তুলতে পিতা-মাতা উভয়ের ভূমিকা সমান গুরুত্বের দাবিদার। তাই সন্তানদের নিকট উভয়েই সদাচরণ পাবার অধিকারী। তবে মা এমন কিছু কার্য সম্পাদন করেন, যা পিতার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। যথা–

১. মা দীর্ঘদিন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন।

২. প্রসবের কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করেন। ৩. দীর্ঘদিন দুগ্ধ পান করান।

৪. তাছাড়া শিশুর শৈশব কাটে মায়ের কোলে। এসব ক্ষেত্রে পিতার ভূমিকা প্রায় শূন্য। অপরপক্ষে পিতা অর্থনৈতিক যোগানসহ যে সব কর্ম সম্পাদন করে, তার অধিকাংশই মায়ের পক্ষে সম্ভব। তাই সঙ্গত কারণে সন্তানের ওপর মায়ের অধিকার বেশি।

اَلسُّؤَالُ (٤) : بَيِّنْ بَيَانَ مَكَانَةِ الْوَالِدَيْنِ فِي ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالْحَدِيثِ.

প্রশ্ন-৪ : কুরআন ও হাদিসের আলোকে মাতা-পিতার মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

উত্তর : فَضِيْلَةُ الْوَالِدَيْنِ (মাতা-পিতার মর্যাদা) : বান্দা কর্তৃক আল্লাহর হক আদায় করার পর সর্বাগ্রে মাতা-পিতার হক আদায় করা তার ওপর অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালার পরে তাঁরাই সন্তানের ওপর সর্বাধিক সহানুভূতিশীল। সন্তানের লালন-পালন ও চরিত্র গঠনের সার্বিক দায়িত্ব তাঁরা আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। মা কষ্ট স্বীকার করে দশ মাস যাবত গর্ভধারণ করেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সন্তান প্রসব করেন, দু'বছর পর্যন্ত দুগ্ধ পান করান এবং নিদ্রাসহ অনেক বেদনা সহ্য করেন। পিতা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ উপার্জন করেন এবং অকৃপণ হস্তে সন্তানের জন্যে ব্যয় করেন। এ কারণে ইসলাম মাতা-পিতাকে সর্বাধিক মর্যাদা দান করেছেন। শুধু তাই নয়; কুরআন ও হাদিসে তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা বনী ইসরাইলে ইরশাদ হয়েছে–

"وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَاتَعْبُدُوْٓا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا.

অর্থাৎ, তোমার প্রভু সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন অথবা উভয়জন বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বেদনাদায়ক কোনো শব্দ বলবে না, তাদেরকে ধমক দিবে না; বরং তাদের সাথে নরম কথা বলবে।

সূরা লুকমানে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَفِصَالُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ.

অর্থাৎ, আমি তো মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে বহু কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং দুধ ছাড়াতে লেগেছে দু'বছর। সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমরই নিকট।

মাতার মর্যাদা বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ অর্থাৎ, জননীর পদতলে সন্তানের বেহেশত। তিনি আরো বলেছেন, رِضَا الرَّبِّ فِىْ رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ- পিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত।

প্রশ্ন-৫ : শব্দাবলি তাহকিক করুন। اَلسُّؤَالُ (٥) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ :رَجُلٌ، اَحَقُّ، صَحَابَةٌ، اَدْنٰى، اَبٌ

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

رَجُلٌ : এটি একবচন, বহুবচনে رجال অর্থ-একজন পুরুষ (লোক)।

اَحَقُّ : সিগাহ واحد مذكر বহস اسم تفضيل বাব ضرب يضرب মাসদার الحق মাদ্দাহ ح ق ق জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– অধিক হকদার।

صَحَابَةٌ : এটি বহুবচন একবচন صاحب অর্থ-সাথি, সঙ্গী।

اَدْنٰى : সিগাহ واحد مذكر বহস اسم تفضيل বাব نصر ينصر মাসদার الدنو মাদ্দাহ د ن و জিনস ناقص واوى অর্থ– অধিক নিকটবর্তী।

اَبٌ : এটি একবচন, বহুবচনে اباء অর্থ– পিতা ।

প্রশ্ন-৫২ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِىْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ اُمِّىْ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَهْدِ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِىَ رَاغِبَةٌ أَفَاَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِيْهَا. –مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

উত্তর : ভূমিকা : মা যে কোনো ধর্মের বা বর্ণের হতে পারে কিন্তু তিনি, সর্বাবস্থায় শ্রদ্ধার পাত্র। তাকে কষ্ট দেয়া বা অবমাননা করা নিয়ামতের অস্বীকার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটা শরিয়তে নিষিদ্ধ।

উৎস : প্রশ্নে বর্ণিত হাদিসটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর كِتَابُ الْاٰدَابِ-এর অন্তর্গত بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : ইসলাম সংকীর্ণতায় বিশ্বাসী নয়; বরং উদারতা তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই পিতা-মাতা ইসলাম বিদ্বেষী হলেও তাঁর সাথে সদাচরণ করতে হবে ইসলাম নির্দেশ দেয়।

অনুবাদ : আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশদের সাথে চুক্তিকালীন সময়ে (হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়) আমার মা আমার কাছে মুশরিকা অবস্থায় (মক্কা হতে মদিনায়) আগমন করলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমার মা আমার কাছে আগমন করেছেন। অথচ তিনি ইসলামের প্রতি অনাগ্রহিণী। এমতাবস্থায় আমি কি তাঁর সাথে সদাচরণ করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তাঁর সাথে উত্তম ব্যবহার কর। –হাদিসটি ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম (র)-এর যৌথ বর্ণনা

উপসংহার : পিতা-মাতা যে ধর্মেই বিশ্বাসী হোক না কেন তাদের সাথে ভালো আচরণ, সাহায্য প্রদান ও সহযোগিতা করা সন্তানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : হাদিসে فِىْ عَهْدِ قُرَيْشٍ বলতে কী বুঝানো হয়েছে? اَلسُّؤَالُ (١) : مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهٖ : فِىْ عَهْدِ قُرَيْشٍ.

উত্তর : فِىْ عَهْدِ قُرَيْشٍ-এর ব্যাখ্যা : রাসূল (স) ৬ষ্ঠ হিজরিতে কুরাইশদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন তা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, হাদিস এর উদ্ধৃতি فِىْ عَهْدِ قُرَيْشٍ দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে।

اَلسُّؤَالُ (٢) : مَا حُكْمُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمِيْنَ؟

প্রশ্ন-২ : মুসলিম পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের বিধান কী?

উত্তর : মুসলিম পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের বিধান : পিতা-মাতা মুসলিম হলে কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ মতো তাদের সাথে সম্মান ও সদাচরণ করতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অর্থাৎ, মাতা-পিতার প্রতি সম্মান ও সদাচরণ প্রদর্শন কর। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি কী ধরনের আচরণ করবে? এ প্রশ্নের জবাবে ইসলামি পণ্ডিতগণ দুই ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন। যথা–

১. পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও তাদের সম্মান ও সদ্ব্যবহার করতে হবে। আলোচ্য হাদিসটিই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
২. মাতা-পিতা যদি অমুসলিম হয় এবং তাঁরা যদি ইসলামি শরিয়া বিরোধী কোনো কাজের নির্দেশ দেন তবে তাদের এরূপ নির্দেশ পালন করা আবশ্যক নয়। কেননা, হাদিস শরীফে এসেছে– لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ, স্রষ্টার নাফরমানীতে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

اَلسُّؤَالُ (٣): مَا مَعْنَي «وَهِيَ رَاغِبَةٌ»؟

প্রশ্ন-৩ : وَهِيَ رَاغِبَةٌ-এর অর্থ কী?

উত্তর : وَهِيَ رَاغِبَةٌ-এর অর্থ : وَهِيَ رَاغِبَةٌ-এর পরস্পর বিরোধী দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা–

১. এখানে বাক্যকে সংক্ষেপ করা হয়েছে, আর «رَاغِبَةٌ» শব্দটি مُعْرِضَةٌ (বিমুখ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পুরো বাক্য হবে وَهِيَ رَاغِبَةٌ عَنِ الْاِسْلَامِ وَكَارِهَةٌ لَهٗ অর্থাৎ, তিনি ইসলামের প্রতি অনাগ্রহশীল ও অসন্তুষ্ট। তাছাড়া এ ব্যাখ্যার সমর্থনে অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় وَهِيَ رَاغِبَةٌ وَهِيَ سَاخِطَةٌ।
২. অথবা বলা যায়, رَاغِبَةٌ-এর অর্থ আগ্রহিণী। তাই পুরো বাক্য হবে, وَهِيَ رَاغِبَةٌ فِيْ الْاِسْلَامِ অর্থাৎ, আমার মা ইসলাম সম্পর্কে অনাগ্রহিণী। তাই আমি কি তার সাথে ভালো আচরণ করবো? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, তাঁর সাথে উত্তম আচরণ করো।

اَلسُّؤَالُ (٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : قَدِمَتْ، مُشْرِكَةٌ، رَاغِبَةٌ، اُصَلِّيْ، صَلِّيْهَا

প্রশ্ন-৪ : শব্দাবলি তাহকিক করুন :

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো–

قَدِمَتْ : সিগাহ واحد مؤنث غائب বহস اثبات فعل ماضى مطلق معروف বাব سمع মাসদার القدوم মাদ্দাহ ق د م জিনস صحيح অর্থ– সে মহিলা এসেছে।

مُشْرِكَةٌ : সিগাহ واحد مؤنث বহস اسم فاعل বাব افعال মাসদার الاشراك মাদ্দাহ ش ر ك জিনস صحيح অর্থ– সে আল্লাহর সাথে অংশীদারকারী।

رَاغِبَةٌ : সিগাহ واحد مؤنث বহস اسم فاعل বাব سمع মাসদার الرغبة মাদ্দাহ ر غ ب জিনস صحيح অর্থ– আগ্রহিনী।

اُصَلِّيْ : সিগাহ واحد متكلم বহস اثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الصلة মাদ্দাহ و ص ل জিনস معتل فاء অর্থ– আমি সদ্ব্যবহার করবো।

صَلِّيْهَا : এখানে "ها" শব্দটি যমির "أم" শব্দের দিকে ধাবিত হয়েছে, صلى-সিগাহ واحد مؤنث حاضر বহস امر حاضر معروف বাব ضرب মাসদার الصلة অর্থ– তুমি তার সাথে সদ্ব্যবহার কর, তার সাথে মিলিত হও।

প্রশ্ন-৫৩ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

উত্তর : ভূমিকা : মু'মিনের পরস্পর সম্পর্ক হবে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো। ভ্রাতৃত্ব আর ভালবাসা নিয়েই মু'মিনের জীবন। সংগত কারণেই তাদের মধ্যে থাকবে না কোনো হিংসা, বিদ্বেষ এবং অভিমান।

উৎস : প্রশ্নে বর্ণিত হাদিসটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ এর-كِتَابُ الْاٰدَابِ-এর অন্তর্গত بَابُ مَا يَنْهٰى عَنْهُ مِنَ التَّهَاجُرِ وَالتَّقَاطُعِ وَاتِّبَاعِ الْعَوْرَاتِ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদিসে তিন দিনের অতিরিক্ত অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে কথা বর্জন ও সম্পর্কচ্ছেদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অনুবাদ : আবু আইউব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কোনো (মু'মিন) ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অতিরিক্ত অপর কোনো মুসলমান ভাইকে এমতাবস্থায় বর্জন করে চলা বৈধ নয়, যে অবস্থায় তাদের মাঝে প্রায়শই সাক্ষাত ঘটে; ফলে একজন এদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অপরজন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অনন্তর (এ অবস্থায়) তাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে প্রথমে সালাম দেয়। –এ হাদিসটি ইমাম বুখারি ও মুসলিম (র)-এর সম্মিলিত বর্ণনা

উপসংহার : পার্থিব কোনো কারণে তিন দিনের অধিক অপর মু'মিন ভাইয়ের সাথে কথা-বার্তা বন্ধ রাখা জায়েয নেই। কেননা এর পরিণামে নানা ফিতনা সৃষ্টির আশংকা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : اَشْرِحْ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ.

প্রশ্ন-১ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ-এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : আলোচ্য হাদিসাংশের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনদিন পর্যন্ত এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে কথা-বার্তা বন্ধ রাখা জায়েয, কিন্তু তিন দিনের অধিক তা করা জায়েয নেই। এখানে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। কারণ হলো, একজন মুমিন স্বভাবজাত কারণে অপর মুমিনের সাথে দু একদিন কথা বন্ধ রাখতে পারে। বেশি হলে তিনদিন, তিন দিনের বেশি প্রকৃত মু'মিন তার অপর ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখতে পারে না। অন্যথায় এটা ঈমানের পরিপন্থী হবে। তা'ছাড়া তিনদিনের অধিক সময় সম্পর্কচ্ছেদ থাকলে বিবেক তাদের দংশন করবে। তাই রাসূল (স)-ইরশাদ করেন, لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

তবে কোনো নামধারী মুসলমান যে সব সময় ইসলাম, আলেম-উলামা তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে বা ইসলামের ক্ষতিসাধনে লিপ্ত এমন ব্যক্তির সাথে তিনদিনের অধিক সময় কথাবার্তা বন্ধ রাখা যাবে। কারণ তার সাথে কথা বললেই ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

প্রশ্ন-২ : দ্বীনের স্বার্থে সম্পর্কচ্ছেদ করার হুকুম বর্ণনা করুন। اَلسُّؤَالُ (٢) : مَا حُكْمُ الْبَرَاءَةِ لِلدِّيْنِ.

উত্তর : যদি কোনো মুসলমান সুস্পষ্ট বিদ'য়াত করে তথা অব্যাহত কবিরা গুনাহ করে বা কুফরী মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে তদনুসারে জীবন পরিচালিত করে বা রাজনীতি করে, তাহলে প্রথমে তাকে বিদ'য়াত, কবিরা গুনাহ এবং মানবীয় মতবাদ বর্জনের জন্যে বুঝাতে হবে। এতে যদি সে

সংশোধিত না হয়, তাহলে প্রকাশ্যে তাওবা করা পর্যন্ত তাকে বর্জন করা ওয়াজিব। তাই আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন, رُبَّ هَجْرٍ جَمِيْلٍ خَيْرٌ مِنْ مُخَالَطَةٍ مُؤْذِيَةٍ

তবে ঐ ব্যক্তি হতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ গোপন রেখে নিজেকে ক্ষতি থেকে দূরে রেখে তার সাথে বাহ্যিক সদাচার বজায় রাখা বৈধ। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে, إِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً

اَلسُّؤَالُ (٣) : اَشْرِحْ مَعْنَى : «خَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ».

প্রশ্ন-৩ : خَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ-এর অর্থ বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর : خَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ-এর অর্থ : ভুল বুঝাবুঝির কারণেই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক যে দু'জন মুসলমান ব্যক্তি পরস্পর কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছে এবং সম্পর্কচ্ছেদ করেছে তাদের সম্পর্কে রাসূল (স) বলেন, خَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ অর্থাৎ, তাদের দু'জনের মধ্যে সেই উত্তম, যে প্রথম সালাম দিয়ে কথা বলা শুরু করবে। আর হাদিসে প্রথমে সালাম প্রদানকারীকে উত্তম বলার কারণ হলো–

১. প্রথম সালাম প্রদানকারীই পূর্বের তিক্ততা ও সম্পর্কহীনতার গ্লানি ভুলে গিয়ে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলে।
২. মনের কালিমা ও রেষারেষি দূর করার কাজে সে-ই প্রথম এগিয়ে আসে।
৩. নতুনভাবে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে সে-ই প্রথম অগ্রহী ভূমিকা পালন করে।
৪. এর মাধ্যমে তার বিনয়ী স্বভাব প্রকাশ পায়।
৫. সে যে অহংকারী নয়, তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

অতএব, সম্পর্ক বর্জন অবস্থায় সংশোধনের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণকারী ও সৎপথের প্রদর্শক হচ্ছে প্রথম সালাম প্রদানকারী। এ কারণেই তাকে উত্তম বলা হয়েছে।

اَلسُّؤَالُ (٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : لَا يَحِلُّ، يَهْجُرُ، يَلْتَقِيَانِ، يُعْرِضُ، يَبْدَأُ.

প্রশ্ন-৪ : শব্দাবলির বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

لَا يَحِلُّ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস نفى فعل مضارع معروف বাব ضرب মাসদার الحل মাদ্দাহ ح ل ل জিন্‌স مضاعف ثلاثى অর্থ– হালাল হবে না, জায়েয হবে না।

يَهْجُرُ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাব نصر ينصر মাসদার الهجرة মাদ্দাহ ه ج ر জিন্‌স صحيح অর্থ– সে ত্যাগ করে।

يَلْتَقِيَانِ : সিগাহ تثنية مذكر غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাব افتعال মাসদার الالتقاء মাদ্দাহ ل ق ي জিন্‌স ناقص يائي অর্থ– তারা দু'জন পরস্পর সাক্ষাৎ করবে।

يُعْرِضُ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাব افعال মাসদার الاعراض মাদ্দাহ ع ر ض জিন্‌স صحيح অর্থ– সে বিমুখ হয়।

يَبْدَأُ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাব فتح মাসদার البدأ মাদ্দাহ ب د ء জিন্‌স مهموز لام অর্থ– সে আরম্ভ করে।

প্রশ্ন-৫৪ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللهَ تَعَالٰى رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَايُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَايُعْطِىْ عَلٰى مَا سَوَاهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) فِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ قَالَ لِعَائِشَةَ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَاِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ فَاِنَّ الرِّفْقَ لَايَكُوْنُ فِىْ شَيْءٍ اِلَّا زَانَهٗ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهٗ.

উত্তর : ভূমিকা : কোমলতা মানুষের কল্যাণকর গুণ। মহান আল্লাহ কোমল এবং তিনি কোমলতাকে পছন্দ করেন। কোমলতার জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাত দান করেন।

উৎস : প্রশ্নে বর্ণিত হাদিসটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর كِتَابُ الْاَدَابِ-এর অন্তর্গত اَلرِّفْقُ وَالْحَيَاءُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : এ হাদিসে রাসূল (স) কোমল আচরণ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন।

অনুবাদ : আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। (তিনি রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেন যে,) রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা কোমল। তিনি কোমলতাকে ভালবাসেন এবং কোমলতার ওপর এমন জিনিস দান করেন যা তিনি কঠোরতার ওপর দান করেন না এবং কোমলতা ছাড়া অন্য কিছুর ওপরেও দান করেন না। (মুসলিম)

(মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় আছে যে, নবী কারিম (স) আয়েশা (রা) কে বলেছেন, কোমলতা অবলম্বন করা তোমার ওপর আবশ্যক। কঠোরতা ও অশ্লীলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করো। নিশ্চয়ই কোনো জিনিসের মধ্যে কোমলতা থাকলে তা তাকে শোভাময় করে তোলে। আর কোনো বস্তু হতে কোমলতাকে ছিনিয়ে নেয়া হলে তা তাকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেয়।)

উপসংহার : কোমল আচারণ মানুষের শোভা। কঠোর আচরণ মানুষের ত্রুটি। প্রবাদ আছে, ব্যবহার বংশের পরিচয়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : اِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ-এর ব্যাখ্যা লিখুন। اَلسُّؤَالُ (١) : اَشْرِحْ : اِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ.

উত্তর : اِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ-এর ব্যাখ্যা : নবী কারিম (স)-এর উক্তি اِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ-এর অর্থ হলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা কোমল। তিনি কোমলতাকে পছন্দ করেন। আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলির মধ্য হতে رِفْقٌ তথা কোমলতা ও দয়ার্দ্রতা অন্যতম গুণ। তাঁর কোমলতার স্বরূপ হলো– তিনি বান্দার প্রতি মেহেরবান, বান্দার জন্যে সহজতা ও সুলভতা ইচ্ছা করেন। বান্দার জন্য কঠিন হয় এমন কিছু চান না। তিনি বান্দাকে সাধ্যাতিরিক্ত কোনো কাজের নির্দেশ দেন না। যেমন তাঁর বাণী–

١. يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَايُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. ٢. لَايُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.

যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা কোমল ও নম্র, সেহেতু বান্দা যদি কোমলতা, উদারতা ও সহনশীলতাকে অবলম্বন করে, তখন আল্লাহও তাদের জন্যে কোমল উদার ও সহনশীল হয়ে যান।

اَلسُّؤَالُ (٢) : اُكْتُبْ فَضْلَ لِقَوْلِهِ : وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِىْ عَلَى الْعُنُفِ.

প্রশ্ন-২ : وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ-এর তাৎপর্য বর্ণনা করুন।

উত্তর : وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَالَا يُعْطِىْ عَلَى الْعُنُفِ-এর তাৎপর্য : আল্লাহ তা'য়ালা কঠোরতার ওপর যা দান করেন না, তা কোমলতার জন্যে দান করেন। অর্থাৎ, বান্দা যদি কোমল ও দয়ার্দ্র হয়, আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট হন এবং তাকে বিশেষ রহমত দ্বারা পরিবেষ্টন করেন। এ মর্মে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ

পক্ষান্তরে, বান্দাহ যদি নির্দয় নিষ্ঠুর কঠোর হয়, আল্লাহ তা'য়ালা তার ওপর নাখোশ হন এবং তাকে বিশেষ দয়া থেকে বঞ্চিত রাখেন। সুতরাং, বুঝা গেল যে, «رِفْقٌ» আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের অন্যতম বাহন, আর عُنْفٌ সে পথের প্রতিবন্ধক।

اَلسُّؤَالُ (٣) : بَيِّنِ الْمُرَادُ بـ «لَايُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهٗ».

প্রশ্ন-৩ : لَايُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهٗ-এর মর্মার্থ বর্ণনা করুন।

উত্তর : لَايُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهٗ-এর মর্মার্থ : নবী কারিম (স) ইরশাদ করেন, কোমলতা বস্তুর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে, কোনো বস্তু হতে কোমলতা ও নম্রতাকে ছিনিয়ে নেয়া হলে তা তাকে ক্রুটিপূর্ণ করে দেয়। মূলতঃ প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য সেটার কোমলতার মধ্যে নিহিত থাকে। আর কোমলতাশূন্য বস্তু ও ব্যক্তি অবশ্যই অন্তঃসারশূন্য ও ক্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে। কাজেই কোমলতা গ্রহণ ও কঠোরতা বর্জন প্রতিটি মানুষের উচিত। তাহলেই জীবন সুন্দর হবে এবং সহজেই সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়া যাবে।

اَلسُّؤَالُ (٤) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : يُحِبُّ، لَايُعْطِىْ، زَانَ، لَايَنْزِعُ.

প্রশ্ন-৪ : আগত শব্দাবলির তাহকিক করুন :

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো–

يُحِبُّ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل مضارع معروف বাব افعال, মাসদার الاحباب, মাদ্দাহ ح ب ب জিন্‌স مضاعف ثلاثي অর্থ- সে ভালোবাসে।

لَايُعْطِىْ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস نفى فعل مضارع معروف বাব افعال মাসদার الاعطاء মাদ্দাহ ع ط ى জিন্‌স ناقص يائي অর্থ- তিনি প্রদান করবেন না।

زَانَ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস اثبات فعل ماضى معروف বাব ضرب মাসদার الزينة, অর্থ- সে সৌন্দর্য করলো।

لَايَنْزِعُ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস نفى فعل مضارع مجهول বাব افعال মাসদার الانزاع অর্থ- প্রত্যাহার করা হবে না।

প্রশ্ন-৫৫ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عَرْضِهِ أَوْ شَيْءٌ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ اِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

উত্তর : ভূমিকা : মহান আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ। সামান্য জুলুমও তিনি নির্বিচারে ছেড়ে দেবেন না। যে কোনো মূল্যে কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বান্দাকে স্ব-স্ব যুলুমের বিনিময় গ্রহণ করতে হবে।

উৎস : প্রশ্নে বর্ণিত হাদিসটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর-كِتَابُ الْاَدَابِ এর অন্তর্গত بَابُ الظُّلْمِ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : উপরিউক্ত হাদিস শরিফে অপরের প্রতি জুলুম অত্যাচারের অশুভ পরিণতির প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

অনুবাদ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তির ওপর তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জত-আব্রুতে কিংবা অন্য কোনো কিছুতে যুলুম নিপীড়ন রয়েছে, সে যেন ঐ দিন আগমনের পূর্বে আজই তার থেকে দায়মুক্ত হয়, যে দিন তার নিকট কোনো দীনার ও দিরহাম থাকবে না। যদি তার উত্তম আমল থাকে, তাহলে অত্যাচার অনুপাতে তার কাছ থেকে উত্তম আমল ছিনিয়ে নেয়া হবে। আর যদি তার নেক আমল না থাকে, তবে অত্যাচারিত ব্যক্তির পাপকে এনে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। -ইমাম বুখারি (র) অত্র হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন

উপসংহার : যুলুম একটি মারাত্মক অপরাধ। প্রকৃত মুমিন হতে হলে এ ধরনের অপরাধ থেকে নিজেকে হিফাজত করে নিজের পরকালীন জীবনের জন্যে প্রস্তুত হওয়া দরকার।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

اَلسُّؤَالُ (١) : اَشْرِحْ : مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةَ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ.

প্রশ্ন-১ : مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةَ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ-এর ব্যাখ্যা লিখুন।

উত্তর : مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةَ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ-এর ব্যাখ্যা : রাসূল (স)-এর বাণী, 'যে ব্যক্তির দ্বারা কোনো মুসলমান ভাইয়ের মান-ইজ্জত নষ্ট হয়, অথবা অন্য কোনোরূপে নির্যাতিত হয়। সে ব্যক্তি যেন ঐ দিন আসার পূর্বেই যার প্রতি যুলুম করা হয়েছে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়। যদি কৃত অপরাধের জন্যে ক্ষমা চেয়ে না নেয়, তবে সে পার্থিব জীবনের শাস্তি এড়াতে পারলেও পারলৌকিক জীবনের শাস্তি হতে কোনোভাবেই রেহাই পাবে না বরং পারলৌকিক জীবনে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে। আলোচ্য হাদিস দ্বারা তা বুঝানো হয়েছে।

اَلسُّؤَالُ (٢) : مَا الْمُرَادُ بِـ «قَبْلَ اَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ».

প্রশ্ন-২ : قَبْلَ اَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ-এর দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : قَبْلَ اَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : মহানবী (স)-এর উল্লিখিত উক্তি দ্বারা কেয়ামত দিবসকে বুঝানো হয়েছে, অথবা ব্যক্তির মৃত্যুক্ষণ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ, ঐ দিন তথা মৃত্যুর দিন আসার পূর্বেই যেদিন অর্থ কড়িতেও কোনো কাজ হবেনা। কেননা, বান্দার হক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা না করা পর্যন্ত ক্ষমা হয় না। তাই তার মাজলুম ভাইয়ের সাথে আপোষ করে নিতে হবে। বস্তুতঃ উল্লিখিত উক্তি দ্বারা মাজলুমের সত্বর ক্ষমা চেয়ে নেয়ার প্রতি সমধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

اَلسُّؤَالُ (٣) : اَشْرِحْ قَوْلَ النَّبِيِّ: فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

প্রশ্ন-৩ : রাসূল (স)-এর বাণী, فَحُمِلَ عَلَيْهِ-এর ব্যাখ্যা লিখুন।

উত্তর : فَحُمِلَ عَلَيْهِ-এর ব্যাখ্যা : রাসূল (স)-এর উক্ত বাণী দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, যদি যালিম ব্যক্তি কৃত অপরাধের জন্যে ইহজীবনে তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী না হয়, বা ক্ষমা করা না হয়, তবে কিয়ামত দিবসে যুলুমের ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার থেকে নেক আমল আদায় করা হবে। যদি তার পূণ্য আমল শেষ হয়ে যায় এবং তাতেও মাযলুমের ক্ষতিপূরণ আদায় না হয়, কিংবা আদৌ তার কোনো পূণ্য আমল না থাকে, তবে অত্যাচারিত ব্যক্তির কৃত সকল পাপ হতে যুলুম পরিমাণ পাপ যালিমের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং যালিম নিঃস্ব অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

لسُّؤَالُ (٤) : بَيِّنْ تَعْلِيْمُ الْحَدِيْثِ.

প্রশ্ন-৪ : হাদিসের শিক্ষা বর্ণনা করুন।

উত্তর : تَعْلِيْمُ الْحَدِيْثِ : এ হাদিস অধ্যয়নান্তে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষাগুলো গ্রহণ করতে পারি। যথা–

১. অন্যায়ভাবে পরের হক নষ্ট করা বা কারো মানহানি-করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এটা কবিরা গুনাহ।

২. বান্দার হক নষ্ট করলে দুনিয়াতেই তার কাছ থেকে যে কোনো মূল্যে দায়মুক্ত হতে হবে।

৩. দুনিয়াতে কেউ কারো হক নষ্ট করলে পরকালে অবশ্যই তার জাযা দিতে হবে।

اَلسُّؤَالُ (٥) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : لِيَتَحَلَّلَ، أُخِذَ، حُمِلَ، سَيِّئَاتٌ، مُظْلِمَةٌ.

প্রশ্ন-৫ : আগত শব্দাবলির তাহকিক করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো।

لِيَتَحَلَّلَ : সিগাহ واحد مذكر বহস امر غائب معروف বাবে تفعل মাসদার التحلل মাদ্দাহ ح ل ل জিনস مضاعف। অর্থ– ক্ষতিপূরণ করে নিতে হবে বা দায়মুক্ত হতে হবে।

أُخِذَ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস ماضى مجهول বাবে نصر মাসদার الاخذ মাদ্দাহ ا خ ذ জিনস مهموزفاء অর্থ– নেয়া হবে।

حُمِلَ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস ماضى مجهول বাবে ضرب মাসদার الحمل মাদ্দাহ ح م ل জিনসে সহিহ। অর্থ– ভার তুলে দেয়া হবে, বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে।

سَيِّئَاتٌ : এ শব্দটি বহুবচন صفت مشبة একবচন سيئة-এর অর্থ হলো অপারধসমূহ।

مُظْلِمَةٌ : এ শব্দটি صيغة صفة বহুবচন مظالم অর্থ অত্যাচার। বাবে ضرب, মাসদার ظلم মাদ্দাহ ظ ل م জিনস সহিহ, অর্থ– অত্যাচার করা, অবিচার করা।

প্রশ্ন-৫৬ : নিম্নোক্ত হাদিসের অনুবাদ করুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ، فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ، وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانُ. ‐رَوَاهُ مُسْلِمٌ

উত্তর : ভূমিকা : সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ হতে বাধা দান মু'মিনের সার্বক্ষণিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করার মানেই হলো অন্যায়কে প্রশ্রয় ও সমর্থন দেয়া, যা একজন মু'মিনের ঈমানের দাবির পরিপন্থী।

উৎস : প্রশ্নে বর্ণিত হাদিসটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-এর كِتَابُ الْاٰدَابِ-এর অন্তর্গত بَابُ الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : ঈমানের একটি অংশের বর্ণনায় আলোচ্য হাদিসে এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এসেছে, যা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রীয় তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানব কল্যাণ সাধনে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

অনুবাদ : আবু সাইদ খুদরি (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি শরীয়ত বিরোধী কোনো কার্যকলাপ দেখে, তবে সে যেন নিজ হাত দ্বারা তথা শক্তি প্রয়োগ করে তা প্রতিহত করে। আর যদি এতে সে সামর্থ না হয়, তবে যেন সে ভাষা দ্বারা তথা আলোচনার মাধ্যমে প্রতিহত করে। আর যদি এতেও সে সামর্থ না হয়, তবে যেন অন্তর দিয়ে প্রতিহত করে। আর এটি হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।- ইমাম মুসলিম (র) এ হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন।

উপসংহার : সমাজ থেকে অন্যায়-অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিবর্জিত কার্যাদি বন্ধ করার জন্যে সকল মুসলমানের সর্ববিধ প্রচেষ্টা আবশ্যক।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : মন্দকাজে বাধা দেয়ার হুকুম কী? বর্ণনা করুন। اَلسُّؤَالُ (١) : مَا هُوَ الْحُكْمُ بِالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ؟

উত্তর : মন্দকাজে বাধা দেয়ার হুকুম : এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মন্দকাজে বাধা দেয়া ব্যক্তির শক্তি ও সামর্থ্যের নিরীখে ফরয। আর বাধা দেয়ার বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ্যের সাথে তার মনের ঈমানি শক্তিও নিরূপিত হবে। অর্থাৎ, বাঁধা দানের ক্ষমতা ও শক্তি না থাকার ক্ষেত্রে ঈমানের চাহিদা অনুযায়ী সে মনে মনে তা প্রতিহত করার পরিকল্পনা করতে থাকবে এবং ঘৃণা ভরে তা পরিহারে সচেষ্ট থাকবে।

প্রশ্ন-২ : مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا-এর ব্যাখ্যা করুন। اَلسُّؤَالُ (٢) : شَرْحُ : «مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا».

উত্তর : مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর অমীয় বাণী, مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا-এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যখন সমাজে কোনো অশ্লীল কাজ হতে দেখতে পাবে তখন সে যেন তা প্রতিহত করে ও প্রতিবাদ করে। সমাজে কোনো ইসলাম বিরোধী কাজ হলে কোনো মু'মিন নীরবে বসে থাকতে পারে না; বরং তার ঈমানী জযবার চাহিদা হচ্ছে তা বন্ধ করার সার্বিক চেষ্টা করা। এ নির্দেশ সাহাবিদের জন্যে খাস নয়, সর্বকালের সমস্ত মু'মিনের জন্যেই তা প্রযোজ্য। যেমন কালামে পাকের ঘোষণা–

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

অন্যায়মূলক কাজ প্রতিহত করার প্রক্রিয়া তিনটি। যথা–

১. হাত দ্বারা তথা শক্তি প্রয়োগ করে।

২. ভাষা দ্বারা তথা আলোচনা বক্তৃতা, বিবৃতি, লেখা-লেখি ইত্যাদি দ্বারা প্রতিহত করা।

৩. অন্তর দ্বারা তথা চিন্তা, গবেষণা, পরিকল্পনা ও আন্তরিক ঘৃণা।

اَلسُّؤَالُ (٣) : فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ مَا الَّذِيْ يَفْهَمُ مِنْهُ؟

প্রশ্ন-৩ : فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ-দ্বারা কী বুঝনো হয়েছে?

উত্তর : فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ-এর অর্থ হচ্ছে, শক্তি প্রয়োগ বা বক্তৃতা-ভাষণ ও ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে কাজ বন্ধ করার ক্ষমতা না থাকলে অন্যায় ও অন্যায়কারীকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতে হবে। এটা ঈমানের শেষ স্তর। এটাও যদি কোনো মু'মিনের মধ্যে না থাকে তবে বুঝতে হবে, তার মধ্যে ঈমানের জ্যোতি নেই। সে মু'মিন হওয়ার দাবি করলেও তা অনর্থক ও বৃথা দাবি। কেননা, ঈমানদার কখনো ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে সমর্থন দিতে পারে না। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (স) অন্যত্র বলেছেন–

اِذَا عُلِمَتِ الْخَطِيْئَةُ فِي الْاَرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا.

অর্থাৎ, যদি কোনো পাপ কাজ হয় আর কেউ দেখেও তা অপছন্দ করে সে যেনো উপস্থিত থেকেও অনুপস্থিত রইলো।

اَلسُّؤَالُ (٤) : اِشْرَحْ : «ذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ».

প্রশ্ন-৪ : ذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ-এর ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : ذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ-এর ব্যাখ্যা : সৎ কাজের আদেশ দান এবং অসৎ কাজ হতে বাধা প্রদান মু'মিনের সার্বক্ষণিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আর অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ঈমানের দাবি নয়। তাই তো রাসূলুল্লাহ (স) অসত্য ও গর্হিত কাজের প্রতিবাদ করার কয়েকটি পর্যায় এখানে তুলে ধরেছেন। আবু সাঈদ খুদরি (রা) হতে বর্ণিত অছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো গর্হিত কাজ প্রত্যক্ষ করলে এর প্রতিবাদ করা তার দায়িত্ব হয়ে পড়ে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার পদ্ধতি তিনটি–

১. প্রথমে সে হাত দ্বারা তথা শক্তি প্রয়োগ করে তা প্রতিহত করবে। সরাসরি হস্তক্ষেপ করে শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপ বানচাল করে দেবে।

২. শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা না থাকলে ভাষা দ্বারা তা রোখার চেষ্টা করবে।

৩. ওয়াজ-নসীহতের মতো এরূপ কাজের ক্ষমতা না থাকলে অন্তর দিয়ে গর্হিত কাজকে প্রতিহত করতে হবে। এটা ঈমানের নিম্নতম সীমা। এটাও যদি কোনো মু'মিনের মধ্যে না থাকে, তবে বুঝতে হবে যে, তার মধ্যে ঈমানের জ্যোতি নেই।

اَلسُّؤَالُ (٥) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : رَأَى، مُنْكَرٌ، فَلْيُغَيِّرْهُ، لَمْ يَسْتَطِعْ، أَضْعَفُ، لِسَانٌ.

প্রশ্ন-৫ : শব্দাবলির তাহকিক করুন।

উত্তর : শব্দ-বিশ্লেষণ করা হলো–

رَأَى : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস إثبات فعل ماضي معروف বাব فتح يفتح মাসদার الرؤية মাদ্দাহ ر أ ي জিন্‌স معتل ومهموز অর্থ– সে (পুং) দেখলো।

مُنْكَرٌ : সিগাহ واحد مذكر বহস إسم مفعول বাব إفعال মাসদার اَلْإِنْكَارُ মাদ্দাহ ن ك ر জিনস صحيح অর্থ গর্হিত কাজ।

সিগাহ واحد مذكر غائب বহস ,ضمير منصوب متصل আর ه হলো أمر غائب ف
বাব تفعيل মাসদার التغيير মাদ্দাহ غ ي ر জিন্‌স معتل أجوف يائي (পুং)
পরিবর্তন করুক।

لَمْ يَسْتَطِعْ : সিগাহ واحد مذكر غائب বহস جحد بلم در فعل مستقبل معروف
মাসদার الإستطاعة মাদ্দাহ ط و ع জিনস معتل أجوف واوي
সক্ষমতা রাখে নি।

أَضْعَفُ : সিগাহ واحد مذكر বহস إسم تفضيل বাব كرم يكرم মাসদার الضعف মা
জিন্‌স صحيح অর্থ– সে (পুং) অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

لِسَانٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَلْسِنَةٌ অর্থ– জিহ্বা, ভাষা, রসনা।